রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বেদমন্ত্রানুবাদের দুখানি পাণ্ডুলিপি-চিত্র শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে ব্যবহৃত। প্রচ্ছদে-মুদ্রিত রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে 'রূপান্তর' কথাটি শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর সৌজন্যে সংগৃহীত। অন্যান্য সমুদয় চিত্র ও লেখাঙ্কন শান্তি-নিকেতনস্থ রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত চিত্র এবং গ্রন্থাদি হইতে।

বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ১৯৩৫ সনের একখানি আলোকচিত্রানুযায়ী ; চিত্রগ্রহীতা : **Raymond Burnier** ।

রূপান্তর

বর্তমান গ্রন্থে সংস্কৃত পালি প্রাকৃত হইতে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা হইতে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী— নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাণ্ডুলিপি হইতে মূল-সহ একত্র সমাহৃত হইল।

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

১

পিতা নোঽসি
পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু
মা মা হিংসীঃ।

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩৭. ২০

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩০. ৩

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ১৬. ৪১

১

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হতে সব ভালো—
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা,
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে, তুমিই ভালো,
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা,
তোমারে নমস্কার!

২

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ২. ১৭

৩

ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩৬. ৩

৪

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২. ১. ১

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

—মুণ্ডক, ২. ২. ৭

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

—মাণ্ডুক্য, ৭

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে
যিনি সকল ভুবনতলে
যিনি বৃক্ষে যিনি ওষধির মাঝে
তাঁহারে নমস্কার —
তাঁরে নমি নমি বারবার।

— ১ —

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা
যাঁহতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনা ধারা —
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভকতি।

— ২ —

সত্যরূপেতে আছেন সকল ঠাঁই
জ্ঞানরূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অন্তবিহীন অনাদ্য
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।
তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কতরূপে কত বেশে —
তিনি শান্ত তিনি কল্যাণহেতু,
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু।

তাঁর বিচিত্র পরমা শক্তি
প্রকাশে জলে স্থলে —
তাঁহার জ্ঞানের বলের ক্রিয়া
আপনা আপনি চলে।
জগতে তাঁহার পতি নাই কেহ
কালেরও নাই বন্ধু
তিনিই কারণ, মনের চালক,
নাই পিতা, নাই প্রভু।
ইনি দেব ইনি মহান আত্মা
আছেন বিশ্বকাজে
সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
ইঁহারই আসন রাজে।
সংশয়হীন বোধের বিকাশে
ইঁহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা।

২

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবনতলে,
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বার বার।

৩

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনাধারা—
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

৪

সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই,
জ্ঞান রূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অন্তহীন অগম্য—
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে কত বেশে—
তিনি প্রশান্ত, তিনি কল্যাণহেতু,
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু।

৫

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃল্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

—ঋগ্‌বেদ, ১০.১২১.২-৬,৯

৫

আপনারে দেন যিনি,
সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পূজা করে,
পূজে যাঁরে দেবতা সকল,
অমৃত যাঁহার ছায়া,
যাঁর ছায়া মহান্ মরণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

যিনি মহামহিমায়
জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
বহিতেছে যাঁহার শাসন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

এই-সব হিমবান্
শৈলমালা মহিমা যাঁহার,
মহিমা যাঁহার এই
নদী-সাথে মহাপারাবার,
দশ দিক যাঁর বাহু
নিখিলেরে করিছে ধারণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

দ্যুলোক যাঁহাতে দীপ্ত,
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল,
স্বর্গলোক সুরলোক
যাঁর মাঝে রয়েছে অটল,
শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি
মেঘরাশি করেন সৃজন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

দ্যুলোক ভূলোক এই
যাঁর তেজে স্তব্ধ জ্যোতির্ময়
নিরন্তর যাঁর পানে
একমনে তাকাইয়া রয়,
যাঁর মাঝে সূর্য উঠি
কিরণ করিছে বিকিরণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

সত্যধর্মা দ্যুলোকের
পৃথিবীর যিনি জনয়িতা,
মোদের বিনাশ তিনি
না করুন, না করুন পিতা !
যাঁর জলধারা সদা
আনন্দ করিছে বরিষণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

পা ঠা ন্ত র ৫

আত্মদা বলদা যিনি ; সর্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর ; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

এই হিমবন্ত গিরি, নদীসহ এই অম্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর ; এই সর্ব দিক্ যাঁর বাহু ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দ্যুলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর ;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দ্যুলোক ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ ; সূর্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যিনি সত্যধর্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা,
আমাদের না করুন নাশ ! স্রষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

৬

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতি র্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥

—ঋগ্‌বেদ, ৭. ৮৯. ২-৪

৭

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে
জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম
মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥

—ঋগ্‌বেদ, ৭. ৮৯. ৫

৬

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই
চঞ্চল-অন্তর
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি
এসেছি পাপের কূলে—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া করে লও তুলে।
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু
তৃষায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও
হৃদয় সুধায় ভরি॥

৭

হে বরুণদেব,
মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ ক'রে,
লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞানঘোরে—
ক্ষমা কোরো তবে, ক্ষমা কোরো হে,
বিনাশ কোরো না মোরে।

৮

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং
মৎসম্রাড়্‌ৃতা বোহনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্‌ধ্যংহো
নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে ॥

মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টা-
বেনঃ কৃণ্বন্তমসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম
বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্‌
উতাপরং তু বিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্বতে শ্রিতান্য-
প্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি ॥

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি
মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজম্‌।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস
আ নো জীবান্‌ বরুণ তাসু শাধি ॥

—ঋগ্‌বেদ, ২. ২৮. ৬-৯

৮

হে বরুণ, তুমি দূর করো হে, দূর করো মোর ভয়—
ওহে ঋতবান্, ওহে সম্রাট্, মোরে যেন দয়া হয়।
বাঁধন-ঘুচানো বৎসের মতো ঘুচাও পাপের দায়—
তুমি না রহিলে একটি নিমেষও কেহ কি রক্ষা পায়!

বিদ্রোহী যারা তাদের, হে দেব, যে দণ্ড কর দান—
আমার উপরে, হে বরুণ, তুমি হানিয়ো না সেই বাণ।
জ্যোতি হতে মোরে দূরে পাঠায়ো না, রাখো রাখো মোর প্রাণ।

তব গুণ আমি গেয়েছি নিয়ত, আজও করি তব গান—
আগামী কালেও, সর্বপ্রকাশ, গাব আমি তব গান।
হে অপরাজিত, যত সনাতন বিধান তোমার কৃত
স্খলনবিহীন রয়েছে অটল পর্বতে-আশ্রিত।

ওহে মহারাজ, দূর করে দাও নিজে করেছি যে পাপ!
অন্যের কৃত পাপফল যেন আমারে না দেয় তাপ!
বহু উষা আজও হয় নি উদিত, সে-সব উষার মাঝে
আমার জীবন করিয়া পালন লাগাও তোমার কাজে॥

৯

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬. ৭-৯

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪. ১৭

৯

সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর,
সব দেবতার পরমদেব,
সকল পতির পরমপতি,
সব পরমের পরাৎপর।
তাঁরে জানি তিনি নিখিলপূজ্য
তিনি ভুবনেশ্বর।
কর্ম-বাঁধনে নহেন বাঁধা,
বাঁধে না তাঁহারে দেহ—
সমান তাঁহার কেহ না, তাঁ হতে
বড়ো নাই নাই কেহ।
তাঁর বিচিত্র পরমাশক্তি
প্রকাশে জলে স্থলে—
তাঁহার জ্ঞানের বলের ক্রিয়া
আপনা-আপনি চলে।
জগতে তাঁহার পতি নাই কেহ,
কলেবর নাই কভু—
তিনিই কারণ, মনের চালন—
নাই পিতা, নাই প্রভু।
ইনি দেব ইনি মহান্ আত্মা
আছেন বিশ্বকাজে,
সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
ইঁহারই আসন রাজে।
সংশয়হীন বোধের বিকাশে
ইঁহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা।

১০

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

—ঈশোপনিষৎ, ৮

১১

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষ-
মভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তা-
দুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু ॥

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রা-
দভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পরোক্ষাৎ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ
সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু ॥

—অথর্ববেদ, ১৯. ১৫. ৫-৬

১০

শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার
নাহি তাঁর আশ্রয় আধার—
তিনি শুদ্ধ, পাপ তাঁহে নাই।
তিনি বিরাজেন সর্ব ঠাঁই।
তিনি কবি বিশ্বরচনের,
তিনি পতি মানবমনের,
তিনি প্রভু নিখিল জনার—
আপনিই প্রভু আপনার।
বাধাহীন বিধান তাঁহার
চলিছে অনন্তকাল ধরি,
প্রয়োজন যতটুকু যার
সকলই উঠিছে ভরি ভরি।

১১

অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়,
দ্যুলোক ভূলোক উভে হউক অভয়।
পশ্চাৎ অভয় হোক সম্মুখ অভয়,
উর্ধ্ব নিম্ন আমাদের হউক অভয়।
বান্ধব অভয় হোক শত্রুও অভয়,
জ্ঞাত যা অভয় হোক অজ্ঞাত অভয়।
রজনী অভয় হোক দিবস অভয়,
সর্বদিক আমাদের মিত্র যেন হয়।

১২

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ২. ৫

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩. ৮

১২

শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।

১৩

সত্যকামোঽজাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে
ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিংগোত্রোঽন্বহমস্মীতি।
সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি
স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি।

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ
ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি।
তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি।
স হোবাচ নাহমেতদ্ বেদ ভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্মি
অপৃচ্ছং মাতরং
সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং
সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি।

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি
সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে
ন সত্যাদগা ইতি।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪. ৪

১৩

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন,
'ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার ?'
তিনি বললেন, 'জানি নে, তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি ;
তাই জানি নে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।'

সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।'
তিনি বললেন, 'সৌম্য, কী গোত্র তুমি ?'
সে বললে, 'আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।
তিনি বলেছেন— যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম
তোমাকে পেয়েছি।
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।'

তিনি তখন বললেন, 'এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।
সমিধ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।'

১৪

মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব।

—অথর্ববেদ, ১. ৩৪. ৪

যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নি হন্মি তে মনঃ।

—অথর্ববেদ, ৬. ৮. ২

১৫

যথেমে দ্যাবাপৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।

—অথর্ববেদ, ৬. ৮. ৩

১৬

অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি।

—অথর্ববেদ, ৭. ৩৬. ১

১৪

ফুল্ল শাখা যেমন মধুমতী
মধুরা হও তেমনি মোর প্রতি।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে
পাখায় ভূমিরে হানে,
তেমনি আমার অন্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে।

১৫

আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

১৬

আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত,
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত।
হৃদয়ের ব্যবধান হোক মুক্ত,
আমাদের মন হোক যোগযুক্ত।

১৭

অহমস্মি সহমানাথো ত্বমসি সাসহিঃ ।···
মামনু প্র তে মনঃ···
পথা বারিব ধাবতু ॥

—অথর্ববেদ, ৩. ১৮. ৫-৬

১৭

যেমন আমি
সর্বসহা শক্তিমতী,
তেমনি হও
সর্বসহ আমার প্রতি।
আপন পথে
যেমন হয় জলের গতি,
তোমার মন
আসুক ধেয়ে আমার প্রতি।

ধম্মপদ

যমকবগ্গো

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং ॥ ১

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী ॥ ২

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনয্‌হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি ॥ ৩

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং নূপনয্‌হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি ॥ ৪

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥ ৫

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে।
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা ॥ ৬

সুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং।
ভোজনম্‌হি অমত্তঞ্‌ঞুং কুসীতং হীনবীরিয়ং।
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্‌খং ব দুব্বলং ॥ ৭

অসুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং।
ভোজনম্‌হি চ মত্তঞ্‌ঞুং সদ্ধং আরদ্ধবীরিয়ং।
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং ব পব্বতং ॥ ৮

যুগ্মগাথা

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে[১]—
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভণে[২]
দুঃখ তার পিছে ফিরে চক্র যথা গোরুর পিছনে ॥ ১

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিম্বা কথা ভণে
সুখ তার পাছে ফিরে ছায়া যথা কায়ার পিছনে ॥ ২

আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহার কেবলই বাড়িল ॥ ৩

আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে নাহি বাঁধে মনে
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল ॥ ৪

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়,
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্ম্মে কয় ॥ ৫

হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,
বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে ॥ ৬

শরীরের শোভা খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত,
ভোজনে রাখে না মাত্রা বীর্যহীন অলস সতত,
ঝড়ে যথা বৃক্ষ হানে 'মার' তারে মারে সেইমত ॥ ৭

অঙ্গশোভা নাহি খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত,
ভোজনের মাত্রা বোঝে শ্রদ্ধাবান্ কর্মঠ নিয়ত,
মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্বতের মত ॥ ৮

অনিক্কসাবো কাসাবং   যো বত্থং পরিদহেস্সতি।
অপেতো দমসচ্চেন   ন সো কাসাবমরহতি ॥ ৯

যো চ বন্তকসাবস্স   সীলেসু সুসমাহিতো।
উপেতো দমসচ্চেন   স বে কাসাবমরহতি ॥ ১০

অসারে সারমতিনো   সারে চাসারদস্সিনো।
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি   মিচ্ছাসঙ্কপ্পগোচরা ॥ ১১

সারঞ্চ সারতো ঞত্বা   অসারঞ্চ অসারতো।
তে সারং অধিগচ্ছন্তি   সম্মাসঙ্কপ্পগোচরা ॥ ১২

যথাগারং দুচ্ছন্নং   বুট্ঠি সমতিবিজ্ঝতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং   রাগো সমতিবিজ্ঝতি ॥ ১৩

যথাগারং সুচ্ছন্নং   বুট্ঠি ন সমতিবিজ্ঝতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং   রাগো ন সমতিবিজ্ঝতি ॥ ১৪

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি   পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি।
সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি
দিস্বা কম্মকিলিট্ঠমত্তনো ॥ ১৫

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি   কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি   দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো ॥ ১৬

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি   পাপকারী উভয়ত্থ তপ্পতি।
পাপং মে কতংতি তপ্পতি
ভীয্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো ॥ ১৭

হেথায় মরে শোকে সেথায় মরে শোকে, পাপকারী দুখ পায় দুইলোকে
তৃষা লাগে তার হেরি আপনার মলিনকর্ম আপনার চোখে।

সংস্কৃত।—যথা সুচ্ছন্নম্ অগারং বৃষ্টি র্ন সমতিবিধ্যতি, এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিধ্যতি।

অনুবাদ।—যে গৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত, তাহাকে ভেদ করিয়া যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না—যে চিত্ত, ভাবনাযুক্ত (১), তাহাতেও সেইরূপ আসক্তি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়ত্থ
সোচতি।
সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি দিস্বা
কম্মকিলিট্‌ঠমত্তনো ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—পাপকারী ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি উভয়ত্থ সোচতি, অত্তনো কম্মকিলিট্‌ঠং দিস্বা সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি।

সংস্কৃত।—পাপকারী ইহ শোচতি, প্রেত্য শোচতি, উভয়ত্র শোচতি, আত্মনঃ কর্ম্ম-ক্লিষ্টং (কর্ম্মমালিন্যং) দৃষ্ট্বা স শোচতি, স বিহন্যতে।

অনুবাদ।—যে পাপ করে, তাহাকে ইহলোকে পরলোকে (উভয়-লোকেই) শোক করিতে হয়। সে আপনার ক্লিষ্ট কর্ম্ম বা মলিন কর্ম্ম দর্শন করিয়া শোক করে ও অত্যন্ত কষ্ট পায়।

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ
মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কম্মবিসুদ্ধি
মত্তনো ॥ ১৬ ॥

---

(১) ভাবনা শব্দের অর্থ এখানে ৪০টী কর্ম্মস্থান ভাবনা।

হেথায় সুখ তার সেথা সুখ তার, দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার—
সে যে সুখ পায় সেই সুখ পায় শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার।

হেথা পাপ-তাপ সেথা পাপ-তাপ, দুইলোকে দহে যে করেছে পাপ;
'এই মোর পাপ' এই বলে তাপ — দুর্গতি পেলে সেও পরিতাপ!

অন্বয়।—কতপুঞ্‌ঞো ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি, উভয়ৎথ মোদতি, অত্তনো কম্মবিশুদ্ধিং দিস্বা সো পমোদতি।

সংস্কৃত।—কৃতপুণ্যঃ ইহ মোদতে, প্রেত্য মোদতে উভয়ত্র (মোদতে) আত্মনঃ কর্ম্মবিশুদ্ধিং দৃষ্ট্বা স মোদতে স প্রমোদতে।

অনুবাদ।—যে পুণ্যকর্ম্ম করে—সে ইহলোকে পরলোকে (উভয়লোকেই) আনন্দ লাভ করে। সে আপনার কর্ম্মের পবিত্রতা দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হয়।

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উভয়ৎথ তপ্পতি।
পাপং মে কতন্তি তপ্পতি ভীয্যো তপ্পতি দুগ্‌গতিং
গতো ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—পাপকারী ইধ তপ্পতি, পেচ্চ তপ্পতি, উভয়ৎথ তপ্পতি, মে পাপং কতন্তি তপ্পতি, দুগ্‌গতিং গতো ভীয্যো তপ্পতি।

সংস্কৃত।—পাপকারী ইহ তপতি, প্রেত্য তপতি, উভয়ত্র তপতি, ময়া পাপং কৃতমিতি তপতি, দুর্গতিং গতো ভূয়স্তপতি।

অনুবাদ।—যে পাপ করে, সে ইহলোকে পরলোকে উভয় লোকেই তাপ প্রাপ্ত হয়। "আমি পাপ করিয়াছি" এই চিন্তা করিয়া সে (ইহলোকে) তাপ প্রাপ্ত হয় এবং দুর্গতি লাভ করিয়া পুনরায় তাপ প্রাপ্ত হয়।

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কত পুঞ্‌ঞো উভয়ৎথ নন্দতি।
পুঞ্‌ঞং মে কতন্তি নন্দতি ভীয্যো নন্দতি সুগ্‌গতিং
গতো ॥ ১৮ ॥

হেথা আনন্দ সেথা আনন্দ
দুইলোকে সুখী পুণ্যবান!
পুণ্য করেছি বলে আনন্দ,
সুগতি লভিয়া পরমানন্দ!

দমহীন, সত্যহীন, অন্তরে কামনা,
গেরুয়া কাপড় তার শুধু বিড়ম্বনা ॥ ৯

নিষ্কাম, সুশীল, দম সত্য যার মাঝে
গেরুয়া কাপড় পরা তাহারেই সাজে ॥ ১০

অসারে যে সার মানে সারে যে অসার
মিথ্যা কল্পনায় সার নাহি জোটে তার ॥ ১১

সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার
সত্য সঙ্কল্পের কাছে সার মিলে তার ॥ ১২

ভাল ছাওয়া না হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে,
সতর্ক না হলে মন বাসনায় ধরে ॥ ১৩

ভাল ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা,
সতর্ক যে মন তারে কী করে বাসনা ॥ ১৪

হেথা মরে শোকে, সেথা মরে শোকে,
পাপকারী দুখ পায় দুই লোকে—
ব্যথা বাজে তার হেরি আপনার
মলিন কর্ম্ম আপনার চোখে ॥ ১৫

হেথা সুখ তার, সেথা সুখ তার,
দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার—
সে যে সুখ পায় বহু সুখ পায়
শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার ॥ ১৬

হেথা পায় তাপ, সেথা পায় তাপ,
দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ।
'এই মোর পাপ' এই ব'লে তাপ,
দুর্গতি পেয়ে সেও পরিতাপ ॥ ১৭

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ নন্দতি।
পুঞ্ঞং মে কতংতি নন্দতি
ভীয্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো ॥ ১৮

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো।
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি ॥ ১৯

অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসমানো ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী।
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো।
অনুপাদিযানো ইধ বা হুরং বা
স ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি ॥ ২০

অপ্পমাদবগ্গো

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা ॥ ১

এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা।
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা ॥ ২

তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্হপরক্কমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্খেমং অনুত্তরং ॥ ৩

উট্ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো।
সঞ্ঞতস্স চ ধম্মজীবিনো
অপ্পমত্তস্স যসোঽভিবড্ঢতি ॥ ৪

উট্ঠানেনঽপ্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ।
দীপং[৪] কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ॥ ৫

হেথা আনন্দ, সেথা আনন্দ,
দুই লোকে সুখী পুণ্যবন্ত।
'পুণ্য করেছি' ব'লে আনন্দ,
সুগতি লভিয়া পরমানন্দ ॥ ১৮

যে কহে অনেক শাস্ত্রবচন,
কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি—
অপরের গোরু গণিয়া গোয়াল
হয় কি সেজন শ্রেয়ের ভাগী ॥ ১৯

অল্পই কহে শাস্ত্রবাক্য,
ধর্মের পথে করে বিচরণ
রাগ দোষ মোহ করি পরিহার
জ্ঞানসমাপ্ত বিমুক্তমন—
বিষয়বিহীন ইহপরলোকে
কল্যাণভাগী হয় সেইজন ॥ ২০

অপ্রমাদবর্গ

অপ্রমাদ অমৃতের, প্রমাদ মৃত্যুর পথ—
অপ্রমত্ত নাহি মরে, প্রমত্ত সে মৃতবৎ ॥ ১

অপ্রমাদ কারে বলে পণ্ডিত তা মনে রাখি
অপ্রমাদে সুখে রন জ্ঞানীর গোচরে থাকি ॥ ২

ধ্যাননিষ্ঠ ধীরগণ নিত্য দৃঢ়পরাক্রম
নির্বাণ করেন লাভ যোগক্ষেম মহোত্তম ॥ ৩

স্মৃতিমান, শুচিকর্ম, সাবধান, জাগ্রত, সংযত,
ধর্মজীবী, অপ্রমত্ত— যশ তাঁর বেড়ে যায় কত ॥ ৪

জাগরণে অপ্রমাদে সংযমনিয়ম দিয়ে ঘিরে
মেধাবী রচেন দ্বীপ, বন্যা ঠেকে যায় তার তীরে ॥ ৫

পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা।
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠং ব রক্‌খতি ॥ ৬

মা পমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতি সন্থবং।
অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং ॥ ৭

পমাদং অপ্পমাদেন যদা নুদতি পণ্ডিতো।
পঞ্‌ঞা পাসাদমারুয্‌হ অসোকো সোকিনিং পজং।
পব্বতট্‌ঠো ব ভুম্মট্‌ঠে ধীরো বালে অবেক্‌খতি ॥ ৮

অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো।
অবলস্‌সং ব সীঘস্‌সো হিত্বা যাতি সুমেধসো ॥ ৯

অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্‌ঠতং গতো।
অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা ॥ ১০

অপ্পমাদরতো ভিক্‌খু পমাদে ভয়দস্‌সি বা।
সঞ্‌ঞোজনং অণুং থূলং ডহং অগ্‌গীব গচ্ছতি ॥ ১১

অপ্পমাদরতো ভিক্‌খু পমাদে ভয়দস্‌সি বা।
অভব্বো পরিহানায় নিব্বানস্‌সেব সন্তিকে ॥ ১২

চিত্তবগ্‌গো

ফন্দনং চপলং চিত্তং দূরক্‌খং দুন্নিবারয়ং।
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো ব তেজনং ॥ ১

বারিজো ব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্‌ভতো।
পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে ॥ ২

দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যত্থ কামনিপাতিনো।
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং ॥ ৩

মূঢ় সে জড়ায় পায়ে প্রমাদের ফাঁদ,
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠধন বলি রাখে অপ্রমাদ ॥ ৬

মোজো না প্রমাদে পড়ি, ভজনা কোরো না কামরতি—
বহুসুখ পান তিনি অপ্রমত্ত, ধ্যানে যাঁর মতি ॥ ৭

জ্ঞানী অপ্রমাদবলে প্রমাদেরে ফেলি দিয়া দূরে
প্রজ্ঞার প্রাসাদ হতে অশোক হেরেন শোকাতুরে,
গিরি হতে ধীর যথা দেখেন ভূতলে যারা ঘুরে ॥[৫] ৮

অমত্ত জাগ্রত ধায়, সুপ্ত মত্তজনে
পড়ে থাকে নীচে—
দ্রুত অশ্ব যেইমত দুর্বল অশ্বেরে
ফেলে যায় পিছে ॥ ৯

অপ্রমাদে ইন্দ্রদেব হয়েছেন দেবতার সেরা—
অপ্রমাদে তুষে সবে, প্রমাদে দূষেন পণ্ডিতেরা ॥ ১০

প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত
পুড়িয়ে সে চলে যায় স্থূল সূক্ষ্ম বন্ধ যত ॥ ১১

অপ্রমাদে রত ভিক্ষু প্রমাদে যে ভয় পায়
ভ্রষ্ট নাহি হয় কভু— নির্বাণের কাছে যায় ॥[৬] ১২

চিত্তবর্গ

যে মন টলে, যে মন চলে, যাহারে ধরে রাখা দায়,
মেধাবী তারে করেন সিধা ইষুকারের তীরের প্রায় ॥ ১

এই-যে চিত্ত আকুল নিত্য মারের বাঁধন কাটিতে—
জলের পদ্ম কে যেন সদ্য উপাড়ি তুলেছে মাটিতে ॥ ২

চপল লঘু অবশ চিত যেখানে খুশি পড়ে—
সুখে সে রহে, এমন মন দমন যেবা করে ॥ ৩

সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থ কামনিপাতিনং।
চিত্তং রক্খেয্য মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং ॥ ৪

দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং।
যে চিত্তং সঞ্ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা ॥ ৫

অনবট্ঠিতচিত্তস্স সদ্ধম্মং অবিজানতো।
পরিপ্লবপসাদস্স পঞ্ঞা ন পরিপূরতি ॥ ৬

অনবস্সুতচিত্তস্স অনন্বাহতচেতসো।
পুঞ্ঞপাপপহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয়ং ॥৭

কুম্ভূপমং কায়মিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা।
যোজেথ মারং পঞ্ঞায়ুধেন
জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিয়া ॥ ৮

অচিরং বত য়ং কায়ো পঠবিং অধিসেস্সতি।
ছুদ্ধো অপেতবিঞ্ঞাণো নিরত্থং ব কলিঙ্গরং ॥ ৯

দিসোদিসং যন্তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং।
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে ॥ ১০

ন তং মাতাপিতা কয়িরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা।
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে ॥ ১১

পুপ্ফবগ্গো

কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি ॥ ১

সেখো পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি ॥ ২

নহে সে সোজা, যায় না বোঝা,   যেখানে খুশি ধায়,
মেধাবী তারে রক্ষা করে   তবেই সুখ পায় ॥ ৪

দূরে যায়, একা চরে,   অশরীর থাকে সে গুহায়—
হেন মন বশে রাখে   মৃত্যু হতে তবে রক্ষা পায় ॥[৭] ৫

অস্থির যাহার চিত্ত   সত্যধর্ম হতে আছে দূরে,
হৃদয় প্রসাদহীন—   প্রজ্ঞা তার কভু নাহি পূরে ॥ ৬

বাসনাবিমুক্ত চিত্ত   অচঞ্চল পুণ্যপাপহীন—
কোনো ভয় নাহি তার   জাগিয়া সে রহে যত দিন ॥ ৭

কুম্ভের মতো জানিয়া শরীর   নগরের মতো বাঁধিয়া চিত্ত
প্রজ্ঞা-অস্ত্রে মারিবে মরণে,[৮] নিজেরে যতনে বাঁচাবে নিত্য ॥ ৮

অচিরে এ দেহখানা তুচ্ছ জড় কাঠি
মাটিতে পড়িয়া হায় হয়ে যায় মাটি ॥ ৯

শত্রু সে শত্রুতা করে যত,   যত দ্বেষ করে তারে দ্বেষী—
মিথ্যা লয়ে আছে যেই মন   আপনার ক্ষতি করে বেশি ॥ ১০

মাতাপিতা জ্ঞাতিবন্ধুজন   যত তার করে উপকার—
সত্যে যার বাঁধা আছে মন   বেশি শ্রেয় করে আপনার ॥ ১১

পুষ্পবর্গ

কে এই পৃথিবী করি লবে জয়   যমলোক আর দেবনিকেতন—
ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে   কে লবে চুনিয়া[৯] ফুলের মতন ॥ ১

শিষ্য জিনিয়া লইবে পৃথিবী   যমলোক আর দেবনিকেতন,
নিপুণ শিষ্য ধর্মের পদ   চুনিয়া লইবে ফুলের মতন ॥[১০] ২

ফেণূপমং কায়মিমং বিদিত্বা   মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো।
ছেত্বান মারস্স পপুপ্ফকানি   অদস্সনং মচ্চুরাজস্স
গচ্ছে ॥ ৩

পুপ্ফানি হেব পচিণন্তং   ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘো ব   মচ্চু আদায় গচ্ছতি ॥ ৪

পুপ্ফানি হেব পচিণন্তং   ব্যাসত্তমনসং নরং।
অতিত্তং যেব কামেসু   অন্তকো কুরুতে বসং ॥ ৫

যথাপি ভমরো পুপ্ফং   বণ্ণবন্ধং অহেঠয়ং।
পলেতি রসমাদায়   এবং গামে মুনী চরে ॥ ৬

ন পরেসং বিলোমানি   ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্খেয্য   কতানি অকতানি চ ॥ ৭

যথাপি রুচিরং পুপ্ফং   বণ্ণবন্তং অগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা   অফলা হোতি অকুব্বতো ॥ ৮

যথাপি রুচিরং পুপ্ফং   বণ্ণবন্তং সগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা   সফলা হোতি সকুব্বতো ॥ ৯

যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা   কয়িরা মালাগুণে বহূ।
এবং জাতেন মচ্চেন   কত্তব্বং কুসলং বহুং ॥ ১০

ফেনের মতন জানিয়া শরীর, মরীচিকাসম বুঝিয়া তারে,
ছিঁড়ি মদনের পুষ্পশায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যা রে ॥ ৩

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
বন্যায় যেন সুপ্তপল্লী মৃত্যু তাহারে ভাসায়ে লয় ॥ ৪

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
না পূরিতে তার তৃষা বাসনার মরণ তাহারে ছিনিয়া লয় ॥ ৫

বরন-সুবাস[১১] না করিয়া হানি
ভ্রমর যেমন ফুলরস টানি
যায় সে উড়ে,
সেইমত যত জ্ঞানীমুনিজন
সংসারমাঝে করি বিচরণ
পালান দূরে ॥ ৬

পর কী বলেছে কঠিন বচন পর কী করে বা না করে—
তাহে কাজ নাই, তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখো রে ॥ ৭

যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে গন্ধ না যদি জাগে
তেমনি বিফল উত্তম বাণী কাজে যদি নাহি লাগে ॥ ৮

যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে গন্ধও যদি থাকে
তেমনি সফল উত্তম[১২] বাণী কাজে খাটাইলে তাকে ॥ ৯

ফুলরাশি লয়ে যথা নানামত মালা গাঁথে মালাকর
তেমনি বিবিধ কুশলকর্ম রচনা করিবে নর ॥ ১০

রূপান্তর : টীকা

১ প্রথম পাঠ : ধর্ম মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়

২ প্রথম পাঠ : কয়

৩ প্রথম পাঠ : নিষ্কাম যে, দম সত্য আছে যার মাঝে

৪ পালিতে দ্বীপ শব্দেরও বানান 'দীপ'

৫ প্রথম পাঠ : গিরি হতে ধীর যথা চপলেরে হেরে ভূমিতলে
তেমতি পণ্ডিত নাশি প্রমাদেরে অপ্রমাদবলে
প্রজ্ঞার শিখর হতে অশোক হেরেন শোকী-দলে।

৬ প্রথম পাঠ : প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত
ভ্রষ্ট সে তো নাহি হয়, নির্বাণের কাছে গত।

৭ প্রথম পাঠ : সে মন যে বশে রাখে মৃত্যু হতে সেই রক্ষা পায়

৮ প্রথম পাঠ : মৃত্যু

৯ প্রথম পাঠ : কে গাঁথিয়া লবে

১০ প্রথম পাঠ : ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে গাঁথিয়া লইবে ফুলের মতন

১১ প্রথম পাঠ : বর্ণগন্ধ

১২ প্রথম পাঠ : সুন্দর

মহাভারত। মনুসংহিতা

১

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্।
অপি চাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা
রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥[১]

—মহাভারত, আদিপর্ব ১৪০.৫৬

২

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতঃ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৭৪.৩৯

১

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো॥

২

সুখ বা হোক দুখ বা হোক,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করিয়া নিয়ো॥

পাঠান্তর

সুখ হোক দুঃখ হোক,
প্রিয় হোক অথবা অপ্রিয়,
যা পাও অপরাজিত
হৃদয়ে বহন করি নিয়ো॥

পাঠান্তর

আসুক সুখ বা দুঃখ,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
বিনা পরাজয়ে তারে
বরণ করিয়ো॥

৩

নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুর্মূলানি কৃন্ততি ॥

যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্মঃ কর্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ ॥

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

—মনুসংহিতা, ৪.১৭২-৭৪

৩

গাভী দুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সগুই,
কিন্তু অধর্মের ফল মেলে না অগুই।
জানি তার আবর্তন অতি ধীরে ধীরে
সমূলে ছেদন করে অধর্মকারীরে ॥

আপনিও ফল তার নাহি পায় যদি,
পুত্র বা পৌত্রেও তাহা ফলে নিরবধি।
এ কথা নিশ্চিত জেনো অধর্ম যে করে
নিষ্ফল হয় না কভু কালে কালান্তরে ॥

আপাতত বাড়ে লোক অধর্মের দ্বারা,
অধর্মেই আপনার ভালো দেখে তারা।
এ পথেই শত্রুদের পরাজয়[২] করে,
শেষে কিন্তু একদিন সমূলেই মরে ॥[৩]

রূপান্তর : টীকা

১ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার-ধৃত পাঠ। মহাভারতের প্রচলিত পাঠ—

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত।
প্রহৃত্য চ কৃপায়ীত শোচেত চ রুদেত চ॥

২ পাঠান্তর : পরান্ত

৩ শেষ ছত্র-দুটির পাঠান্তর—

অধর্মেই শত্রুদের করে পরাজয়
শেষে কিন্তু সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কালিদাস-ভবভূতি

কুমারসম্ভব ॥ তৃতীয় সর্গ

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যালীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ ॥ ২৫

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ ॥ ২৬

সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥ ২৭

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখা বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৮

মৃগাঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ।
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্বনস্থলীর্মর্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১

তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে।
কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ ॥ ৩৫

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩৬

মদনদহন

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়
দক্ষিণের দিকবালা হেরিয়া তাহাই
ধীরে ধীরে ফেলিলেন বিষণ্ণ নিশ্বাস ॥ ২৫
অমনি উঠিল ফুটি অশোকের ফুল,
অমনি পল্লবজালে ছাইল পাদপ ॥ ২৬
নবীন পল্লব দিয়া রচি পক্ষগুলি
ভ্রমর-অক্ষরে লিখি মদনের নাম
নবচূতবাণচয় নির্মিল বসন্ত ॥ ২৭
মনোহরবর্ণময় কর্ণিকার ফুল
ফুটিল, নাইক তাহে সুবাসের লেশ।
বিধাতা সকল গুণ দেন কি সবারে ॥ ২৮
মর্মর শবদ করি জীর্ণ পত্রগুলি
ফেলে ধীরে বনস্থলী বায়ুর পরশে,
মদোদ্ধত হরিণেরা করে বিচরণ
পিয়ালমঞ্জরী হতে রেণু ঝরি ঝরি
যাদের বিশাল আঁখি হয়েছে আকুল ॥ ৩১
যখন মদন বসি বনশ্রীর কোলে
পুষ্পশরে গুণ তার করিল বন্ধন
স্নেহরসে মগ্ন হল যত ছিল প্রাণী ॥ ৩৫
একই কুসুমপাত্রে ভ্রমর প্রিয়ার
পীত-অবশেষ মধু করিল গো পান।
স্পর্শনিমীলিতচক্ষু মৃগীর শরীরে
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর ॥ ৩৬

...   .

অর্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ ৩৭

গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিতপত্রলেখম্।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে ॥ ৩৮

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥ ৩৯

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥ ৪২

দৃষ্টিপ্রপাতং প্রতিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥ ৪৩

স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং শার্দূলচর্মব্যবধানবত্যাম্।
আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৪৪

পর্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ ৪৫

আধেক মৃণাল খেয়ে সুখে চক্রবাক
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে ॥ ৩৭
পুষ্পমদ পান করি ঢলঢল আঁখি
কিম্পুরুষললনারা গাইতেছে গান,
প্রিয়তম তাহাদের হইয়া বিহ্বল
থেকে থেকে প্রিয়ামুখ করিছে চুম্বন ॥ ৩৮
কুসুমস্তবকগুলি স্তন যাহাদের
নবকিশলয়গুলি ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল সে লতিকারা বাহুপাশ দিয়া
নম্রশাখা তরুদের গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৩৯
লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেমবেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত ॥ ৪১
[অমনি] নিষ্কম্প বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
...   হইল মূক, শান্ত হল মৃগ
...   .   কাঁপিল সঙ্কেতে ॥ ৪২
নন্দীর সতর্ক আঁখি এড়ায়ে মদন
নমেরু গাছের তলে লুকায়ে লুকায়ে
শিবের সমাধিস্থান করিল দর্শন ॥ ৪৩
দেখিল সে— মহাদেব শার্দূল-আসনে
দেবদারুবেদী-'পরে আছেন বসিয়া ॥ ৪৪
উন্নত প্রশস্ত অতি স্থির বক্ষ তাঁর,
শোভিতেছে সন্নমিত দৃঢ় স্কন্ধদেশ,
কোলে তাঁর হাত দুটি রয়েছে অর্পিত
প্রফুল্ল পদ্মের মতো শোভিছে কেমন ॥ ৪৫

৪

ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্ ।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬

কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ ॥ ৪৭

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্ ।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮

কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ ॥ ৪৯

স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যম্ ।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ ॥ ৫১

নির্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন ।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা ॥ ৫২

বদ্ধ তাঁর জটাজাল ভুজঙ্গবন্ধনে।
কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত—
গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসারহরিণ-অজিন
ধরিয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায়॥ ৪৬
ঈষৎ প্রকাশে যার স্তিমিত তারকা,
শান্ত যার ভ্রূযুগল অচল নিস্পন্দ,
অকম্পিত পক্ষ্মমালা ভেদ করি যার
বিকীরিত হইতেছে শান্ত জ্যোতিরাশি
সে নেত্র নাসাগ্রভাগ করিছে বীক্ষণ॥ ৪৭
অবৃষ্টিসংরম্ভস্তব্ধ মেঘের মতন
তরঙ্গবিহীন শান্ত সমুদ্রের মতো
নির্বাতনিষ্কম্প অগ্নি-শিখার সমান
মহাদেব শান্তভাবে ধ্যেয়ানে নিমগ্ন॥ ৪৮
মস্তক করিয়া ভেদ উঠিয়াছে জ্যোতি
কপালের শশধরে করিয়া মলিন॥ ৪৯
মনের অগম্য সেই মহাদেবে হেরি
মদনের সকম্পিত হস্তদ্বয় হতে
থর থর কাঁপি খসি পড়িল ধনুক॥ ৫১
হেনকালে বনদেবীদের সাথে সাথে
উমা পশিলেন সেই বনস্থলীমাঝে—
হেরি সে অতুলরূপ পাইয়া আশ্বাস
মদন তুলিয়া নিল ধনুর্বাণ তার॥ ৫২

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ ৫৪

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ মৌর্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্মুকস্য ॥ ৫৫

সুগন্ধিনিশ্বাসবিবৃদ্ধতৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৫৬

তাং বীক্ষ্য সর্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস ॥ ৫৭

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম ॥ ৫৮

তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্তুরেনাং ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্ ॥ ৬০

পদ্মরাগ মণি জিনি অশোককুসুম
কনকবরন জিনি কর্ণিকার ফুল
মুকুতাকলাপসম সিন্ধুবারমালা
আরণ্য বসন্তফুলে··· ··· ···
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ॥ ৫৩
স্তনভারে নতকায়া ঈষৎ অমনি
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো ॥ ৫৪
থেকে থেকে খুলে পড়ে বকুলমেখলা,
বার বার হাতে করে রাখেন আটকি ॥ ৫৫
ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাসসৌরভে
বিম্ব-অধরের কাছে করে বিচরণ,
সম্ভ্রমে বিলোলদৃষ্টি উমা প্রতিক্ষণ
লীলাশতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা ॥ ৫৬
যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে করি নিরীক্ষণ
জিতেন্দ্রিয় শূলীরেও বাণ সন্ধানিতে
মদন হৃদয়ে নিজ বাঁধিল সাহস ॥ ৫৭
শৈলসুতা ভবিষ্যৎপতি শঙ্করের
লতাগৃহদ্বার-মাঝে করিলা প্রবেশ।
পরমাত্মাসন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে
যোগ ভাঙি উঠিলেন মহেশ তখন ॥ ৫৮
নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
উমা-আগমনবার্তা করিল জ্ঞাপন।
ঈষৎ ভ্রূক্ষেপমাত্রে মহেশ অমনি
পার্বতীরে প্রবেশিতে দিলা অনুমতি ॥ ৬০

তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।
ব্যকীর্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ ॥ ৬১

উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২

অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥ ৬৪

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্ ॥ ৬৫

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥ ৬৬

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যস্তবিলোচনেন ॥ ৬৮

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯

উমার স্বহস্তে তুলা পল্লবে-জড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পি পদতলে
সখীগণ মহাদেবে করিল প্রণাম ॥ ৬১
উমাও সে পদতলে হইলেন নত—
চঞ্চল অলক হতে পড়িল খসিয়া
নবকর্ণিকার ফুল মহেশচরণে ॥ ৬২
[অন্য] নারী -অনুরক্ত নহে যেই জন
[হেন] পতি লাভ করো আশীষিলা দেব
… [ক] থার কভু হয় না অন্যথা ॥ ৬৩
… [অ] বসর প্রতীক্ষা করিয়া
… … .. পতঙ্গের মতো
… … … … … করি ॥ ৬৪
পদ্মবীজমালা লয়ে আরক্তিম করে
মহেশের হস্তে উমা করিলা অর্পণ ॥ ৬৫
সম্মোহন পুষ্পধনু করিয়া যোজনা
অমনি শিবের প্রতি হানিলা মদন ॥ ৬৬
অমনি হইলা হর ঈষৎ অধীর
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি-সম,
উমার মুখের 'পরে মহেশ তখন
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ ॥ ৬৭
অমনি উমার দেহ উঠিল শিহরি,
সরমবিভ্রান্ত নেত্রে লাজনম্র মুখে
পার্বতী মাটির পানে রহিলা চাহিয়া ॥ ৬৮
মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন
বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে
দিশে দিশে করিলেন ত্রিনয়নপাত ॥ ৬৯

স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্ ।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্তু মভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্ ॥ ৭০

তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য ।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥ ৭১

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি ।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৭২

কুমারসম্ভব

সূচনা

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

—কুমারসম্ভব, ১. ১

দেখিলা জ্যাবদ্ধমুষ্টি সশর মদন
তাঁর [প্রতি] লক্ষ নিজ করেছে নিবেশ ॥ ৭০
তপস্যার বিঘ্ন হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয়
ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখ মহাতপস্বীর
তৃতীয় নয়ন হতে ছুটিল অনল ॥ ৭১
ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ
স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে
হইল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ ॥ ৭২

কুমারসম্ভব

সূচনা

উত্তর দিগন্ত ব্যাপি
দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে—
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু,
মানদণ্ড যেন তারি মাঝে ॥

রঘুবংশ ॥ সূচনা

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ ১

ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানাম্ আফলোদয়কর্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্ আনাকরথবর্ত্মনাম্ ॥ ৫

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্ ॥ ৬

ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥ ৮

রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥ ৯

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্‌ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥ ১০

—রঘুবংশ, ১. ১-১০

রঘুবংশ ॥ সূচনা

বাক্য আর অর্থ -সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে
বাগর্থসিদ্ধির তরে বন্দনা করিনু নতশিরে ॥ ১

কোথা সূর্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন—
ভেলায় দুস্তর সিন্ধু তরিবারে বৃথা আকিঞ্চন ॥ ২

বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ডালে,
মন্দ কবিযশ চায়— সেই দশা তাহারও কপালে ॥ ৩

কিম্বা পূর্ব পূর্ব কবি রচি গেলা যেথা বাক্যদ্বার,
বজ্রবিদ্ধ মণি -মধ্যে সূত্রসম প্রবেশ আমার ॥ ৪

আজন্ম যাঁহারা শুদ্ধ, কর্ম যাঁরা নিয়ে যান ফলে,
সসাগররাজ্যেশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে—

যথাবিধি হোম যাগ, যথাকাম অতিথি অর্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত—

দানহেতু ধনার্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ-আশে দিগ্বিজয়, পুত্র লাগি কলত্রবরণ—

শৈশবে বিদ্যার চর্চা, যৌবনে বিষয়-অভিলাষ,
বার্ধক্যে মুনির ব্রত, যোগবলে অন্তে দেহ-নাশ ॥ ৫-৮

এ হেন বংশের কীর্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চঞ্চল ॥ ৯

পণ্ডিতে শুনিবে কথা ভালোমন্দ-বিচারে-নিপুণ—
সোনা খাঁটি কিম্বা ঝুঁটা সে পরীক্ষা করিবে আগুন ॥ ১০

রঘুবংশ ॥ অষ্টম সর্গ

কৃতবত্যসি নাবধীরণা-
মপরাদ্ধেঽপি যদা চিরং ময়ি।
কথমেকপদে নিরাগসং
জনমাভাষ্যমিমং ন মন্যসে ॥ ৪৮

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া
কৃতপূর্বং তব কিং জহাসি মাম্।
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৫২

কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃতশ্-
চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু করোতি মারুতস্-
ত্বদুপাবর্তনশঙ্কি মে মনঃ ॥ ৫৩

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমস্-
তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ ॥ ৫৪

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্ ॥ ৫৫

অজবিলাপ

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর
ভুলেও কখনো কর নাই অনাদর,
তবু কেন আজ কোনো অপরাধ বিনা
মোর প্রতি তুমি রয়েছ বাক্যহীনা ॥ ৪৮
মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু
মোরে ফেলে কেন চলে গেলে তুমি তবু !
পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,
তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি ॥ ৫২
কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে
মন্দপবন কাঁপায় যখন এসে,
হে সুতনু, তব প্রাণ ফিরে এল ব'লে
থেকে থেকে মোর দুরাশায় হিয়া দোলে ॥ ৫৩
হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা
জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা—
রজনী আসিলে হিমাচলগুহাতলে
আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জ্বলে ॥ ৫৪
ও মুখে অলক দোলে যে[১] মারুতভরে,
তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে—
যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে,
অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে ॥ ৫৫

[অলক তোমার কভু মৃদু বায়ুভরে
বিচলিয়া উঠে মৌন মুখের 'পরে—
শতদল যেন অবসান হলে দিন
নিশানিমীলিত অলিগুঞ্জনহীন ॥ ৫৫][২]

শশিনং পুনরেতি শর্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্ ।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ ॥ ৫৬

নবপল্লবসংস্তরেঽপি তে
মৃদু দূয়েত যদঙ্গমর্পিতম্ ।
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং
বদ বামোরু চিতাধিরোহণম্ ॥ ৫৭

ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং
রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী ।
গতিবিভ্রমসাদনীরবা
ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে ॥ ৫৮

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ
প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ ।
অহমেকরসস্তথাপি তে
ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং
পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬

শর্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে,
চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদ-পরে,
বিরহ তাহারা মিলনের আশে সহে—
চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে ॥ ৫৬

শয়ন রচিত হত পল্লবে নব,
তবু দুখ পেত কোমল অঙ্গ তব।
আজ সেই তনু চিতা-আরোহণ[৩] আহা
কেমনে সহিবে, কেমনে সহিব তাহা ॥ ৫৭

এ মেখলা[৪] তব প্রথমা রহঃসখী
গতিহারা দেহে নিক্কণ হারালো কি?
মনে হয় যেন সেও বুঝি তব শোকে
তোমারি সঙ্গে গিয়েছে মৃত্যুলোকে ॥ ৫৮

সমসুখদুখ তব সঙ্গিনীজন,
প্রতিপদচাঁদ তব আত্মজধন,
তব রস মোর জীবনে করেছি সার—
নিঠুর, তবুও একি তব ব্যবহার ॥ ৬৫

ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
আভরণে মোর প্রয়োজন হল গত—
শয়ন শূন্য চিরদিবসের মতো ॥ ৬৬

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥ ৬৭

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা
সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্-
মম সর্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ॥ ৬৯

গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম,
ললিতকলায় ছিলে যে শিষ্যাসম—
করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিয়ে
বলো গো আমার কি না সে হরিল প্রিয়ে ॥ ৬৭

তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ ধনে
সুখ বলি' অজ গণ্য না করে মনে।
কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে,
আমার যা-কিছু তোমারে জড়ায়ে আছে ॥ ৬৯

মেঘদূত ॥ সূচনা

পূর্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥ ১

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥ ২

মেঘদূত ॥ সূচনা

যক্ষ সে কোনোজনা   আছিল আনমনা,
সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত   মহিমা ছিল যত—
বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি-   শিখরে মরে ফিরি
একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা,
যেথায় শীতল ছায়   ঝরনা বহি যায়
সীতার স্নানপূত জলধারা ॥ ১

মাস পরে কাটে মাস,   প্রবাসে করে বাস
প্রেয়সীবিচ্ছেদে বিমলিন।
কনকবলয়-খসা   বাহুর ক্ষীণ দশা,
বিরহদুখে হল বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে   প্রথম দিন আসে,
যক্ষ নিরখিল গিরি-'পর
ঘনঘোর মেঘ এসে   লেগেছে সানুদেশে,
দন্ত হানে যেন করিবর ॥ ২

মেঘদূত ॥ সূচনা

অভাগা যক্ষ যবে
করিল কাজে হেলা
কুবের তাই তারে দিলেন শাপ—
নির্বাসনে সে রহি
প্রেয়সী-বিচ্ছেদে
বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-
শিখর-আশ্রমে
হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি
স্নিগ্ধ ছায়াবৃত
সীতার স্নানে পূত সলিলধার ॥ ১

মেঘদূত ॥ সূচনা

কোনো-এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা,
তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল
মহিমা-সম্পদ্
যত-কিছু ॥ ১

কান্তাবিরহগুরু
দুঃখদিনগুলি
বর্ষকাল-তরে
যাপে একা,
স্নিগ্ধপাদপছায়া
সীতার-স্নানজলে-
পুণ্য রামগিরি-
আশ্রমে ॥ ২

১

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকাণাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১০

২

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১৮

৩

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১৯

১

মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।
আগুন দেবে কে হে
ফুলের 'পর!
কোথা হে মহারাজ
মৃগের প্রাণ—
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ!

২

কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয়,
শশাঙ্ক কলঙ্কী তবু লক্ষ্মীর সে প্রিয়।
এ নারী বল্কল পরি আরো মনোহর—
কী নহে ভূষণ তার যে জন সুন্দর!

[কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর,
চাঁদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর,
বল্কলও মনোজ্ঞ অতি রূপসীর গায়,
মধুর মুরতি যেই কী না সাজে তায়?][২]

৩

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়-লোভনীয় কুসুম-হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।

৪

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ৩১

৫

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্ ।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪.৯

৬

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্-
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কমরীচিতাপঃ ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪.১১

৪

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে,
অধীর হৃদয় কিন্তু যায় পিছু-বাগে —
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
পতাকাংশু তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে ॥

৫

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান ;
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু ;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে ;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায় !

৬

মাঝে মাঝে পদ্মবনে
পথ তব হোক মনোহর।
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি
ঢেকে দিক তীব্র রবিকর।
হোক তব পথধূলি
অতিমৃদু পুষ্পধূলিনিভ।
হোক বায়ু অনুকূল
শান্তিময়, পন্থা হোক শিব।

৭

উগ্‌গলিঅদব্‌ভকবলা মঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১২

৮

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১৪

৯

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১৮

১০

অহিণঅমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তনিব্বুদো মহুঅর বিস্মরিও সি ণং কহং॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৫. ১০

৭

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার।

৮

ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে,
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।

৯

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি-'পরে রোষভরে হোয়ো না নির্মম।
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়ো না আত্মহারা—
গৃহিণীর এই ধর্ম ; কুলনাশী অন্যরূপ যারা।

১০

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,[৩]
চূতমঞ্জরী চুমি
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি।

১১

নেপথ্যপরিগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্যাঃ।
সংহর্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করণীম্॥

—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২. ১

১২

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

—মালতীমাধব-প্রস্তাবনা

১৩

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥

—উত্তররামচরিত, ১. ১০

১৪

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ॥

—উত্তররামচরিত, ৬. ৫

১১

নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে,
রূপখানি দর্শন তিয়াসে
আঁখি মোর উৎসুক দশাতে
তিরস্করণী চাহে খসাতে ॥

১২

কী জানি মিলিতে পারে মম সমতুল—
সময় অসীম আর পৃথিবী বিপুল।

১৩

অর্থ পরে বাক্য সরে
লৌকিক যে সাধুগণ তাঁদের কথায়।
আদ্য ঋষিদের বাক্যে
বাক্যগুলি আগে যায়, অর্থ পিছে ধায় ॥

●

১৪

কিছুই করে না, শুধু
সখ্য দিয়ে হরে দুঃখগ্লানি—
যে যাহার প্রিয়জন
সে তাহার কেমন কী জানি।

রূপান্তর : টীকা

১ বৈজয়ন্তী পত্রিকা -অনুযায়ী পাঠ
২ পূর্ববর্তী শ্লোকানুবাদেরই রূপান্তর
৩ পাণ্ডুলিপি : চিতাশয্যায়
৪ পাঠান্তর : রশনা
৫ পাঠান্তর : অংশুক
৬ পাঠান্তর : অভিনবধুমলোভী মধুকর

ভট্টনারায়ণ-বররুচি-প্রমুখ কবিগণ

১

স্যূতো বা স্যূতপুত্রো বা
যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম
মদায়ত্তং হি পৌরুষম্॥

—বেণীসংহার, ৩. ৩৭

২

ইতরপাপফলানি[১] যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

—নীতিরত্ন, ২

৩

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং
কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তারস্-
তত্র মৌনং হি শোভনম্।

—নীতিরত্ন, ১১

১

যেমন তেমন হোক মোর জাত,
হই ডোম হই চামার,
জন্মের কুল সেটা দৈবাৎ—
পৌরুষ সেটা আমার।

২

চতুরানন, পাপের ফল
যেমন খুশি তব
বিতর মোরে, সকলই আমি
যে ক'রে হোক সব।
মিনতি শুধু— অরসিকেরে
রসের নিবেদন
লিখো না, ওগো, লিখো না ভালে,
লিখো না সে বেদন।

পাঠান্তর

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে
হানিবে, অবিচল রব তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে
ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে।

৩

ভালোই করেছ, পিক,
চুপ করে রয়েছ আষাঢ়ে।
মৌনই সেথায় শোভে
ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে।

৪

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণস্-
ত্বভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তে সমুপায়াতে
কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ ॥

—বররুচি : নীতিরত্ন, ১৩

৫

কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌঃ
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥

—বররুচি : নীতিরত্ন, ৮

৬

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ॥

—ঘটকর্পর : নীতিসার, ১৩

৪

কাক কালো, পিক কালো,
বর্ষায় সমান তারা ঠিক—
বসন্ত যেমনি আসে
কাক কাক, পিক হয় পিক।

পা ঠা ন্ত র

কাক কালো, পিক কালো,
মিথ্যা ভেদ খোঁজা—
বসন্ত যেমনি আসে
ভেদ যায় বোঝা।

৫

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা,
মানিকে জড়ানো হোক তার পা দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্—
রাজহংস নয় কভু, তবুও সে কাক।

৬

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তারি[৩] 'পরে জানি
কমলা সদয়।
দৈবে করিবেন[৪] দান এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
দৈবেরে হানিয়া[৫] করো পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

পা ঠা ন্ত র ৬

সেই তো পুরুষসিংহ উদ্যোগী যে জন,
তারি লক্ষ্মীলাভ।
দৈবপানে চেয়ে থাকে কাপুরুষগণ
দুর্বলস্বভাব।
দৈবেরে পরাস্ত করো আত্মশক্তিবলে,
পৌরুষ তাহাই।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবুও না ফলে
তাহে দোষ নাই।

পা ঠা ন্ত র ৬

লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন
উদ্যোগী যে জন।
দৈবে করে ফল দান হেন কথা বলে
কাপুরুষ-দলে।
পৌরুষ সাধন করো দৈবেরে বধিয়া
আত্মশক্তি দিয়া।
বহুযত্নে ফল যদি নাহি মিলে হাতে
দোষ কী তাহাতে!

পা ঠা ন্ত র ৬

উদ্যোগী পুরুষ বলবান্
লক্ষ্মী করে জয়,
দৈবে আসি করে বরদান
কাপুরুষে কয়।
দৈব ছাড়ি আত্মশক্তিবলে
পৌরুষ লভিবা—
যত্নে যদি সিদ্ধি নাহি ফলে
দোষ তাহে কিবা!

৭

গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোঽহম্।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক্ব ত্বং ক্বাহং ক্ব চ জলপাতঃ ॥

—পূর্বচাতকাষ্টক, ৪

৮

উপকর্তুং যথা স্বল্পঃ
সমর্থো ন তথা মহান্।
প্রায়ঃ কূপস্তৃষাং হন্তি
সততং ন তু বারিধিঃ ॥

—কুসুমদেব : দৃষ্টান্তশতক, ১৩

৯

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নির্-
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

—কবিভট্ট : পদ্যসংগ্রহ, ৭

১০

সদ্ভিস্তু লীলয়া প্রোক্তং
শিলালিখিতমক্ষরম্।
অসদ্ভিঃ শপথেনাপি
জলে লিখিতমক্ষরম্ ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

৭

গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল—
আমি যে চাতক পাখি, চিত্ত বিকল—
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণবাত
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত !

৮

প্রায় কাজে নাহি লাগে মস্ত ডাগর—
কূপ তৃষা দূর করে, করে না সাগর।

৯

উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে,
পদ্ম বিকাশে গিরিশিরে,
মেরু যদি নড়ে, জুড়ায় বহ্নি—
সাধুর বচন নাহি ফিরে।

১০

সতের বচন লীলায় কথিত
শিলায়-খোদিত যেন সে।
অসতের কথা শপথজড়িত
জলের লিখন জেনো সে।

১১

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক, ১০

১২

আরম্ভগুর্বী ক্ষয়িণী ক্রমেণ
লঘ্বী পুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ
দিনস্য পূর্বার্ধপরার্ধভিন্না
ছায়েব মৈত্রী খলসজ্জনানাম্।

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক, ৭৮

১১

নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী যদি আসেন বা যথা-ইচ্ছা ছাড়েন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হয় যদি কিম্বা যদি হয় যুগান্তরে—
ন্যায্য পথ হতে তবু ধীর কভু এক পা না সরে ॥

পা ঠা ন্ত র

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক কিম্বা হোক যুগান্তরে—
ন্যায়পথ হতে ধীর এক-পা'ও না সরে।

পা ঠা ন্ত র

নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন,
লক্ষ্মী ঘরে আসুন বা যথেচ্ছা ছাড়ুন,
মৃত্যু চেপে ধরে যদি অথবা পাসরে—
ন্যায্য পথ হতে ধীর এক-পা না সরে।

১২

আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া,
দুর্জনের মৈত্রী যেন পূর্বার্ধদিবসছায়া।
সজ্জনের মৈত্রী ভায় অপরাহ্ণছায়াপ্রায়—
প্রথমে দেখিতে লঘু, কালবশে বৃদ্ধি পায়।

১৩

শম্ভুস্বয়ম্ভুহরয়ো হরিণেক্ষণানাং
যেনাক্রিয়ন্ত সততং গৃহকর্মদাসাঃ।
বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রিতায়
তস্মৈ নমো ভগবতে কুসুমায়ুধায় ॥

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক, ১

১৪

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদি হালাহলমেব কেবলম্।
অতএব নিপীয়তেঽধরো হৃদয়ং মুষ্টিভিরেব তাড্যতে ॥

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক, ৮৫

১৫

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতো বশিত্বম্ ॥

—বানরষষ্টক, ২

১৬

যা স্বসদ্মনি পদ্মেঽপি সন্ধ্যাবধি বিজৃম্ভতে
ইন্দিরা মন্দিরেঽন্যেষাং কথং তিষ্ঠতি সা চিরম্ ॥

—শারঙ্গধরপদ্ধতি, ৪৭১

১৭

আশা নাম মনুষ্যাণাং কাচিদাশ্চর্যশৃঙ্খলা।
যয়া বদ্ধাঃ প্রধাবন্তি মুক্তাস্তিষ্ঠন্তি পঙ্গুবৎ ॥

—ভর্তৃহরিসুভাষিতসংগ্রহ, ৪০৫

১৩

যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু শম্ভু বারো মাস
হরিণেক্ষণার দ্বারে গৃহকর্মদাস,
বাক্য-অগোচর চিত্র চরিত্র যাঁহার,
ভগবান্ পঞ্চবাণ, তাঁরে নমস্কার।

১৪

নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল।
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল।

১৫

যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে।
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী, রেখো সাবধানে।—
শাস্ত্র নৃপ নারী কভু বশ নাহি মানে।

১৬

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন, মূঢ়, শুন।

১৭

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যবে স্থির হয়ে থাকে।

১৮

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্-
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ১. ১

১৯

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ৫. ১০

২০

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ১০. ২

১৮

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ,
তমালে তমিস্র বনভূমি,
তিমিরশর্বরী, এ যে
শঙ্কাকুল— সঙ্গে লহো তুমি।

পাঠান্তর

মেঘলা গগন, তমাল-কানন
সবুজ ছায়া মেলে—
আঁধার রাতে লও গো সাথে
তরাস-পাওয়া ছেলে।

১৯

কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি,
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

২০

বচন যদি কহ গো দুটি
দশনরুচি উঠিবে ফুটি,
ঘুচাবে মোর মনের ঘোর তামসী।

২১

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্-
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্‌গারচিকুরাম্‌।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনী ॥

—রূপগোস্বামী : হংসদূত, ১১৫

২২

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি।
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৩

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্‌।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ ॥

—অমরুক : অমরুশতক, ৬০

২১

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর,
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে—
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়—
কিসলয়পাখাখানি দোলাইব গায়?

পাঠান্তর

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ বহিবে সুন্দর,
মুদিতনয়না লীনা তব অঙ্কতলে,
বাসন্তী সুবাস উঠে এলানো কুন্তলে—
তাঁহার করিব সেবা সেদিন কি হবে
কিসলয়-পাখাখানি দোলাইব যবে?

২২

কুঞ্জ- পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

২৩

আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক্ নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

২৪

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৫

অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা।

—ত্রিবিক্রমভট্ট : নলচম্পূ, ৭. ৪৯

২৬

নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ম্
অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলম্ ॥

—জগন্নাথপণ্ডিত : ভামিনীবিলাস, শৃ, ৪৬

২৭

হৃত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৪

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর,
কথাটি কোয়ো না— তব দন্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

২৫

চক্ষু'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে—
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে!

২৬

আনতাঙ্গী বালিকার
শোভাসৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল,
না দেখিয়া পরস্পরে
তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল?

২৭

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কিনা দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

২৮

লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৯

গতং তদ্‌গাম্ভীর্যং
তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ।
সখে হংসোত্তিষ্ঠ
ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ।

—বল্লভদেব : সুভাষিতাবলি, ৭০৭

৩০

অলিরসৌ নলিনীবনবল্লভঃ
কুমুদিনীকুলকেলিকলারসঃ
বিধিবশেন বিদেশমুপাগতঃ
কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে॥

—ভ্রমরাষ্টক, ৯

২৮

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না সরলে !
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ,
কী কাজ লেপিয়া গরলে !

২৯

সে গাম্ভীর্য গেল কোথা !
নদীতট হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস, ওঠো, ওঠো,
সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে।

৩০

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়,
ছিল প্রীতি কুমুদিনী-পানে।
সহসা বিদেশে আসি, হায়, আজ কি ও
কুটজেও বহু বলি মানে !

৩১

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে
শিলা তরতি পানীয়ং
গীতং গায়তি বানরঃ ॥

—চাণক্য : চাণক্যশতক, ৮৯

৩২

দানং প্রিয়বাক্‌সহিতং জ্ঞানমগর্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্যম্।
বিত্তং ত্যাগনিযুক্তং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥[১০]

—নারায়ণ পণ্ডিত : হিতোপদেশ

৩৩

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্‌-
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা ॥

—নবরত্নমালা

৩৪

যথৈকেন ন হস্তেন তালিকা সংপ্রপদ্যতে
তথোদ্যমপরিত্যক্তং কর্ম নোৎপাদয়েৎ ফলম্।

—নবরত্নমালা

৩১

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে

প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়।

'শিলা জলে ভেসে যায় বানরে সংগীত গায়

দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'[১১]

৩২

প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন,

দান-সহ ধন,

শৌর্য-সহ ক্ষমাগুণ —জগতে এ চারি

দুর্লভ মিলন।

৩৩

জলেতে কমল, জল কমলে,

শোভয়ে সরসী কমলে জলে।

মণিতে বলয়, বলয়ে মণি,

মণি বলয়েতে শোভয়ে পাণি।

নিশিতে শশী, শশীতে নিশি,

আকাশের শোভা উভয়ে মিশি।

কবিতে নৃপতি, নৃপেতে কবি,

নৃপ-কবি-যোগে সভার ছবি।

৩৪

এক হাতে তালি নাহি বাজে,

যে কাজ উদ্যমহীন

ফলোদয় না হয় সে কাজে।

রূপান্তর : টীকা

পাঠান্তর :

১ 'ইতরতাপশতানি', 'ইতরকর্মফলানি' নানা পাঠান্তর আছে। অন্যত্র 'যদৃচ্ছয়া', 'বিতর' স্থলে 'বিলিখ', 'অরসিকেষু' স্থলে 'অরসিকে তু', 'রসস্য' স্থলে 'রহস্য' বা 'কবিত্ব'।

২ কাব্যসংগ্রহে প্রথম চরণ : কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা

৩ তাঁরি

৪ পরে করিবেক

৫ পরকে বিস্মরি

৬ কিছুতে

৭ কাব্যসংগ্রহ-ধৃত পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : ষড়্‌রত্ন, ১

৮ কাব্যসংগ্রহ-ধৃত পাঠ : পুনর্দিবা

৯ গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

১০ নবরত্নমালা গ্রন্থে সামান্য পাঠভেদ আছে।

১১ উদ্‌ধৃতি-চিহ্নিত অংশ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে গৃহীত। পাঠান্তর : 'ভেসে' স্থলে 'ভাসি'।

॥ মন্তব্য ॥ সংকলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলির পাঠ নানা আধারগ্রন্থে নানারূপ, কদাচিৎ রচয়িতা সম্পর্কেও মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ-ধৃত পাঠ অথবা যে পাঠ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন জানা যায়, তাহাই এ স্থলে সংকলিত।

২-৯, ১১-১৫, ১৮-২১, ২৩, ৩০ ও ৩১ -সংখ্যক শ্লোক 'শ্রীডাক্তরযোহন-হেবরলিন'-কর্তৃক সমাহৃত ও মুদ্রাঙ্কিত কাব্যসংগ্রহ (১৮৪৭, পরবর্তী পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৮৬১-৬২ খৃস্টাব্দ) গ্রন্থে দেখা যায়। উপরে পাঠ-ভেদগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহা ছাড়া ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দ্বাদশ শ্লোকের পাঠ প্রমাদপূর্ণ মনে হওয়াতেই নবরত্নমালা বা সুভাষিতরত্ন-ভাণ্ডাগার -ধৃত পাঠ গৃহীত।

১০, ১২, ১৬, ১৭, ২২-২৯ ও ৩২ -সংখ্যক শ্লোক সুভাষিতরত্ন-ভাণ্ডাগার গ্রন্থে০ যথাযথ পাওয়া যায়, কেবল চতুর্বিংশ শ্লোকের একাংশে

০ পঞ্চম (১৯১১) ও প্রচলিত অষ্টম সংস্করণ (১৯৫২) দেখা হইয়াছে।

'নীলং | বাসঃ' পাঠ শার্ঙ্গধরপদ্ধতি (১৮৮০) গ্রন্থের প্রামাণ্যে প্রচলিত সংস্করণে 'বাসো | নীলং' করা হইয়াছে।

বহু স্থলে রবীন্দ্রনাথ মর্মানুবাদ মাত্র করিয়াছেন। চতুর্দশ শ্লোকের শেষাংশ নাটকের প্রয়োজনেই পরিবর্তিত হইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভর্তৃহরিরচিত মূল কাব্যে পরবর্তী শ্লোকের সূচনাতেই আছে : অপসর সখে দূরমস্মাৎ কটাক্ষ বি শি খা ন লা ৎ। সপ্তদশ, বিশেষতঃ ষোড়শ শ্লোকের রূপান্তরে বহুশঃ পরিবর্তনও ফাল্গুনী নাট্যকাব্যেরই প্রয়োজনোপযোগী।

সর্বশেষ শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ; সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার-ধৃত পাঠ—

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধতি ॥

পালি-প্রাকৃত কবিতা

১

বণ্ণগন্ধগুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্‌স সিরিপাদসরোরুহে।
গন্ধসম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং।

—বৌদ্ধ এদাহিল্লা

১

স্বর্ণবর্ণে-সমুজ্জ্বল নবচম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত—
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত॥

২

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মনহরণ
কণঅ পিঅরি ণচই
বিজুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পত্থর বিত্থর হিঅলা
পিঅলা নিঅলং ণ আবেই ॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গল

২

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে,
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনকবিজুরি নাচে রে,
অশনি গর্জন করে—
নিষ্ঠুর-অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

পা ঠা ন্ত র

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরন ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জন করে—
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না।

মরাঠী : তুকারাম

১

মাঝিয়ে মঁনীচা জাণা হা নির্ধার।
জিবাসি উদার জালেঁা আতাঁ॥
তুজবিণ দুজেঁ ন ধরীঁ আণিকা।
ভয় লজ্জা শংকা টাকিয়েলী॥
ঠাযীঁচা সংবন্ধ তুজ মজ হোতা।
বিশেষ অনন্ত কেলা সন্তীঁ॥
জীবভাব তুঝ্যা ঠেবিয়েলা পায়ীঁ।
হেঁ চি আতাঁ নাহীঁ লাজ তুম্হাঁ॥
তুকা ম্হণে সন্তীঁ ঘাতলা হাবালা।
ন সোডীঁ বিঠ্ঠলা পায আতাঁ॥

২

নামদেবেঁ কেলেঁ স্বপ্নামাজী জাগেঁ।
সবেঁ পাণ্ডুরংগে যেউনিয়াঁ॥
সাংগিতলেঁ কাম করাবেঁ কবিত্ব।
বাউগেঁ নিমিত্য বোলোঁ নকো॥
মাপ টাকী সল ধরিলী বিঠ্ঠলেঁ।
থাপটোনি কেলেঁ সাবধান॥
প্রমাণাচী সংখ্যা সাংগে শত কোটী।
উরলে শেবটীঁ লাবী তুকা॥

১

শুন, দেব, এ মনের বাসনানিচয়—
জীবনও সঁপিতে আমি নাহি করি ভয়।[১]
সকলই করেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই—
সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই।
হে অনন্তদেব, মোর আছিল সম্বন্ধডোর
তব সাথে বহু পূর্বে যাহা,
মিলি যত সাধুগণ আমাদের সে বাঁধন
দৃঢ়তর করিলেন আহা!
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন
যা আছে তোমারই পদে করেছি অর্পণ।
সাধুগণ সঁপিয়াছে আমারে তোমারই কাছে,
আমি কভু ছাড়িব না ও তব চরণ।
তুমিই করো গো মোর লজ্জানিবারণ।

২

নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লয়ে সঙ্গে ক'রে
একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে।
আদেশ করিলা মোরে কবিতারচনে
মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপবচনে।
ছন্দ কহি দিলা মোরে, [২]আদেশিলা পিছু—
বিঠলেরে লক্ষ্য কোরো লিখিবে যা-কিছু।[২]
কহিলেন পিঠ মোর চাপড়িয়া হাতে
এক শত কোটি শ্লোক হইবে পুরাতে।

৩

স্থাল ঠাব তরি রাহেন সংগতী।
সন্তাঁচে পংগতী পায়াঁপাশীঁ ॥
আবডীচা ঠাব আলোঁসেঁ টাকুন।
আতাঁ উদাসীন ন ধরাবেঁ॥
সেবটলি স্থল নীচ মাঝী বৃত্তি।
আধারেঁ বিশ্রান্তী পাবঈন॥
নামদেবা পায়ীঁ তুক্যা স্বপ্নীঁ ভেটী।
প্রসাদ হা পোঁটী রাহিলাসে॥

৪

মজচি ভোঁবতাঁ কেলা যেণেঁ জোগ।
কায় যাচা ভোগ অন্তরলা॥
চালোনিয়াঁ ঘরা সর্ব সুখেঁ য়েতী।
মাঝী তোঁ ফজীতী চুকেচি না॥
কোণাচী বাঈল হোউনিয়াঁ বোঢ়ুঁ।
সঁবসারীঁ কাঢ়ুঁ আপদা কিতী॥
কায় তরী দেউঁ তোড়তীল পোরেঁ।
মরতীঁ তরী বরেঁ হোতেঁ আতাঁ॥
কাঁহীঁ নেদী বাঁচোঁ ধোবিয়েলেঁ ঘর।
সারবাবয়া ঢোরশেণ নাহীঁ॥
তুকা হ্মণে রাণ্ড ন করিতাঁ বিচার।
বাহুনিয়াঁ ভার কুন্থে মাথাঁ॥

৩

যদি মোরে স্থান দাও তব পদছায়
দিবানিশি সাধুসঙ্গে রহিব সেথায়।
যাহা ভালোবাসিতাম ছেড়েছি সকল,
তুমি মোরে ছাড়িয়ো না শুন গো বিঠ্‌ঠল!
চরণের এক পাশে দেহ যদি স্থান
শান্তিসুখে কাটইব এ মম পরান।
নামদেবে মোর কাছে পাঠালে স্বপনে,
এই অনুগ্রহ তব গাঁথা র'ল মনে।

৪

মামারই বেলায় উনি যোগী!   নিজের তো বাকি নাই সুখ—
ব সুখ ঘরে আসে, শুধু   আমারই তো ঘুচিল না দুখ।
রে মোর অন্ন নেই ব'লে   বলো দেখি যাই কার দ্বার?
াই পোড়া সংসারের তরে   আপদ সহিব কত আর?
ান্ন অন্ন ক'রে রাত দিন   ছেলেগুলো খেলে যে আমায়!
রণ তাদের হয় যদি   সকল বালাই ঘুচে যায়।
কলই ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান,   তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার।'
কা বলে, 'দূর, পোড়ামুখী,   আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে মিছে   কাঁদিলে কী হবে বল্ আর!'

৫

কায় নেণোঁ হোতা দাবেদার মেলা।
বৈর তো সাধিলা হোউনি গোহো॥
কিতী সর্বকাল সোসাবেঁ হেঁ দুঃখ।
কিতী লোকাঁ মুখ বাঁসুঁ তরী॥
ঝবে আপুলী আঙ্গ কায় মাঝেঁ কেলেঁ।
ধড় যা বিট্টলে সংসারা চেঁ॥
তুকা হ্মণে যেতী বাঙ্গলে আসড়ে।
ফুন্দোনিয়াঁ রড়ে হাঁসে কাহীঁ॥

৬

গোণী আলী ঘরা।
দাণে খাউঁ নেদী পোরাঁ॥
ভরী লোকাঞ্চী পাঁটোরী।
মেলা চোরটা খাণোরী॥
খবললী পিসী।
হাতা ঝোম্বে জৈসী লাঁসী॥
তুকা হ্মণে খোটা।
রাণ্ডে সঞ্চিতাচা সাঁটা॥

৫

‘বোধ হয় এ পাষণ্ড   পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি,
এ জনমে স্বামী হয়ে   বৈর সাধিতেছে এত করি।
কত ‘জ্বালা সবো বলো’ আর!   কত ভিক্ষা মাগি পরদ্বারে!
বিঠোবার মুখে ছাই!   কী ভালো কল্লেন এ সংসারে!’
তুকা বলে, ‘স্ত্রী আমার   রাগিয়া কতই কটু ভাষে—
কভুবা কাঁদিয়া মরে,   কভুবা আপনমনে হাসে।’

৬

‘ঘরে দুটা অন্ন এলে   ছেলেদের দেবো কোথা খেতে,
হতভাগা তা দেবে না—   সকলই পরেরে যান দিতে।’
তুকা বলে, ‘অতিথিরে   যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মতো এসে   হতভাগী ধরে মোর হাত।’
‘না জানি যে পূর্বজন্মে   কতই করিয়াছিলি পাপ’
তুকা বলে, ‘এ জনমে   তাই এত পেতেছিস তাপ।’

৭

আতাঁ পোরা কায় খাসী।
গোহো ঝালা দেবলসী ॥
ডোচকেঁ তিম্বী ঘাতল্যা মালা।
উদমাচা সাণ্ডী চালা ॥
আপল্যা পোটা কেলী থোর।
আমচা নাহীঁ যেসপার ॥
হাতীঁ টাল তোণ্ড বাসী।
গায় দে উলীঁ দেবাপাশীঁ ॥
আতাঁ আম্হী করূঁ কায়।
ন বসে ঘরীঁ 'রানা জায় ॥
তুকা হ্মণে আতাঁ ধীরী।
আজুনী নাহীঁ জালেঁ তরী ॥

৮

বরেঁ ঝালেঁ গেলেঁ।
আজী অবঘেঁ মিলালেঁ ॥
আতাঁ খাঈন পোটভরী
ওল্যা কোরড্যা ভাকরি ॥
কিতী তরী তোণ্ড।
যাঁশীঁ বাজবুঁ মী রাণ্ড ॥
তুকা বাইলে মানবলা।
ছিথু্ করূনিয়াঁ বোলা ॥

৭

'খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া,
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্তাল বাজিয়ে তিনি[৫] শুধু
মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
কী করিব বল্ দেখি বাছা[৬],
কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।'
তুকা বলে, 'ধৈর্য ধরো মনে[৭],
এখনো[৮] সকল ফুরায় নাই।'

৮

'গেছে সে আপদ গেছে,   ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
যা হোক তা হোক ক'রে   পেট ভ'রে খেতে পাব দুটি।
বোকে বোকে দিনু এলে,   জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে।'
তুকা বলে 'যদিও সে   দিবানিশি কত কটু ভাষে,
তুকারে তুকার স্ত্রী[৯]   মনে মনে তবু ভালোবাসে।'

৯

ন করবে ধন্দা।
আইতা তোণ্ডীঁ পড়ে লোন্দা॥
উঠি তেঁ তেঁ কুটিতেঁ টাল।
অবঘা মাণ্ডিলা কোলাহল॥
জিবন্তুচি মেলে।
লাজা বাটুনিয়াঁ প্যালে॥
সঁবসারাকড়ে।
ন পাহাতী ওস পড়ে॥
তলমলতী যাঞ্চ্যা রাণ্ডা।
ঘালিতী জীবা নাঁবেঁ ধোণ্ডা॥
তুকা হ্মণে বরেঁ ঝালেঁ।
ঘে গে বাইলে লিহিলেঁ॥

১০

কোণ ঘরা যেতেঁ আমুচ্যা কাশালা।
কায় জ্যাচা ত্যালা নাহীঁ ধন্দা॥
দেবাসাঠীঁ ঝালেঁ ব্রহ্মাণ্ড সোইরেঁ।
কোঁবল্যা উত্তরেঁ কায় বেঁচে॥
মানেঁ পাচারিতাঁ নব্হে আরাণুক।
ঐসেঁ যেতী লোক প্রীতীসাঠীঁ॥
তুকা হ্মণে রাণ্ডে নাবড়ে ভূষণ।
কাঁতলেঁসেঁ শ্বান লাগে পাঠীঁ॥

তুকারাম-ভজন

৯

'ঘরে আর আসে না সে— কোনো পরিশ্রম নাহি ক'রে
নিজে নাকি খেতে পায় রোজ রোজ সুখে পেট ভরে!
না উঠিতে শয্যা হতে মিলি দলবলগুলা-সাথে
করতাল বাজাইতে আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা, জ্যান্তে তারা মড়ার মতন—
ঘরে আছে ছেলেপিলে, তাদের তো না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পড়ে আছে— হতভাগী লজ্জা[১০]-দুঃখ-ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে মাথায় পাথর ভেঙে মরে।'
'ভাগ্যে যাহা আছে তাহা'— তুকা বলে, 'থাক সহ্য ক'রে।'

১০

'হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই[১১] হাতে?'
তুকা কহে, 'ঈশ্বরের তরে
ব্রহ্মাণ্ড[১২] মিলেছে মোর সাথে।
[১৩]ভালোমুখে দু-চারিটা কথা
না জানি তাহে কী ক্ষতি আছে![১৩]
কোথাও যায় না যারা কভু[৭]
ভালোবেসে আসে মোর কাছে।
এও সে বাসে না ভালো— হায়[৭],
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া!
সকল লোকের পাছে পাছে[৭]
কুকুরের মতো করে তাড়া।'

১১

আহ্মী জাতোঁ আপুল্যা গাঁবা।
আমুচা রামরাম ঘ্যাবা॥
তুমচী আমচী হে চি ভেটী।
যেথুনিয়াঁ জন্মতুটী॥
আতাঁ অসোঁ দ্যাবী দয়া।
তুমচ্যা লাগতসেঁ পায়াঁ॥
যে তাঁ নিজধামীঁ কোণী।
বিঠ্ঠল বিঠ্ঠল বোলা বাণী॥
রামকৃষ্ণ মুখীঁ বোলা।
তুকা জাতো বৈকুণ্ঠালা॥

১২

ঘরিঞ্চি দারিঞ্চি সুখী তুহ্মি নান্দা।
বডিলাঁসি সাঙ্গা দণ্ডবত॥
মধাচিয়ে গোড়ী মাশী ঘালি উড়ি।
গেলি প্রাপ্তঘড়ী পুন্হা নয়ে॥
গঙ্গেচা তো ওঘ সাগরাসী গেলা।
নাহিঁ মাগেঁ আলা পরতোনী॥
ঐসিয়া শব্দাচা বরা হেত ধরা।
উপকার করা তুকয়াবরী॥

১১

দেও গো বিদায় এবে যাই নিজধামে—
এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে।
আর কী কহিব বলো, মনে রেখো মোরে—
আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোরে।
বলো সবে রাম কৃষ্ণ বিঠ্‌ঠলের নাম—
বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম।

১২

বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা
এই আশীর্বাদ— সুখে থাকো গো তোমরা।
গুরু পূজ্যলোক মোর রয়েছেন যত
প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত।
মধু-অন্বেষণ-তরে অলি যায় উড়ে—
বস্ত্র ছিন্ন হ'লে পরে আর কি সে জুড়ে?
নদী যবে একবার সাগরেতে মিশে
তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে?
এই-সব কথাগুলি মনে জেনো সার—
এই-যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর।

১৩

পতাকাঞ্চা ভার মৃদঙ্গাচা ঘোষ।
জাতী হরিদাস পংঢরীসী॥
লোকাঞ্চী পংঢরী আহে ভূমীবরী।
আহ্মা জাণেঁ দূরী বৈকুণ্ঠাসী॥
কাঁহীঁ কেল্যা তুহ্মা উমজেনা বাট।
হ্মণুনি বোভাট করূনি জাতোঁ॥
মাগেঁ পুঢেঁ রডাল করাল আরোলী।
মগ কদাকালীঁ তুকা ন য়ে॥

১৪

সখে সজ্জনহো ঘ্যারে রামনাম।
সঙ্গে এতো কোণ নিশ্চয়েসী॥
আমুচে গাবীঞ্চে জরী রত্ন গেলেঁ।
নাহিঁ সাংগীতলে হ্মণাল কোণী॥
হ্মণোনীয়া জরী তুহ্মাঁ করিতোঁ ঠাওয়েঁ।
ন কলে তরী জাওয়ে পুঢে বাটে॥
ইতক্যাবরী রহাল জরী তুম্হি মাগে।
তুকা নিরোপ সাঙ্গে বিঠোবাশিঁ॥

১৩

ধরায় পাণ্ডুরী আছে লোকেদের তরে,
আমি চলিলাম কিন্তু বৈকুণ্ঠের 'পরে।
যাহা-কিছু কর সবে ইহা জেনো সার—
বৈকুণ্ঠের সেই পথ খুঁজে পাওয়া ভার।
আমি গেলে কাঁদিবে সকলে উচ্চরবে,
কিন্তু আর ফিরিব না মনে জেনো সবে।
আমার যে পথ, বড়ো সহজ সে নয়—
দুর্গম সে পথ অতি জানিয়ো নিশ্চয়।

১৪

বন্ধুগণ, শুন, রামনাম করো সবে—
তিনি ছাড়া সত্য বলো কী আছে এ ভবে।
'গ্রামের রত্ন যে ছিল সে ছাড়িল দেহ
মোদের সে বার্তা তবু জানালে না কেহ'
পাছে এই কথা বলো ভয় করি, তাই
পৃথ্বী ছাড়িবার আগে জানাইনু ভাই।
লইয়া ধ্বজার বোঝা, করি ভেরীরব
পাণ্ডুরীপুরেতে যায় হরিভক্ত সব।

১৫

তুকা উতরলা তুকীঁ ।
নবল জালেঁ তিহীঁ লোকীঁ ॥
নিত্য করিতোঁ কীর্তন ।
হেঁ চি মাঝেঁ অনুষ্ঠান ॥
তুকা বৈসলা বিমানীঁ ।
সন্ত পাহাতী লোচনীঁ ॥
দেব ভাবাচা ভুকেলা ।
তুকা বৈকুণ্ঠাসী নেলা ॥

১৫

তুকার পরীক্ষা শেষ হয়,
তিন লোকে লাগিল বিস্ময়।
প্রত্যহ দেবতাগুণগান
ইথে তার কেটে গেছে প্রাণ।
তুকা বসি আছে স্বর্গরথে,
দেবগণ দেখে স্বর্গ হতে।
বিধি তিনি ভক্তি শুধু চান,
তুকারে বৈকুণ্ঠে লয়ে যান।

রূপান্তর : টীকা

১ নবরত্নমালা-ধৃত প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র—

শুন, দেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয়,
জীবন সঁপিনু পদে হইয়ে নির্ভয়।

২ নবরত্নমালায় পাঠান্তর—

, গম্ভীর সে বাণী,
বিঠ্‌ঠলজী নিজহস্তে ধরেন লেখনী।

৩ নবরত্নমালা : দেও

৪ নবরত্নমালা : তুকা-

৫ নবরত্নমালা : তোমার প্রসাদ এই

৬ নবরত্নমালা : দুঃখ সব

৭ শব্দটি পাণ্ডুলিপিতে নাই।

৮ পাণ্ডুলিপিতে : এখনি

৯ নবরত্নমালা : স্ত্রী যে

১০ নবরত্নমালা : লাজ

১১ পাণ্ডুলিপি : নেই

১২ পাণ্ডুলিপি : পৃথিবী

১৩ ছত্রদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ—

দুচারিটা ভাল বাক্যে
তাতে কিবা ক্ষতি বৃদ্ধি আ [ছে]

॥ মন্তব্য ॥ ১, ২, ৩, ৫, ৮, ৯, ১৩, ১৪ ও ১৫ -সংখ্যক তুকারাম-ভজনের ভাষান্তর পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। ৪, ৭, ১০ ও ১১ -সংখ্যক রূপান্তর নবরত্নমালা হইতে গৃহীত। ৬ ও ১২ -সংখ্যক বাংলা কবিতার পাঠ নবরত্নমালায় ও মালতীপুঁথিতে অভিন্ন। মালতীপুঁথির জীর্ণতা-বশতঃ ৪, ৭, ১০ ও ১১ -সংখ্যক রূপান্তর পাণ্ডুলিপিতে কোনো কোনো স্থলে পড়া যায় না।

হিন্দী : মধ্যযুগ

১

গুরুচরণনকী আশা।
গুরুকৃপা ভব নিশা সিরাণী
দীপত জ্ঞান উজালা।
কারী কমরিয়া গুরু মোহি দীনী,
নাম জপনকো মালা।
জল পীবন কো তুম্বী দীনী
আসন্ চরণন পাসা।
গুরুচরণনকী আশা॥

—গোরখনাথের অন্যতম শিষ্য

২

করবোঁ মৈঁ কবন বহানা
গবন হমরো নিয়রানা।
সব সখিয়নমেঁ চুনরী মোরী মৈলী—
তুজে পিয়া ঘর জানা।
এক লাজ মোহী শাস ননদকী—
তুজে পিয়া মারে তানা।
পিয়াকে পগিয়া রঙ্গী জোনা রঙ্গমে
হমরো চুনরিয়া রঙ্গানা॥

—কবীর

১

গুরু, আমায় মুক্তিধনের
দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক
দিবানিশা।
সম্পদ হোক জপের মালা
নামমণির দীপ্তি -জ্বালা।
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়-তৃষা।

২

চূড়াটি তোমার
যে রঙে রাঙালে, প্রিয়,
সে রঙে আমার
চুনরি রাঙিয়ে দিয়ো।

পা ঠা ন্ত র

তোমার ঐ মাথার চূড়ায়
যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার
বুকের কাঁচলি।

শিখ ভজন

১

এ হরি সুন্দর   এ হরি সুন্দর
তেরো চরণপর   সির নাবেঁ।
সেবক জনকে   সেব সেব পর
প্রেমী জনাঁকে   প্রেম প্রেম পর
দুঃখী জনাঁকে   বেদন বেদন
সুখী জনাঁকে   আনন্দ এ।
বনা-বনামেঁ   সাঁবল সাঁবল
গিরি-গিরিমেঁ   উন্নিত উন্নিত
সলিতা-সলিতা   চঞ্চল চঞ্চল
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।
চন্দ্র সূরজ বরৈ   নিরমল দীপা
তেরো জগমন্দির   উজার এ।

২

বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ—
অমল কমল বিচ
উজল রজনী বিচ
কাজর ঘন বিচ
নিশ আধিয়ারা বিচ
বীণ রণন সুনায়ে।
বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ॥

১

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
সেবক জনের সেবায় সেবায়,
প্রেমিক জনের প্রেমমহিমায়,
দুঃখী জনের বেদনে বেদনে,
সুখীর আনন্দে সুন্দর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল,
পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল,
সাগরে সাগরে গম্ভীর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
চন্দ্র সূর্য জ্বালে নির্মল দীপ—
তব জগমন্দির উজল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।

২

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমলকমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজলঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীণরণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে॥

পরিশিষ্ট ১

মৈথিলী : বিদ্যাপতি

১

নায়িকা সঁ দূতি উক্তি

কণ্টক মাঁহ কুসুম পরগাসে।
বিকল ভমর নহিঁ পারথি বাসে ॥
ভমরা ভরমে রমে সভ ঠামেঁ।
তুঅ বিনু মালতি নহিঁ বিসরামেঁ ॥
ও মধুজীব তোঁহেঁ মধু রাসে।
সঞ্চি ধরিএ মধু মনহিঁ লজা সে ॥
অপনহুঁ মন দয় বুঝু অবগাহে।
ভমর মরত বধ লাগত কাহে ॥
ভনহিঁ বিত্থাপতি তোঁ পয় জীরে।
অধর সুধা রস জোঁ পয় পীরে ॥ ২

২

নায়ক সঁ দূতি বচন

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কয়লি জত সুন্দরি
কামিনি করু কে আনে ॥
...
[১]দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজঙ্গ পতি
জসু মন পরম তরাসে।
সে সুবদনি কর ঝপইতি ফণি মণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাসে ॥
...
কাম প্রেম দুহু এক মত ভয় রহু
কখনে কী ন করারে ॥ ৭

১

[ক]ণ্টকমাঝারে কুসুমপরকাশ,
[বি]কল ভ্রমর সেথা নাহি পায় বাস।
[ভ্র]মভরে ভ্রমর রমিছে নানা ঠাঁই—
[তু]হু বিনা, হে মালতী, বিশ্রাম নাই।
[ও] যে মধুজীবী তোমারি মধু চায়—
[স]ঞ্চি রেখেছ মধু মনের লজ্জায়।
[আ]পনার মন দিয়া বুঝ সুবিচারে
[ভ্রম]রবধের দায় লাগিবে কাহারে।
[বি]দ্যাপতি ভনয়ে তখনি পাবে প্রাণ
[অ]ধরপীযূষরস যদি করে পান। ২

২

সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার যত করিয়াছে,
এত আর কে করিয়াছে?
[ভ]বনভিত্তিতে লিখিত [ভু]জঙ্গপতি দেখিয়া
যার মন [প]রম ত্রাসিত হয়,
সেই সুবদনী [ফ]ণিমণি করে ঢাকিয়া
হাসিয়া [তো]মার কাছে আসিল।*

...

কাম প্রেম উভয়ে যদি একমত হইয়া থাকে,
তবে কখন্ কী না করায়! ৭

---

* করে [ফ]ণিমণি ঢাকিবার তাৎপর্য [বো]ধ করি এইরূপ হইবে যে, [পা]ছে ফণিমণির আলোকে [তা]হাকে দেখা যায়, গোপন অভিসারের ব্যাঘাত করে।

৩

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

রাহু মেঘ ভয় গরসল সূর।
পথ পরিচয় দিবসহিঁ ভেল দূর॥
নহিঁ বরিসয় অবসর নহিঁ হোএ।
পুর পরিজন সঞ্চর নহিঁ কোএ॥

...

এহি সংসার সারবস্তু এহ।
তিলা এক সঙ্গম জাব জিব নেহ॥ ১৯

৪

রাধা কৃষ্ণ বিলাস বর্ণন

বদন মিলায় ধয়ল মুখ মণ্ডল
কমল বিমল জনি চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অলসাএল
পীবি অমিঅ মকরন্দা॥ ৩৭

৫

সখী সঁ নায়িকা বচন

সমুদ্র ঐসনি নিসি ন পারিঅ ওরে।
কখন উগত মোর হিত ভয় সূরে॥ ৩৮

৩

[র]াহু মেঘ হইয়া / আকার ধারণ করিয়া, সূর্য গ্রাস করিল।

...

এখন বর্ষণ হইতেছে না,
এবং দিনের বেলায় অবসর নাই,
সেই-হেতু পুরপরিজন কেহ সঞ্চরণ করিতে[ছে] না।

...

যাবজ্জীবন প্রেমের পর এক তিল সঙ্গম। ১৯

৪

মুখমণ্ডলে বদন মিলাইয়া ধরিল,
পদ্মের উপরে চাঁদ।
অমিয়-মকরন্দ পান করিয়া
পবনং ও চকোর দুজনেই অলসিত হইল।—
কামিনী চকোর, পুরুষ ভ্রমর। ৩৭

৫

[স]মুদ্রের মতো নিশির [পার] পাই না।
[আ]মার হিতকর হইয়া [সূ]র্য কখন্ উদিত হয়! ৩৮

৬

নায়ক ও মুগ্ধা নায়িকা মিলন

মাধব সিরিস কুসুম সম রাহী।
লোভিত মধুকর কৌসল অনুসর
নব রস পিবু অবগাহী ॥

...

আরতি পতি পরতীতি ন মানথি
কি করথি কেলিক নামেঁ ॥

...

চাঁপল রোস জলজ জনি কামিনি
মেদনি দেল উপেখে।

...

এক অধর কৈ নীবি নিরোপলি
দূ পুনি তীনি ন হোঈ।
কুচ জুগ পাঁচ পাঁচ শশি উগল
কি লয় ধরথি ধনি গোঈ ॥
আকুল অলপ বেয়াকুল লোচন
আঁতর পূরল নীরে।
মনমথি মীন বনসি লয় বেধল
দেহ দসো দিশি ফীরে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলী।
অসহ সহথি কত কোমল কামিনি
জামিনি জিব দয় গেলী ॥ ২৯

৬

লোভিত মধুকর কৌশল অনুসরি
অবগাহিয়া নবরস পান করে।

...

আরতি পতি পরতীতি মানে না—
কেলির নামে কী করে!

...

রোষে যেন মাটিতে উপেক্ষায়
পদ্মকে চাপিল।
এক হাত অধরে, এক হাত নীবিতে,
কিন্তু তিন হাত তো নেই—
কুচযুগে যে পাঁচটা পাঁচটা
শশী উদিত হই[ল]
কী দিয়ে ধনী সেটা গোপন করে!
অল্প আকুল, ব্যাকুল লোচনান্তর
নীরে [পূরিল]
মন্মথ মীনকে বংশী দিয়া বিঁধিল,
তাহা[র ···] দশ দিকে ফিরিতেছে।

...

কোমল কামিনী অসহ কত সয়—
যামিনী জীবন দিয়া গেল। ২৯

৭

সখী সঁ নায়িকা বচন

সখি হে কিলয় বুঝাএব কন্তে।
জনিকা জন্ম হোইত হম গেলহুঁ
ঐলহুঁ তনিকর অন্তে॥
জাহি লয় গেলহুঁ সে চল আএল
তৈঁ তরু রহলি ছপাঈ।
সে পুনি গেল তাহি হম আনলি
তৈঁ হম পরম অন্যাঈ॥
জৈঁতহিঁ নাল কমল হম তোরলি
করয় চাহ অবশেখে।
কোহ কোহাএল মধুকর ধায়ল
তৈঁহি অধর করু দংশে॥
লেলি ভরল কুম্ভ তৈঁ উর গাসলি
সসরি খসল কেশ পাশে।
সখি দস আগুপাছু ভয় চললিহি
তেঁ উর্ধ স্বাস ন বাকে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
ঈ সভ রাখু মন গোঈ।
দিন দিন ননদি সঁ প্রীতি বঢ়াএব
বোলি বেকত জনু হোঈ॥ ৩৯

৭

[যঁ]াহার জন্মে গেলেম [তঁ]াহার অন্তে আসিলাম।
সূর্যোদয়ে অথবা চন্দ্রোদয়ে (?) গেলেম,
সূর্যাস্তে বা চন্দ্রাস্তে আসিলাম।
যাহার জন্য গেলেম সে চলিয়া আসি[ল],
তাই তরুতলে লুকাইলাম।
সে পুন গেল, তাকে আমি আনিলা[ম],
সে আমার পরম অন্যায়।
যখন কমল নাল ভাঙিয়া অবশেষে হাতে লইলাম
শব্দ করিয়া মধুকর ধাইল,
আমার অধর দংশন করিল।
কুম্ভ ভরিয়া লইলাম,
তাই উরস্থল গ্রাসিয়া কেশপাশ সরিয়া খসিয়া পড়িল।
দশজন সখী আগুপাছু হইয়া চলিল,
তেঁই উর্ধ্বশ্বাস ও বাক্য নাই।...

মনে গোপন করিয়া রাখ।
দিনে দিনে ননদীর সহিত প্রীতি বাড়াই[বি],
বললে পাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। ৩৯

৮

নন্দি সঁ নায়িকা বচন

ননদী সরূপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার ব্যভিচার বুঝৈবহ
সাসু করয়বহ রোসে॥
কৌতুক কমল নাল হম তোড়লি
করয় চাহলি অবতংসে।
রোষ কোষ সঁ মধুকর ধাওল
তেঁহি অধর করু দংশে॥
সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু
হেরি নহিঁ সকলহুঁ আগূ।
সাঁকর বাট উবটি হম চললহুঁ
তেঁ কুচ কণ্টক লাগূ॥
গরূঅ কুম্ভ সির থির নহিঁ থাকয়
তেঁও ধসল কেশ পাসে।
সখি জন সঁ হম পাছু পড়লহুঁ
তেঁ ভেল দীর্ঘ নিশাসে॥
পথ অপরাধ পিশুন পরচারল
তথিহুঁ উতর হম দেলা।
অমরখ তাহি ধৈরজ নহিঁ রহলৈ
তেঁ গদ গদ সুর ভেলা॥
ভনহিঁ বিত্তাপতি সুনু বর জউবতি
ঈ সভ রাখহ গোঈ।
নন্‌দী সঁ রস রীতি বচাওব
গুপুত বেকত নহিঁ হোঈ॥ ৪০

৮

বিনা বিচারে ব্যভিচার বুঝ, শ্বাশুড়িকে রাগাও।
কৌতুকে কমলনাল তুলিয়া
অবতংস করিতে চাহিলাম,
রোষে আক্রোশে মধুকর ধাইয়া অধর দংশন করিল।
সরোবর-ঘাটে বাটে কণ্টকতরু,
সকলগুলে[া] আবার চোখেও পড়ে না।

...

তাই কেশপাশ খসিল,
আমি সখীদের পিছিয়ে পড়েছিলুম
তাই দীর্ঘনিশ্বাস।
পথে অপরাধের নিন্দা প্রচারিল,
আমি তার উত্তর দিলেম।
মূর্খ, তাই ধৈর্য ছিল না—
স্বরটা সেই জন্যে গদ্‌গদ-গোছ হয়েছে।

...

ননদী হইতে রসরীতি বাঁচিয়ে রেখো,
দেখো গোপন যেন ব্যক্ত না হয়ে পড়ে। ৪০

৯

সখী সঁ নায়িকা বচন

… একহিঁ নগর বসু মাধব সজনী
পর ভাবিনি বস ভেল।
…
অভিনব এক কমল ফুল সজনী
দৌনা নীমক ডার।
সেহো ফুল ওতহি সুখাএল সজনী
রসময় ফুলল নেরার।
বিধি বস আজ আএল ছথি সজনী
এত দিন ওতহি গমায়।
কোন পরি করব সমাগম সজনী
মোর মন নহিঁ পতিআয়॥ ৪৩

১০

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

লোচন অরুণ বুঝলি বড় ভেদ।
রৈনি উজাগরি গুরুঅ নিবেদ॥
ততহিঁ জাহ হরি ন করহ লাথ।
রৈনি গমৌলহ জনিকেঁ সাথ॥
কুচ কুঙ্কুম মাখল হিঅ তোর।
জনি অনুরাগ রাগি কর গোর॥
আনক ভূষণ লাগল অঙ্গ।
উকুতি বেকত হোঅ আনক সঙ্গ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি বজবহুঁ বাধ।
বড়াক অনয় মৌন পয় সাধ॥ ৪৪

৯

··· এক নগরেই মাধব বাস করে,
কিন্তু পরভাবিনীর বশ হইল।

···

অভিনব এক কমলফুল
নিমের দোনায় ডারে।
সে ফুল আতপে শুকাইল,
রসময় হইয়া ফুটিতে পারিল না।
বিধিবশে আজ আইল,
পরে আবার কাহার সহিত সমাগম হইবে—
আমার মন প্রত্যয় যায় না। ৪৩

১০

[লোচ]ন অরুণ, ইহার ভেদ বুঝিতেছি—
রাত্রিজাগরণগুরু নির্বেদ।
[যাও যাও] আর ভাণ কোরো না।
[যার] সঙ্গে রাত কাটালে [তা]র কাছে যাও।
[কুচকু] ঙ্কুম তোর হৃদয়ে [মা]খিল— যেন
অনু[রাগে]র রঙে গৌর [করিয়]াছ।
অন্যের ভূষণ [অঙ্গে] লাগিল,
ইহাতে [অ]ন্যর সঙ্গ ব্যক্ত হইতেছে।
[বিদ্য]াপতি ভনে— এরূপ বলা ভালো নয়,
[বড়ো]র অন্যায়ে মৌন হয়ে থাকাই উচিত। ৪৪

১১

নায়িকা সঁ দূতি বচন

কমল ভ্রমর জগ অছএ অনেক।
সভ তঁহ সে বড় জাহি বিবেক॥
মানিনি তোরিত করিঅ অভিসার।
অবসর থোড়হু বহুত উপকার॥
মধু নহিঁ দেলহ রহলি কি খাগি।
সে সম্পতি জে পরহিত লাগি॥
অতি অতিশয় ওলনা তুঅ দেল।
জাব জীব অনুতাপক ভেল॥
তোহেঁ নহিঁ মন্দ মন্দ তুঅ কাজ।
ভলো মন্দ হোঅ মন্দ সমাজ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি দুতি কহ গোএ।
নিজ ক্ষতি বিনু পরহিত নহিঁ হোএ॥ ৪৫

১১

কমল ভ্রমর জগতে অনেক আছে,
সব চেয়ে সেই বড়ো যাহার বিবেক আছে।
মানিনী ত্বরায় অভিসার করো—
অল্প অবসর, কিন্তু বহু উপকার।
মধু না দিলি …
সেই সম্পত্তি যাহা পরহিতের জন্য।…
যাবজ্জীবন অনুতাপ রহিল।
[তো]তে মন্দ না থাক্,
[তে]ার কাজ মন্দ।
মন্দ সমাজে ভালোও মন্দ হয়।
বিদ্যাপতি কহে— হে দূতী,
গোপনে বলো যে,
নিজক্ষতি বিনা পরহিত হয় না। ৪৫

১২

নায়িকাক প্রতি সখিক প্রবোধন

ধন জৌবন রস রঙ্গে।
দিন দশ দেখিঅ তুলিত তরঙ্গে ॥
সুঘটিত বিহ বিঘটারে।
বাঁক বিধাতা কী ন করারে ॥
ঈও ভল নহিঁ রীতী।
হঠেঁ ন করিঅ তুরি পুরুব পিরীতী ॥
সচং কিত হেরয় আসা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা ॥
নয়ন তেজয় জল ধারা।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা ॥
লখ জোজন বস চন্দা।
তৈঅও কুমুদিনি করয় অনন্দা ॥
জকরা জাসঁ রীতী।
তুরহুক তুর গেলেঁ দো গুন পিরীতী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাহে।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে ॥ ৪৬

১২

[ধ]ন যৌবন রসরঙ্গে

দিন দশ তরঙ্গ তোলে।

[বিধি] সুঘটিতকে বিঘটায়—

বাঁকা বিধাতা কী না করায়!

[ইহা ভ]ালো রীতি নয়—

জোর করে পূর্ব পিরীত দূর কোরো না।

[সচ]কিতে আশাপথ দেখো

সুপ্রভুর সমাগম স্মরণ করিয়া।

[নয়নে] জল, কাপড় পরাও নেই—

হার পরাও!

[লাখ] যোজনে চাঁদ

তবুও কুমুদিনী আনন্দ করে।

দূরে গেলে দ্বিগুণ পিরীতি ···

কথিত কথা নির্বাহ করে। ৪৬

১৩

কোন বন বসথি মহেস।
কেও নহিঁ কহথি উদেস ॥
তপোবন বসথি মহেস।
ভৈরব করথি কলেস ॥
কান কুণ্ডল হাথ গোল৹।
তাহি বন পিআ মিঠি বোল ॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল।
তাহি বন পিয়া হসি বোল ॥
একহিঁ বচন বিচ ভেল।
পহু উঠি পরদেস গেল ॥ ৪৭

১৪

নায়িকা কৃত স্বদুখ বর্ণন

এক দিন ছলি নব রীতি রে।
জল মিন জেহন পিরীতি রে ॥
একহিঁ বচন ভেল বীচ রে।
হসি পহু উতরো ন দেল রে ॥
একহিঁ পলঙ্গ পর কান্হ রে।
মোর লেখ দূর দেশ ভান রে ॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল রে।
তাহি বন পিআ হসি বোল রে ॥
ধরব জোগিনিআক ভেস রে।
করব মেঁ পহুক উদেস রে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ ন করে নিদান রে ॥ ৪৮

১৩

কোন্ বনে মহেশ বসে
কেহ উদ্দেশ কহে না।
তপোবনে বসে মহেশ,
ভৈরব করিছে ক্লেশ—
কানে কুণ্ডল, হাতে গোলা,
তাহে বনে, পিয়ার মিঠি বোল।
যে বনে তৃণ না দোলে
সে বনে পিয়া হেসে বোলে।
একটি কথা মাঝে হইল—
প্রভু উঠি পরদেশ গেল। ৪৭

১৪

একদিন নূতন রীতি হয়েছিল,
জলে মীনে যেমন পিরীতি রে।—
একটি কথা মাঝে হল,
হাসি প্রভু উত্তর না দিল।—
একই পালঙ্ক-'পরে কান,
মোর মনে দূরদেশ-জ্ঞান।
যে বনে কিছুই না দোলে
সে বনে পিয়া হাসি বোলে।
ধরিব যোগিনীর বেশ রে,
করিব প্রভুর উদ্দেশ রে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি ভান রে—
সুপুরুষ না করে নিদান রে। ৪৮

১৫

পরকীয়া নায়িকা সঁ নায়ক বচন

পূর্বক প্রেম ঐলহুঁ তুঅ হেরি।
হমরা অরৈত বৈসলি মুখ ফেরি॥
পহিল বচন উতরো নহিঁ দেলি।
নৈন কটাক্ষ সঁ জিব হরি লেলি॥
তুঅ শশিমুখি ধনি ন করিঅ মান।
হমহুঁ ভ্রমর অতি বিকল পরান॥
আস দেই ফেরি ন করিঐ নিরাসে।
হোহু প্রসন হে পুরহ মোর আসে॥
ভনহিঁ বিত্যাপতি সুনু পরমানে।
তুহু মন উপজল বিরহক বানে॥ ৪৯

১৫

পূর্বপ্রেমে আসিনু তোমা হেরিতে।
আমি আসতেই বসিলে মুখ ফিরায়ে—
প্রথম বচনে উত্তর না দিলে,
নয়নকটাক্ষে জীবন হরি নিলে।
তুমি শশিমুখী ধনী না করিয়ো মান—
আমি যে ভ্রমর, অতি বিকল পরান।
আশ দাও, পুন নাহি করিয়ো নিরাশ।
হও হে প্রসন্ন, পূরাও মম আশ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ—
তুহু মনে উপজিল বিরহের বাণ। ৪৯

১৬

নায়িকা সঁ নায়ক বচন

মানিনি আব উচিত নহিঁ মান।
এখনুক রঙ্গ এহন সন লগইছি
জাগল পয় পচোবান॥
জুড়ি রইনি চকমক কর চানন
এহন সময় নহিঁ আন।
এহি অবসর পহু মিলন জেহন সুখ
জকরহিঁ হোএ সে জান॥
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি
জেকর অধর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওলি
ভূখল তুঅ জজমান॥
ত্রিবলি তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম
উরজ শম্ভু নিরমান।
আরতি পতি পরতিগ্রহ মগইছি
করু ধনি সরবস দান॥
দীপ দিপক দেখি থির ন রহয় মন
দৃঢ় করু অপন গেআন।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুন
বিদ্যাপতি কবি ভান॥ ৫০

১৬

মানিনী, এখন উচিত নহে মান।
এখনকার রঙ্গ এমন-মতো লাগিছে—
জাগিল পঞ্চবাণ।
জুড়িয়া রজনী চকমক করে চন্দ্র—
এমন সময় নাহি আন।
হেন অবসরে প্রভুমিলন যেমন সুখ,
যাহার হয় সেই জানে—
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করে
যেমন (?) অধরমধুপান।
আপন আপন প্রভু সবাই সন্তোষিল,
ক্ষুধিত তোমারই যজমান॥
ত্রিবলীতরঙ্গ গঙ্গাযমুনাসঙ্গম,
উরজ শম্ভুনির্মাণ—
পতি আরতি-প্রতিগ্রহ মাগিছে—
করো, ধনী, সর্বস্ব দান।
একজন দীপ, অপর আলো, মন স্থির রহে না—
করো দৃঢ় আপন-জ্ঞেয়ান।
সঞ্চিত মদনবেদন অতি দারুণ—
বিদ্যাপতি কবি ভাণ। ৫০

১৭

নায়িকা বিলাপ

মাধব ঈ নহিঁ উচিত বিচারে।
জনিক এহন ধনি কাম কলা সনি
সে কিঅ করু ব্যভচারে ॥
প্রাণহুঁ তাহি অধিক কয় মানব
হৃদয়ক হার সমানে।
কোন পরিযুক্তি আন কৈঁ তাকব
কী থিক হুনক গেআনে ॥
কৃপিন পুরুখ কৈঁ কেও নহিঁ নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাসে।
নিজ ধন অছৈতি নৈ উপভোগব
কেবল পরহিক আসে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু মথুরাপতিঃ
ঈ থিক অনুচিত কাজে।
মাঁগি লাএব বিত সে যদি হোয় নিত
অপন করব কোন কাজে ॥ ৫১

১৭

মাধব এ নহে উচিত বিচার—
যাহার এমন ধনী কামকলাসম
সে কি রে করে ব্যভিচার!
প্রাণ হতে তারে অধিক মানি
হৃদয়ের হার-সমান।
কোন্ যুক্তিতে সে অন্যেরে তাকায়—
এ কিরূপ তার জ্ঞান!
কৃপণ পুরুষে কেহ খ্যাতি নাহি করে,
জগ ভরি করে উপহাস।
নিজধন থাকিতে না করে উপভোগ,
কেবল পরের প্রতি আশ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি— শুন মথুরাপতি,
এ বড়ো অনুচিত কাজ—
মেগে-আনা বিত্ত সে যদি হয় নিত্য তবে
আপন বিত্ত করিবে কোন্ কাজ! ৫১

১৮

হরি সঁ নায়িকা বচন

আজু পরল মোহি কোন অপরাধে।
কিঅ ন হেরিঐ হরি লোচন আধে ॥
আন দিন গহি গৃম লারিঅ গেহা।
বহু বিধি বচন বুঝাএব নেহা ॥
মন দৈ রূসি রহল পহু সোঈ।
পুরখক হৃদয় এহন নহিঁ হোঈ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মান ॥ ৫২

১৯

সখী সঁ নায়িকা বচন

মাধব কি কহব তিহরো গেআনে।
সুপহু কহলি জব রোস কয়ল তব
কর মূনল তুহু কানে ॥
আয়ল গমনক বেরি ন নীন টরু
তেঁ কিছু পুছিও ন ভেলা।
এহন করমহিন হম সনি কে ধনি
কর সঁ পরসমনি গেলা ॥
জোঁ হম জনিতহুঁ এহন নিঠুর পহু
কুচ কঞ্চন গিরি সাধী।
কৌসল করতল বাহুঁ লতা লয়
দৃঢ় কয় রখিতহুঁ বাঁধী ॥

১৮

আজু° পড়িনু আমি কোন্ অপরাধে—
কেন না হেরিছে হরি লোচন-আধে !
অন্যদিন গ্রীবা ধরি নিয়ে আসে গেহ।
বহুবিধ বচনে বুঝাও স্নেহ।
মনে হয় রুষিয়া রহিল প্রভু সেই।
পুরুষের হৃদয় এমন নাহি হয়।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ—
বাড়িল প্রেম, চলিয়া গেল মান। ৫২

১৯

মাধব কী কহিব তাহার জ্ঞেয়ানে।*
সুপ্রভু কহনু° যবে রোষ করিল তবে,
করে মুদিল দুই কানে।
আইল গমনবেলা, নীদ না টুটিল,
সে তো কিছু নাহি শুধাইল !
এমন কর্মহীন মম সম কোন্ ধনী !
হাত হইতে স্পর্শমণি গেল !
যদি আমি জানিতাম এমন নিঠুর প্রভু,
কুচে কাঞ্চনগিরি সাধি
কৌশল করিয়া বাহুলতা লয়ে
দৃঢ় করি রাখিতাম বাঁধি।

---

* অর্থাৎ, মাধবের জ্ঞা[নের] কথা কী ক[হিব] !

ই সুমিরিঐ জব জঁ ন মরিঐ তব
বুঝি পড় হৃদয় পখানে।
হেমগিরি কুমরি চরন হৃদয় ধরু
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥ ৫৩

২০

সখী সঁ নায়িকা বচন

কি কহব আহে সখি নিঅ অগেআনে।
সগরো রইনি গমাওলি মানে॥
জখন হমর মন পরসন ভেলা।
দারুণ অরুণ তখন উগি গেলা॥
গুরু জন জাগল কি করব কেলী।
তনু ঝপইত হম আকুল ভেলী॥
অধিক চতুরপন ভেলহুঁ অজ্ঞানী।
লাভক লোভ মুরহু ভেল হানী॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে।
অবসর কাল উচিত নহিঁ রোসে॥ ৫

ইহা স্মরিয়া যবে জীবন না মরিল তবে
বুঝি বড়ো হৃদয় পাষাণ।
হেমগিরিকুমারী-চরণ হৃদয়ে ধরি
কবিবিদ্যাপতি-ভাণ। ৫৩

২০

কী কহিব, আহে সখী, নিজ অজ্ঞানে—
সকল রজনী গোঙাইনু মানে।
যখন আমার মন পরশ করিল
দারুণ অরুণ তখন উদিত হইল।
গুরুজন জাগিল, কী করিব কেলি—
তনু ঝাঁপইতে আমি আকুল হইনু।
অধিক চতুরপনে হইনু অজ্ঞানী,
লাভের লোভে মূলেই হল হানি।
ভনয়ে বিদ্যাপতি— নিজমতি-দোষ!
অবসরকালে উচিত নহে রোষ। ৫৪

২১

নায়িকা-কৃত স্বদুখ বর্ণন

মাধব তোঁ হে জনি জাহ বিদেসে।
হমরো রঙ্গ রভস লয় জৈবহ
লৈবহ কোন সনেসে॥
বনহিঁ গমন করু হোএতি দোসর মতি
বিসরি জাএব পতি মোরা।
হিরা মনি মানিক একো নহিঁ মাঁগব
ফেরি মাঁগব পহু তোরা॥
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
দেখিও ন ভেল পহু তোরা।
একহি নগর বসি পহু ভেল পরবস
কৈসে পুরত মন মোরা॥
পহু সঙ্গ কামিনি বহুত সোহাগিনি
চন্দ্র নিকট জৈসে তারা।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
অপন হৃদয় ধরু সারা॥ ৫৫

২১

মাধব, তুঁহুঁ যদি যাও বিদেশে
আমার রঙ্গ রভস লয়ে যাবে হে—
রাখিবে কোন্ সন্দেশে !
বনে গমন কর হইয়া দুসরমতি (ভিন্নমতি),
বিসরি যাইবে পতি মোরে।
হীরা মণি মানিক কিছু নাহি মাগিব,
ফের মাগিব প্রভু তোরে।
যখন গমন করো, নয়নে নীর ভরি
দেখিতে না পাইনু প্রভু তোরে।
এক নগরেতে বসি প্রভু হইল পরবশ,
কেমনে পুরিবে মন মোর !
প্রভুসঙ্গে কামিনী বড়োই সোহাগিনী,
চন্দ্র-নিকটে যেন তারা !
ভনয়ে বিদ্যাপতি— শুন বরযুবতী,
আপন হৃদয়ে ধরো সার। ৫৫

২২

নায়িকা বিরহ

মোহি তেজি পিআ মোর গেলাহ বিদেস।
কৌনি পর খেপব বারি বএস ॥
সেজ ভেল পরিমল ফূল ভেল বাস।
কতয় ভমর মোর পরল উপাস ॥
সুমরি সুমরি চিত নহী রহে থীর।
মদন দহন তন দগধ শরীর ॥
ভনহিঁ বিষ্ঠাপতি কবি জয় রাম।
কী করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥ ৫৬

২৩

নায়িকা বিরহ

সুন্দরি বিরহ সয়ন ঘর গেল।
কিএ বিধাতা লিখি মোহি দেল ॥
উঠলি চিহায় বৈসলি সির নায়।
চহু দিসি হেরি হেরি রহলি লজায় ॥
নেহুক বন্ধু সেহো ছুটি গেল।
তুহু কর পহুক খেলাওন ভেল ॥
ভনহিঁ বিষ্ঠাপতি অপরূপ নেহ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥ ৫৭

২২

মোরে তেজি পিয়া মোর গেল যে বিদেশ,

কার 'পরে ক্ষেপিব এ বালিকা-বয়েস।

শয্যা হইল সুগন্ধি, ফুলের হইল বাস—

আমার ভ্রমর কত করিছে উপবাস!

স্মরিয়া স্মরিয়া চিত নাহি রহে স্থির—

মদনদহন দগধে শরীর।

ভনয়ে বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—

কী করিবে নাথ, দৈব হল বাম। ৫৬

২৩

সুন্দরী বিরহশয়নঘরে গেল—

কী যে বিধাতা কপালে লিখি দিল!

চিয়াইয়া উঠিল, বসিল শির নোয়াইয়া,

চৌদিশ হেরি হেরি রহিল লজ্জায়—

স্নেহের বন্ধু সেও চলে গেল!

তুহু কর প্রভুর খেলেনা হইল!

ভনয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ লেহ—

যেমন বিরহ হয় তেমনি সিনেহ। ৫৭

২৪

নায়িকা বিরহ

মাধব হমর রটল দুর দেস।
কেও ন কহে সখি কুশল সনেস ॥
জুগ জুগ জিরথু বসথু লখ কোস।
হমর অভাগ হুনক কোন দোস ॥
হমর করম ভেল বিহ বিপরীত।
তেজলন্হি মাধব পুরবিল প্রীত ॥
হৃদয়ক বেদন বান সমান।
আনক দুখ কেঁ আন নহিঁ জান ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কি করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥ ৫৮

২৫

নায়িকা বিরহ

মন পরবস ভেল পরদেস নাহ।
দেখি নিশাকর তন উঠ ধাহ ॥
মদন বেদন দে মানস অন্ত।
কাহি কহব দুখ পরদেস কন্ত ॥
সুমরি সনেহ গেহ নহিঁ আর।
দারুন দাদুর কোকিল রার ॥
সসরি সসরি খসু নিবিবন আজ।
বড় মনোরথ ঘর পহু ন সমাজ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বুঝু নৃপ রাঘব নব পচোবান ॥ ৬১

২৪

মাধব আমার রহিল দূর দেশ—
কেহ না কহে, সখী, কুশলসন্দেশ।
যুগ যুগ বাঁচুক, থাকুক লক্ষ ক্রোশ—
আমার অভাগ্য, তাহার কোন্ দোষ!
আমার করমে হইল বিধি বিপরীত,
তেজিল মাধব পূরবের প্রীত।
হৃদয়ের বেদনা বাণসমান—
অন্যের দুঃখ নাহি জানে আন।
ভনয়ে বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—
কী করিবে নাথ, দৈব হইল বাম। ৫৮

২৫

মন হইল পরবশ, পরদেশ নাথ—
দেখি নিশাকর জ্বলি উঠে গাত।
মদনবেদন করে মানস-অন্ত—
কাহারে কহিব দুখ, পরদেশ কান্ত।
স্মরিয়া স্নেহ গেহে নাহি আসে।
দারুণ দাদুর কোকিল ভাষে।
স'রে স'রে খসিতেছে নীবিবন্ধ আজ—
বড়ো মনোরথ, ঘরে প্রভু নাহি আজ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুন এ প্রমাণ—
বুঝে নৃপ রাঘব নব পাঁচবাণ। ৬১

২৬

নায়িকা বিরহ

প্রথম একাদসং দৈ পহু গেল।
সেহো রে বিতিত মোর কত দিন ভেল।
রতি অবতার বয়স মোর ভেল।
তৈও নহিঁ পহু মোর দরসন দেল॥
অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর।
দিন দিন মদন দ্বগুন সর জোর॥
চান সুরুজ মোহি সহিও ন হোএ।
চানন লাগ বিথম সর সোএ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গুনবতি নারি।
ধৈরজ ধৈরহু মিলত মুরারি॥ ৬২

২৬

প্রথম ও একাদশং দিয়া প্রভু গেল,
সেও রে অতীত কত দিন হল !
রতি-অবতার বয়স মোর হইল,
তবুও প্রভু না মোরে দরশন দিল !
এখন ধরম বুঝি নাহি বাঁচে মোর,
দিনে দিনে মদন দ্বিগুণ করে জোর !
চাঁদ সূর্য মোরে সহ্য না হয়,
চন্দন লাগে বিষমশরসম !
ভনয়ে বিদ্যাপতি— গুণবতী নারী,
ধৈরজ ধরহ, মিলবে মুরারি। ৬২

২৭

উধব সঁ গোপী বচন

চানন ভেল বিখম সর রে
ভূখন ভেল ভারী।
সপনহুঁ হরি নহিঁ আএল রে
গোকুল গিরধারী॥
একসর ঠাটি কদম তরং রে
পথ হেরথি মুরারী।
হরি বিনু দেহ দগধ ভেল রে
ঝামরু ভেল সারী॥
জাহু জাহু তোঁহেঁ উধব হে,
তোঁ হে মধুপুর জাহে।
চন্দ্র বদন নহিঁ জীউতি রে
বধ লাগত কাহে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তন মন দে
সুনু গুনমতি নারি।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝটঝারি॥ ৬৪

২৮

সখী সঁ নায়িকা বচন

গগন গরজি ঘন ঘোর
(হে সখি) কখন আওত পহু মোর॥
উগলন্হি পাঁচোবান
(হে সখি) অব ন বচত মোর প্রান॥
করব কওন পরকার
(হে সখি) জৌবন ভেল জিব কাল॥ ৬৫

২৭

চন্দন হইল বিষম শর,
ভূষণ হইল ভারী—
স্বপনেও হরি নাহি আইল
গোকুলগিরিধারী !
একাকী দাঁড়ায়ে কদমতলে
পথ নেহারে মুরারি !
হরি বিনা দেহ দগধ হইল,
ম্লান হইল সমস্ত !
যাও যাও তুমি উদ্ধব হে,
তুমি হে মধুপুরে যাও।
চন্দ্রবদন নাহি বাঁচিবে—
বধ লাগিবে কাহাকে ?
ভনয়ে বিদ্যাপতি তন মন দিয়া
শুন গুণমতী নারী—
আজি আসিছে হরি গোকুলে রে,
পথে চলো ঝটঝারি। ৬৪

২৮

গগন গরজে ঘন ঘোর,
কখন আসিবে প্রভু মোর !
উদিল পঞ্চবাণ,
এখন বাঁচে না মোর প্রাণ !
করিব কোন্ প্রকার ?
যৌবন হইল জীবনের কাল। ৬৫

২৯

নায়িকা বিরহ

মাধব মাস তীথি ছল মাধব'
অবধ করিএ পহু গেলা।
কুচ জুগ সম্ভু পরসি হসি কহলন্হি
তেঁ পরতীতি মোহি ভেলা॥
অবধি ওর ভেল সময় বেআপিত
জীবন বহি গেল আসে।
তথনুক বিরহ জুবতি নহি জীউতি
কি করত মাধব মাসে॥
ছন ছন কয় কঁ দিবস গমাওলি
দিবস দিবস কয় মাসে।
মাস মাস কয় বরখ গমাওলি
আব জিবন কোন আসে॥
আম মজর ধরু মন মোর গহবর
কোকিল সবদ ভেল মন্দা।
এহন বএস তেজি পহু পরদেস গেল
কুসুম পিউল মকরন্দা॥
কুমকুম চানন আগি লগাওল
কেও কহে সীতল চন্দা।
পহু পরদেস অনেক কেঁ রাখথি
বিপতি চিন্হিঐ ভল মন্দা॥ ৬৬

६५ ।

सखी सँ नायिका बचन ।

गगन गरजि घन घोर (हे सखि) कखन आओत पऊ मोर ॥
उगलन्हि पाँचोबान (हे सखि) अब न बचत मोर प्रान ॥
करब कओन परकार (हे सखि) जीबन भेल जिब काल ॥
भनहिँ बिद्यापति भान (हे सखि) पुरुष करहि परमान ॥

६६ ।

नायिका बिरह ।

माधब मास तीथि छल माधब
अबध करिए पऊ गेलाहे ।
कुच जुग संभु परसि हसि कहलन्हि
तैँ प्रतीति मोहि भेलाहे ॥
अबधि ओर भेल समय बेआपित
जीबन बहि गेल आसे ।
तखनुक बिरह जुबति नहिँ जीउति
कि करत माधब मासे ॥
छन २ काय कँ दिबस गमाओलि
दिबस २ काय मासे ।
मास २ काय बरख गमाओलि
आब जिबन कोन आसे ॥
आम मजर धब मन मोर गहबर
कोकिल सबद भेल मंदा ।
एहन बयस तेजि पऊ परदेस गेल
कुसुम प्रिउल मकरंदा ॥
कुमकुम चानन आगि लगाओल
केओ कहे सीतल चंदा ।
पऊ परदेस अनेक कैँ राखथि
बिपति चिन्हिए भल मंदा ॥

২৯

মাধব মাসে মাধবতিথিতে[১]

অবধি করিয়া প্রভু গেল।

কুচযুগশম্ভু পরশি হাসি কহল[২],

তাই প্রতীতি মোর হইল।

অবধি শেষ হইল, সময় বেয়াপিত—

জীবন বহি গেল আশে।

তখনকার বিরহেই যুবতী বাঁচে না,

মাধবমাসে কী করে!

ক্ষণ ক্ষণ করিয়া দিবস গোঁয়াইল,

দিবস দিবস করি মাসে!

দিবস দিবস করি বরষ গোঁয়াইল—

এখন জীবন কোন্ আশে!

আম্রমঞ্জরী ধরে— মন মোর গহ্বর (আঁধার)—

কোকিলশব্দ হইল মন্দ!

এমন বয়স ত্যেজি প্রভু পরদেশ গেল!

পিইল কুসুম মকরন্দ—

কুঙ্কুম চন্দন অগ্নি লাগাইল,

কে কহে শীতল চন্দ্র!

প্রভু বিদেশে অনেককে রক্ষা করিতেছেন—

বিপদের সময়েই ভালো মন্দ চেনা যায়। ৬৬

৩০

সখী সঁ নায়িকা বচন

মোহন মধুপুর বাস
(হে সখি) হমহুঁ জাএব তনি পাস ॥
রখলন্হি কুবজাক নেহ
(হে সখি) তেজলন্হি হমরো সনেহ ॥
কত দিন তাকব বাট
(হে সখি) রটলা জমুনাক ঘাট ॥
ওতহি রহথু দৃঢ় ফেরি
(হে সখি) দরসন দেথু এক বেরি ॥ ৬৮

৩১

সখী সঁ নায়িকা বচন

আস লতা [হম৮] লগাওলি সজনী
নৈনক নীর পটায় ।
সে ফল অব তরুণত ভেল সজনী
আঁচর তর ন সমায় ॥
কাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনী
তসু মন ভেল কুহ ভান ।
দিন দিন ফল তরুণত ভেল সজনী
পহু মন ন করু গেআন ॥
সভ কের পহু পরদেস বসি সজনী
আএল সুমিরি সিনেহ ।
হমর এহন পহু নিরদয় সজনী
নহিঁ মন বাঢ়য় নেহ ॥ ৬৯

৩০

মোহন, মধুপুরে বাস—
আমি যাইব তার পাশ।
রাখিল কুবুজার স্নেহ—
তেজিল আমার স্নেহ!
কত দিন তাকাইব বাট—
গেছে সে যমুনার ঘাট।
সেখানেই থাকুক দৃঢ় করি—
দরশন দিক একবার। ৬৮

৩১

আশালতা লাগাইনু
নয়নের নীর সিঞ্চিয়া।
তাহার ফল এখন তরুণতা প্রাপ্ত হই[ল,]
আঁচলের তলে আর সামলায় না।
কাঁচার মতো প্রভু আমায় দেখিয়া গে[ল]—
তার মন হইল কুয়াশাসমান।
দিনে দিনে ফল তরুণ হইল
ইহা সে মনে জ্ঞান করে না?
সকলকারই পরদেশবাসী প্রভু
স্নেহ স্মরিয়া আসিল—
আমার এমন নির্দয় প্রভু
মনে তার স্নেহ বাড়ে না। ৬৯

৩২

সখী সঁ নায়িকা বচন

কোন গুন পহু পরবস ভেল সজনী
বুঝলি তনিক ভল মন্দ।
মনমথ মন মথ তনি বিনু সজনী
দেহ দহয় নিশি চন্দ॥
কহ ও পিশুন শত অবগুন সজনী
তনি সম মোহি নহিঁ আন।
কতেক জতন সঁ মেটাবিঅ সজনী
মেটয় ন রেখ পখান॥
জঁ দুরজন কটু ভাখয় সজনী
মোর মন ন হোঅ বিরাম।
অনুভব রাহু পরাভব সজনী
হরিন ন তেজ হিম ধাম॥
জইও তরণি জল শোখয় সজনী
কমল ন তেজয় পাঁক।
জে জন রতল জাহি সঁ সজনী
কি করত বিহ ভয় বাঁক॥ ৭৫

৩২

বুঝিনু তাহার ভালো মন্দ।
মন্মথ মন মথে তাহা বিনে সজনী···
তার শত নিন্দা কহ, তবু তার মতো
আমার আর কেহ নাই।
মুছিতে কতই যত্ন করো,
কিন্তু পাষাণের রেখা মোছে না।
যখন দুর্জন কটু ভাষে,
আমার মনের বিরাম হয় না।
রাহুপরাভব অনুভব করিয়া
হরিণ কখনো চাঁদকে ত্যাগ করে না।
যদিও তরণীর (নদী) জল শুখায়,
তবু কমল পাঁককে ছাড়ে না।
যেজন যাহাতে অনুরক্ত,
কী করে তার বাঁকা বিধির ভয়! ৭৫

৩৩

নায়িকা বচন পথিক সঁ

পিআ মোর বালক হম তরুণী।
কোন তপ চুকলোঁহ ভেলোঁহ জননী॥
পহির লেলি সখি এক দছিনক চীর।
পিআ কেঁ দেখৈতি মোর দগধ শরীর॥
পিআ লেলি গোদ কঁ চললি বজার।
হটিআক লোগ পুছে কে লাগু তোহার॥
নহিঁ মোর দেওর কি নহিঁ ছোট ভাঈ।
পুরব লিখল ছল স্বামী হমার॥
বাট রে বটোহিআ কি তোঁহীঁ মোর ভাঈ।
হমরো সমাদ নৈহর লেনে জাহূ॥
কহিহুন ববা কিনয় ধেনু গাঈ।
দুধরা পিলায় কঁ পোসত জমাঈ॥
নহিঁ মোরা টকা অছি নহিঁ ধেনু গাঈ।
কৌনে বিধি পোসব বালক জমাঈ॥ ৭৯

৩৩

··· কোন্ তপে আমি তার মায়ের মতো !
এক দক্ষিণের কাপড় আমি পরিয়া লইলাম···
পিয়াকে কোলে নিয়ে বাজারে চললেম।
হাটের লোকেরা শুধায় 'এ তোর কে হয়'—
এ আমার দেওর নয়, এ আমার ছোটো ভাই নয়,
পূর্বভাগ্যফলে এ আমার স্বামী।
চলো রে পথিক, তুমি আমার ভাই—
আমার সম্বাদ নিয়ে যাও ;
বাবাকে বোলো যেন একটা ধেনু গা[ই' কেনে]
যে, জামাইকে দুধ খাইয়ে পোষা যায়।
টাকা নেই, গাই নেই—
কী বিধিতে বালক জামাই পোষা ! ৭৯

৩৪

পরকীয়া নায়িকা ও নায়ক সঁ প্রত্যুত্তর

সুন্দরি হে তোঁ সুবুধি সেআনি।
মরী পিআস পিআবহু পানি॥
কে তোঁ থিকাহ ককর কুল জানি।
বিনু পরিচয় নহিঁ দেব পিঢ়ি পানী॥
থিকহুঁ পথুকজন রাজ কুমার।
ধনিক বিওগে ভরমি সংসার॥
আবহ বৈসহ পিব লহ পানি।
জে তোঁ খোজবহ সে দেব আনি॥
সসুর ভৈঁসুর মোর গেলাহ বিদেস।
স্বামিনাথ গেল ছথি তনিক উদেস॥
সাসু ঘর আনৃহরি নৈন নহিঁ সূঝ।
বালক মোর বচন নহিঁ বূঝ॥ ৮০

৩৪

'পিয়াসে মরিতেছি আ[মাকে] জল খাওয়াও।'
কে তুমি? কাহার কুল?
বিনা পরিচয়ে পিঁ[ড়ি ···] দিই না।
'আমি পথিক রাজকুমার,
ধনীর বিয়োগে সংসার ভ্রমিতেছি।'
তবে বোসো, জল খাওয়াচ্ছি—
যা [খোঁজ?] তাই এনে দিচ্ছি।
শ্বশুর ভাশুর মোর গেল বিদেশ,
স্বামী গেল [তাদের উদ্দেশ?],
ঘরে অন্ধ শাশুড়ি চোখে দেখে না—
ছেলে আমার কথা বোঝে না। ৮০

৩৫

মৈনা কৃত শিব বর্ণন

ঘর ঘর ভরমি জনম নিত
তমিকাঁ কেহন বিবাহ।
সে অব করব গোরী বর
ঈ হোএ কতয় নিবাহ॥
কতয় ভবন কত আগন
বাপ কতয় কত মাএ।
কতহু ঁ ঠওর নহি ঁ ঠেহর
কেকর এহন জমাএ॥
কোন কয়ল এহ অসুজন
কেও ন হিনক পরিবার।
জে কয়ল হিনক নিবন্ধন
ধৃক থিক সে পজিআর॥
কুল পরিবার একো নহি ঁ জনিকা
পরিজন ভূত বৈতাল।
দেখি দেখি ঝুর হোএ তন
কে সহে হৃদয়ক সাল॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
ধরহু মন অবগাহ।
জে অছি জনিক বিবাহী
তনিকাঁ সেহ পৈ নাহ॥ ৮১

৩৫

নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমে, তার কেমন বিবাহ !
গৌরী তাকেই বর করবে এ কেমনে [নির্বাহ] হয় ?
কোথায় ভবন, কোথায় অঙ্গন,
কোথা বাপ ভাই !
কোথাও ঘরের ঠাওর (স্থিরতা) নেই—
কাহার / কে করে এমন জামাই !
কে এমন অসুজনতা করিল !
ইহার কেহ পরিবার নাই—
যে ইহার নিবন্ধন করিল সে পঞ্জিকারকে ধিক্ !
যার কুল পরিবার কিছুই নাই, ভূত বেতাল পরিজন—
দেখে দেখে শরীর ঝুরিছে— এ হৃদয়শল্য কে সহে !
যে যার বিবাহী আছে
সে তার নাথ হয় —বিধির নির্বন্ধ। ৮১

রূপান্তর : টীকা

পাঠ এবং অর্থ :

১ আধারগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক উদ্‌ধৃত গোবিন্দদাসের অনুরূপ পদ— [ভী]তক (ভিত্তির) চীতপুতলি হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ
[অ]ব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ।

২ 'ভ্রমর'? মূল এবং শেষ বাক্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য।

৩ আধারগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গ্রীয়র্সন সাহেবের পাঠ বা অর্থখ্যাপন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। 'সচ' (true) পৃথক্ শব্দ ধরেন নাই, অপর পক্ষে 'গোল' বলিতে bow (ইংরাজি অনুবাদের চোরা মুদ্রণপ্রমাদ) গ্রাহ্য না হইলেও শব্দসূচী-ধৃত 'an ascetic's bowl' অর্থ অসংগত হইত না।

৪ তত্রৈব : মধুরাপতি

৫ প্রথম ও একাদশ ব্যঞ্জনাক্ষর, অর্থাৎ, কট : প্রতিশ্রুতি

৬ তরু? কদম তরু মুরারির পথ নেহারে?

৭ বৈশাখের সপ্তমী তিথিতে

৮ গ্রীয়র্সন বলেন : ছন্দোরক্ষার্থে এইরূপ একটি শব্দের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

৯ দুগ্ধবতী গাভী

° রবীন্দ্রনাথের লেখায় এইরূপই আছে।

॥ মন্তব্য ॥ আধারগ্রন্থ সম্পর্কে পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি -কর্তৃক প্রকাশিত ইহার যে প্রতি শান্তি-নিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত, তাহার আখ্যাপত্রে পেন্সিলে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি স্বাক্ষর এবং তাঁহার হাতেই '১লা ফাল্গুন ১৮৮৪' লেখা। আদ্যন্ত গ্রন্থ কবি-কর্তৃক বিশেষ মনঃসংযোগে অধীত এবং নানা টীকা টিপ্পনী ও ভাবান্তর দিয়া চিহ্নিত। গ্রন্থের বিদ্যাপতি অংশে যে ৮২টি পদ আছে তন্মধ্যে ৫২টি পদ রবীন্দ্রনাথের ভাবান্তর অথবা মন্তব্য -সহ ১৩৪৮ সনের

অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত। এ স্থলে সম্পূর্ণ 'রূপান্তর'গুলি বা অর্থবহ বিশেষ বিশেষ কাব্যখণ্ড মাত্র সংকলিত, এজন্য সংখ্যা ৩৫টির বেশি নহে। যে মৈথিলী পদগুলি সম্পূর্ণ সংকলন করা হইয়াছে, বর্তমান গ্রন্থে তাহাদের ক্রমিক সংখ্যা—১, ৭, ৮, ১০-১২, ১৪-২৭, ৩৫। সকল ক্ষেত্রে এগুলিরও সমস্তই রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তরিত বা রূপান্তরিত করিয়াছেন এমন নয়।

প্রত্যেক মৈথিলী পদের শেষে, আধারগ্রন্থে উহার যে ক্রমিক সংখ্যা তাহাই সংকলন করা হইয়াছে। বাংলা রূপান্তরে তাহার অনুবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথ গ্রীয়র্সন সাহেবের অর্থ কয়েক স্থলে গ্রহণ করেন নাই মনে হয়। উল্লিখিত তৃতীয় টীকায় তাহার নিদর্শন মিলিবে।

সংশোধন ॥ আধারগ্রন্থের বিস্তারিত 'সংযোজন-সংশোধন' মিলাইয়া (সেই সঙ্গে গ্রীয়র্সন সাহেবের স্বচ্ছন্দ ইংরাজি রূপান্তর তথা শব্দসূচী দেখিয়া) পূর্বমুদ্রিত বহুবিধ ভ্রান্ত পাঠ ত্যাগ করা হইয়াছে। মূল পদাবলী অংশে ইহার অতিরিক্ত সংশোধন অত্যন্ত বিরল। তৃতীয় এবং চতুর্থ টীকায় যে পাঠান্তর গ্রহণের ইঙ্গিত আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের অভিমত-অনুসারী। রবীন্দ্র-রচনার পাঠোদ্ধারেও বহু সংশোধনের অবকাশ ছিল, রবীন্দ্রসদনের গ্রন্থখানির সাহায্যে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা গিয়াছে।

লিপ্যন্তর ॥ একই কালে মিথিলার ও বাংলার লোকপ্রচলিত উচ্চারণ সম্পর্কে সাধারণের মনে যাহাতে ভুল ধারণা না হয়, দেবনাগরী হরপের বিন্দুচিহ্নকে নির্বিচারে অনুস্বারে পরিণত করা হয় নাই। এজন্যই মংডল, সংচি, নংদী, কুংভ, বংধু, কংত, সুংদরি বা সুংদরী না হইয়া— মণ্ডল, সঞ্চি, ননৃদী (ননদী), কুম্ভ, বন্ধু, কন্ত (কান্ত), সুন্দরি বা সুন্দরী হইয়াছে। মৈথিলী পদের বানান আর সকল দিক দিয়া অবিকৃত রাখার চেষ্টা হইয়াছে; উহা প্রধানতই উচ্চারণ-সংগত, দেবভাষার ব্যুৎপত্তির ভয়ে ভীত নহে।

সমাসবদ্ধ পদ হইলেই সংযুক্তভাবে ছাপা হইবে এ রীতি না থাকায়, বিরহ শয়ন, সখী বচন, রাধা কৃষ্ণ বিলাস বর্ণন, সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু, কুচ জুগ কুঙ্কুম রাগ —এরূপ আধারগ্রন্থে ছিল আর বর্তমান সংকলনেও

আছে। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভাষান্তর, বানানের বা বিরামচিহ্নের অধুনা-প্রচলিত রীতির সহিত সংগতি রাখিয়াই ছাপা হইয়াছে। সমাসবদ্ধ শব্দাবলীও একত্র সংহত বা হাইফেনের সংকেতে পরস্পর যুক্ত।

হিন্দী বা মৈথিলী ভাষায় অন্তঃস্থ 'ব'এর উচ্চারণ স্বতন্ত্র। মূলে যেখানে যেখানে ঐ বর্ণের ব্যবহার, লিপ্যন্তরে (মৈথিলী পদে) 'ৱ' হরপটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

'রভসি ২' বা 'যাও ২' আধারগ্রন্থে যদিবা থাকে, বর্তমান সংকলনে 'রভসি রভসি' বা 'যাও যাও' আকার লইয়াছে —ইহাও বলিতে হয়।

বিশেষ সম্পাদনা॥ রবীন্দ্র-রচনার পাঠনির্ণয়ে যে-সকল ক্ষেত্রে পূর্বেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুমানের আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল অথবা এখনও অনুমান ভিন্ন গতি নাই (বই বাঁধাইতে গিয়া কবির হাতের লেখা বেশ কিছু ছাঁটাই হইয়াছে) বিশেষ বন্ধনী-মধ্যে —[ ]— সেই-সব আনুমানিক পাঠ দেওয়া হইয়াছে। টীকা-টিপ্পনী-বোধক কয়েকটি বিশেষ অঙ্কচিহ্ন বা ক্রমিক সংখ্যাদি সম্পাদনার সুবিধার জন্য সংযোজিত।

পরিশিষ্ট ২

ত্রয়ী : সংস্কৃত গুরুমুখী ও মরাঠী

তিনটি কবিতা : রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর বলিয়া অনুমিত

১

তারাকদম্বকুসুমান্যবকীর্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্বজগতাং স্বকরৈঃ প্রকামং।
হিণ্ডীরপাণ্ডররুচিঃ শশলাঞ্ছনোঽয়ং
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবনমুজ্জিহীতে ॥
স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রধ্মাতৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্‌বোধয়ন্।
বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে ॥

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৯৮ শক

১

তারকাকুসুমচয়
ছড়ায়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে।
দুলায়ে পাদপগুলি
সাগরে তরঙ্গ তুলি
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে
পর্বতকন্দরে গিয়া
শুভ শঙ্খ বাজাইয়া
পবন হরষে তাঁরে চামর দুলায়।
অগণ্য তারকাবলী
চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গলকনকদীপ গগনের গায়।

২

গগন মৈ থালু রবি-চন্দু দীপক বনে।
তারিকামণ্ডল জনক মোতী॥
ধূপু মলআনলো পরণু চররো করে।
সগল বনরাই ফূলন্ত জোতী॥
কৈসী আরতী হোই
ভবখণ্ডনা তেরী আরতী।
অনহতা সবদ বাজন্ত ভেরী॥

—নানক : গুরুগ্রন্থসাহেব

২

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

৩

কঁই তো দিবস দেখেন মী ডোলা।
কল্যাণ মঙ্গলামঙ্গলাচেঁ ॥
আয়ুষ্যাচ্যা শেৱটী পায়াসবেঁ ভেটী।
কলিবরেঁ তুটী জাল্যা ত্বরে ॥
সরো হে সঞ্চিত পদবীচা গোৱা
উতাবীল দেবা মন জালে ॥
পাউল্যপাউলীঁ করিতাঁ বিচার।
অনন্ত বিকার চিত্তা অঙ্গী ॥
হ্মণউনিঁ ভয়াভীত হোতো জীব।
ভাকিতসেঁ কীঁব অট্টহাসেঁ ॥
তুকা হ্মণে হোইল আইকিলে কানী।
তরী চক্রপাণী ধাঁব ঘালা ॥
দুঃখাচ্যা উত্তরী আলবিলে পায়।
পাহাণঁ তেঁ কায় অজুন অন্ত ॥

—তুকারাম

৩

সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান—
কেবলই মঙ্গল যবে, কেবলই কল্যাণ।
পরমায়ু-অবসানে ভেটিব চরণ,
টুটিবে সত্বর মোর সকল বন্ধন।
সকল বন্ধন মোর হোক অপসৃত—
উতলা হয়েছে, দেব, তাই মোর চিত।
পদে পদে দেখি আমি করিয়া বিচার
মন-অঙ্গে রহিয়াছে অনন্ত বিকার।
ভয়ে ভীত তাই মোর চকিত পরান—
সকাতরে চাহি কৃপা, করো পরিত্রাণ।
তুকা ভণে তব কানে পশিবে এ কথা—
দীন-উদ্ধারণ প্রভু, শীঘ্র এসো হেথা।
চরণ ধরিয়া ডাকি তোমারে একান্ত—
এখনো কি দুঃখ মোর হইবে না অন্ত?

—

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের স্থায় অনুবাদ বিভাগও যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এ কথা সাধারণ পাঠকের নিকট সুবিদিত নহে তাহার অন্যতম কারণ এই যে, ইহার অনেকগুলিই এযাবৎ রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয় নাই। বাল্যকালেই তিনি কুমারসম্ভবের এক অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তুকারামের কতকগুলি অভঙ্গেরও অনুবাদ করেন, দীর্ঘকাল সেগুলি স্বাক্ষরহীনতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল।

সম্ভবতঃ উনবিংশ শতকের শেষভাগে বিদ্যাপতির পদাবলীর কতকগুলি পদের এবং ১৩১২ সালেই ধম্মপদের কতক অংশের তিনি অনুবাদ করেন; উভয়ই প্রকাশিত বা আবিষ্কৃত হয় তাঁহার পরলোকগমনের পরে। গীতাঞ্জলি রচনার সমকালে তিনি কতকগুলি বেদমন্ত্রের অনুবাদ করেন— ইহার পূর্বেও করিয়াছিলেন, তাহার একটিমাত্র পাওয়া গিয়াছে; পরেও করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এপর্যন্ত তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। এই বেদমন্ত্র-অনুবাদেরও অধিকাংশ তাঁহার পরলোকগমনের পরে সর্বজন-গোচর হইয়াছে। এই-সকল অনুবাদ ব্যতীত, বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃত শ্লোককবিতার বহু অনুবাদ করিয়াছেন— কালিদাসের কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গে; নাটকীয় চরিত্রের উপযোগী[১] উক্তিরূপে; ছন্দতত্ত্বের আলোচনায় দৃষ্টান্তস্বরূপে। কোনো কোনো প্রাচীন নীতিবাক্য তাঁহার জীবনে মন্ত্রের মতো কাজ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ বারংবার সেগুলির অনুবাদ করিয়াছেন।

॥ বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ ॥

বর্তমান বিভাগে মুদ্রিত প্রথম একাদশটি অনুবাদ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫০ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ঐ সংখ্যাতেই এই অনুবাদকর্মের ইতিহাসও একটি প্রবন্ধে বিবৃত করেন; অতঃপর সেটি সংকলিত হইল।

রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ

রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন বাংলাদেশে এই কথা তো সবাই জানেন। ইহার চেয়েও বড় সত্য তিনি জন্মিয়াছিলেন তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার ক্ষেত্রে। বৈদিক ঋষিদের বিশেষত উপনিষদের বাণীতে মহর্ষির সাধনাকাশ ছিল ভরপূর। উপনয়নের পরই বৈদিক মন্ত্রগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় চলিল। তাই সংহিতা ও উপনিষদের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হইল আগে, লৌকিক সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল পরে। উপনিষদের এই মন্ত্রগুলিই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিরজীবনব্যাপী সাধনায় জপ ও ধ্যানের মন্ত্র। এই সব মন্ত্রের সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে তিনি চিরদিনই ছিলেন মুগ্ধ এবং তাহাদের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে ডুবিতে এবং এই মহাবাণীর অনন্ত আকাশে আপনাকে উদারভাবে ব্যাপ্ত করিতে তিনি চিরজীবন যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ভাষা নাই।···

এই আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনায়। কখনো এই বেদ-উপনিষদের যুগের ভাব, কখনো তাহার ভাষা, কখনো তাহার ছন্দ, কখনো তাহার ব্যঞ্জনা নানা ভাবে তিনি ব্যবহার করিয়া অপূর্ব ফল লাভ করিয়াছেন।···

বৈদিক বাণীর মধ্যে যে একটি সংহত গাম্ভীর্য ও গভীরতা আছে তিনি বলিতেন তাহা আমাদের ভাষাতে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার ব্রাহ্মণ কবিতায় সত্যকামের যে বিবরণ আছে তাহা তিনি ছান্দোগ্যের ··· সত্যকাম-কথার অযোগ্য রূপ বলিয়া মনে করিতেন। বলিতেন, "ছান্দোগ্যের মধ্যে অল্পের মধ্যে যে ড্রামাটিক মহত্ত্ব আছে তাহা প্রকাশ করা আমাদের অসাধ্য।"

তবু বৈদিক ঋষিদের বাণী তিনি বিস্তর অনুবাদও করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সব একত্র সংগৃহীত হইলে তাহাই একখানি সুন্দর গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতে পারিত। তবে সবগুলি এখন পাওয়া সম্ভব কি না তাহা বলিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের এই বৈদিক বাণীর অনুবাদকে তিন কিস্তিতে ভাগ করা চলে।

১৯০৮ সালের আগে অর্থাৎ গীতাঞ্জলি লেখার পূর্বে তিনি কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা আমিও দেখি নাই। তিনি কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। ইহাকে তাঁহার

প্রথম কিস্তি বলা চলে। ইহার একটি মন্ত্রের অনুবাদে "আত্মদা বলদা যিনি" কবিতাটি ১৮৯৪ সালের ফাল্গুনে তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের বৈদিক অনুবাদ বিষয়ে আজ আর বেশি কিছু বলা সম্ভব নহে।

তাহার পরে ১৯০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্ধে কোনো একটি বিশেষ দাবির জোরে তাঁহার কাছে কিছু বেদবাণীর অনুবাদ প্রার্থনা করা হয় এবং তিনি সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ·· ৭ই পৌষের পূর্বে যাহাতে অনুবাদগুলি পাওয়া যায় এই জন্য বিশেষ ভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার প্রিয় কয়েকটি বেদমন্ত্রের অনুবাদ তিনি করিলেন। সেগুলির দুই-একটি সুর দিয়া গান রূপে তিনি পরে প্রকাশিত করেন।[২] বাকি কয়েকটি অনুবাদ সুরের অপেক্ষায় তিনি আমার কাছে রাখিয়া দেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে সচেতন করিয়াছি কিন্তু তাঁহার মনের মত সরল অথচ গম্ভীর বেদোচিত সুর দিতে না পারায় তিনি সেগুলি তাঁহার জীবিতকালে বাহির করিতে পারেন নাই।··· এই অনুবাদগুলিকে দ্বিতীয় কিস্তি ধরিয়া লইতে পারি। এগুলির আবির্ভাব গীতাঞ্জলির সময়ে।

বেদোচিত সুরপ্রাপ্তির এই বিপদ দেখিয়া ১৯১০ সালের পরে তাঁহাকে আর কতকগুলি বেদমন্ত্রের অনুবাদের জন্য ধরি। সেগুলি হইবে কবিতা, গান নয়। তাহার মধ্যে ঋগ্বেদের উষা পর্জন্য প্রভৃতির স্তুতি ও বসিষ্ঠের মন্ত্র আছে। অথর্ব বেদের কতকগুলি মন্ত্র দেখিয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ হন। অথর্বের নৃসূক্ত, স্কম্ভসূক্ত, মহীসূক্ত, ব্রাত্যসূক্ত, বিরাটস্তুতি, উচ্ছিষ্টস্তুতি, শান্তিমন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্র তাঁহার চিত্তকে এমন নাড়া দিয়াছিল যে তিনি সেগুলির অনুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেগুলি তিনি একটি স্বতন্ত্র খাতায় লেখেন। এইগুলি তিনি দেখিবার জন্য কাহাকে দেন। কিন্তু পরে আর তাহা ফেরত পান নাই। এইগুলি হইল তাঁহার তৃতীয় কিস্তি।

প্রথম ও তৃতীয় কিস্তির অনুবাদ আমার হাতে না থাকায়, আমি এখন তাঁহার দ্বিতীয় কিস্তির অনুবাদ কয়টিই সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

১৩১৬ সালের ২০ অগ্রহায়ণ তাঁহার রচিত গান— "আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো"। তাহার পর কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত বেদ-

মন্ত্রেরই অনুবাদ চলিল।

গীতাঞ্জলির গানগুলি তিনি যে খাতায় লেখেন তাহারই সাতাশ পৃষ্ঠায় তিনি বেদ-অনুবাদের প্রথম গানটি লেখেন। তাহা লেখা ১৯০৯ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে। সেই গানটি "পিতা নোঽসি" মন্ত্রের অনুবাদ— "তুমি আমাদের পিতা"। ইহার প্রথম অংশের মূল বাণী শুক্ল যজুর্বেদ বাজসনেয়ি সংহিতার ৩৭শ অধ্যায়ের ২০শ মন্ত্র :

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

এই মন্ত্রের পরেই দ্বিতীয় অংশ বাজসনেয়ির সংহিতায় ৩০শ অধ্যায়ের :

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥

তার পরের অংশটুকু বাজসনেয়ির ১৬শ অধ্যায়ের ৪১শ মন্ত্র :

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

এই অংশ কয়টি বাজসনেয়ি সংহিতার বিভিন্ন স্থান হইতে চয়ন করিয়া মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মের উপাসনামন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন।

একবার কে একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, "মহর্ষি যে এইরূপ বেদের নানা অংশের নানা মন্ত্র জোড়াতাড়া দিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কি আমাদের দেশীয় প্রথার অনুগত হইয়াছে ?" তখন তাঁহার কথাতে বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম, "যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের সব মন্ত্রই নানা স্থান হইতে গৃহীত হইয়া একত্রিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন-কি গায়ত্রী এবং সন্ধ্যার মন্ত্রেরও নানা অংশ বেদের নানা ভাগ হইতে গৃহীত। গায়ত্রীর ব্যাহৃতি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এক স্থানের এবং 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্র অন্য স্থানের। এইভাবে চয়ন করিয়া ব্যবহার করাই ভারতের সনাতন প্রথা। ব্রাহ্মণ এবং সাধক মহর্ষির সেই অধিকার ছিল।"…

খাতার আটাশ পৃষ্ঠায় তিনটি অনুবাদ, তাহার প্রথমটি— "যিনি অগ্নিতে"। এই মন্ত্রটির মূল হইল :

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

[ইত্যাদি]

এই মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (২, ১৭)। যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও এই মন্ত্রটি আছে।

খাতাখানির আটাশ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুবাদ হইল— "যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে"। অনুবাদটির মূল হইল গায়ত্রী মন্ত্র। তার প্রথম অংশটি হইল ব্যাহৃতি : ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ইহা বহু স্থানেই আছে, তবে বাজসনেয়ি সংহিতায় ৩, ৩৭ মন্ত্রেই সাধারণত ইহা দেখি। তার পর : তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। এই অংশটুকু ঋগ্বেদের (৩, ৬২, ১০)। কাজেই গায়ত্রী মন্ত্রেও দুই বিভিন্ন স্থান হইতে দুইটি অংশ যুক্ত হইয়াছে।

ঐ আটাশ পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুবাদটি হইল— "সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই"। ইহার তিনটি ভাগ আছে। ব্রাহ্মধর্মে মহর্ষি তাহা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই অংশটুকু তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দ-বল্লীর প্রথম মন্ত্র। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' অংশটুকু মুণ্ডকোপনিষদের ২০, ২, ৭ মন্ত্র। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রটুকুর অনুরূপ মন্ত্র পাই গোতম ধর্মশাস্ত্রের ২০, ১১ মন্ত্রে। সেখানে 'অদ্বৈতম্' স্থলে 'অন্তরিক্ষম্' আছে।

খাতাটির উনত্রিশ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়াছেন— "আপনারে দেন যিনি সদা যিনি দিতেছেন বল"। ইহার মূল হইল :

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।[৩]

[ইত্যাদি]

খাতায় বত্রিশ পৃষ্ঠায় প্রথম অনুবাদটি— "যদি ঝড়ের মেঘের মতো"। এই অনুবাদটি গান রূপে প্রখ্যাত ও সমাদৃত হইয়াছে। ইহার মূলটি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের। বসিষ্ঠ ইহার ঋষি। মূলটি এই :

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।

[ইত্যাদি]

ঐ পৃষ্ঠার নিচের দিকে মনে হয় যেন আর একটি অনুবাদের আরম্ভ। তাহা ঐ পূর্বানুবাদেরই অনুবৃত্তি— "হে বরুণদেব মানুষ আমরা দেবতার কাছে"। ইহার মূল ঋগ্বেদের ৭, ৮৯, পঞ্চম মন্ত্র :

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।

[ইত্যাদি]

খাতার পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ-কবিতা তাহার আরম্ভ— "হে বরুণ তুমি দূর করো হে দূর করো মোর ভয়"। ইহারও দেবতা বরুণ। তবে ঋষি বসিষ্ঠ নহেন। এই সূক্তের ঋষির নাম গৃৎসমদ অথবা গৃৎসমদের পুত্র কূর্ম।

এই সূক্তটি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত :

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রালৃতা বোঽনু মা গৃভায়।

[ইত্যাদি]

খাতার চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় আরম্ভ এবং পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত "সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর" অনুবাদ কবিতাটির মূল দেখা যায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। শ্বেতাশ্ব-তরের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রখ্যাত মন্ত্র :

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।

[ইত্যাদি]

তার পর একটি মন্ত্র শ্বেতাশ্বতরের চতুর্থ অধ্যায়ের :

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

[ইত্যাদি]

খাতায় ছত্রিশ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ-কবিতা "শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার", ইহার মূল হইল ঈশোপনিষদে। এই মন্ত্রটি মহর্ষি তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্মে'ও সংগ্রহ করিয়াছেন :

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। ইত্যাদি]

খাতায় সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ "অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়", তাহা অথর্ববেদের অভয়মন্ত্র। ইহার মূলটি এই :

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।

[ইত্যাদি]

বেদমন্ত্র-অনুবাদের সপ্তাহ অবসান হইল।...

ইহার পরে সেই খাতায় আর কোনো মন্ত্রানুবাদ নাই। তাহার পরের কবিতাই তাঁহার আপন ভাষায়— "আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শতদল"।

তাহার পরে তাঁহার বাংলা কবিতা ও গানই চলিয়াছে। ৭ই পৌষের উৎসবের পর হইতে সেই বাণীধারা প্রবহমান।[৪]

—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫০

আত্মদা বলদা যিনি ॥ পৃ ৯ ॥ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮১৫ শক (খৃ ১৮৯৪) ফাল্গুন সংখ্যায় ইহা বিনা নামে প্রকাশিত হইলেও সূচীপত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত। দ্রষ্টব্য শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" প্রবন্ধ, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯।

শোনো বিশ্বজন ॥ পৃ ১৯ ॥ ইহা নৈবেদ্যের ৬০-সংখ্যক কবিতার অংশ। নৈবেদ্যের পাঠক অবগত আছেন যে আরও অনেক কবিতায় উপনিষদের মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যথা—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।

—নৈবেদ্য, ৫৮-সংখ্যক কবিতা

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি-ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য।

—নৈবেদ্য, ৫৭-সংখ্যক কবিতা

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন ॥ পৃ ২১ ॥ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকামকাহিনী অবলম্বনে লিখিত চিত্রা কাব্যের সর্বজনপরিচিত ব্রাহ্মণ কবিতার উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর এক অংশের অনুবাদ করেন, সম্প্রতি তাহা বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় (ছন্দ-কণিকা, ১২), তথা রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে পুনর্মুদ্রিত হইল।

ফুল্লশাখা যেমন মধুমতী ॥ পৃ ২৩ ॥ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় অথর্ববেদের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিভাগের চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ কবিতারূপে সেই অনুবাদগুচ্ছ মুদ্রিত হইল।

চতুর্দশ কবিতা নাট্যশেষে অর্জুনের উক্তি, পঞ্চদশ চিত্রাঙ্গদার উক্তি, এবং ষোড়শ উভয়ের সম্মিলিত উক্তিরূপে ব্যবহৃত।

যেমন আমি সর্বসহা শক্তিমতী ॥ পৃ ২৪ ॥ পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। সম্ভবতঃ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার জন্য লেখা হইয়াছিল, তবে গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

॥ ধম্মপদ ॥

এই বিভাগে ধম্মপদের নির্বাচিত অংশের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহা বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বে এই অনুবাদের একাংশ —যমকবগ্‌গো (যুগ্মগাথা) ও পুপ্‌ফবগ্‌গো (পুষ্পবর্গ)— শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ; তখন তাহার সহিত এই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—

শ্রীচারুচন্দ্র বসু মহাশয় -সম্পাদিত ধম্মপদ গ্রন্থের গদ্য বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন (১৩১২) পত্রে উহার প্রশস্তি প্রকাশ করেন··· সম্ভবতঃ এই সময়েই, চারুচন্দ্র বসু -সম্পাদিত গ্রন্থের এক খণ্ডের মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ ধম্মপদের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এই দীর্ঘকাল ইহা অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল।··· কিছুকাল পূর্বে··· (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই অনুবাদ বিষয়ে

[রবীন্দ্রনাথের] উল্লেখের কথা প্রচার করেন। এই আলোচনা পাঠ করিয়া শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র… শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার, তাঁহার পিতা, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, অকালপরলোকগত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের কাগজপত্রের মধ্য হইতে এই অনুবাদ উদ্ধার করিয়া… শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে ব্যবহার করিতে দেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া, ১৩৫১

পরে শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার এই পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে উপহার দিয়াছেন।

বর্তমান সংকলনে ধম্মপদ অংশের পাঠনির্ধারণে, শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী এম. এ. সুত্তবিসারদ -সম্পাদিত, কলিকাতায় ১৯৫৩ সনে প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী -কর্তৃক প্রকাশিত, ধম্মপদং গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

। মহাভারত ।

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট ॥ পৃ ৪১ ॥ বঙ্গদর্শন পত্রে ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যায় 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশিত।

সুখ বা হোক দুখ বা হোক ॥ পৃ ৪১ ॥ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ৯ কার্তিক ১৩১১ পত্রের অন্তর্গত; দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্রের সহিত ১৩৪৮ সনে পত্রপ্রাপক-কর্তৃক স্মৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকেরই অপর দুইটি অনুবাদ যথাক্রমে শ্রীনির্মলচন্দ্র বসুকে লিখিত একটি পত্রে ও রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ-সংকলিত নবরত্নমালা (১৩১৪) গ্রন্থে এই শ্লোকের ও পরবর্তী একটি শ্লোকের যে অনুবাদ পাওয়া যায় তাহা এ স্থলে সংকলনযোগ্য; প্রথম শ্লোকের অনুবাদ বর্তমান গ্রন্থের সংকলনের প্রায় অনুরূপ (চিত্তে = হৃদয়ে), দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদে (শেষ চার ছত্র) ছন্দের বিশেষ পার্থক্য ঘটিয়াছে— এটুকু রবীন্দ্রনাথের না হওয়াই সম্ভব—

সুখ বা হোক, দুখ বা হোক, প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত চিত্তে সব বরণ করি নিয়ো।

অতি হৃষ্ট হইবে না প্রিয়-সমাগমে,
অপ্রিয়ে হবে না ম্লান ব্যথিয়া মরমে;
করিবে না হাহুতাশ হলে অঘটন,
ধর্ম ত্যজিবে না কভু থাকিতে জীবন।

মহাভারতের 'সুখং বা যদি বা দুঃখং' শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল, অনুবাদ ব্যতিরেকেও বহু স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন।

॥ মনুসংহিতা ॥

গাভী দুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সদ্যই ॥ পৃ ৪৩ ॥ এই অনুবাদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে কৃত। তিনি মালদহ জিলার অন্তর্গত স্বগ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি 'ধর্মস্তম্ভ' প্রতিষ্ঠা করেন (১ চৈত্র ১৩৪৬), তাহার জন্য এই 'ধর্মলিপি'। ঐ সময়ে ধর্মস্তম্ভ নামে একটি পুস্তিকায় এই অনুবাদ মুদ্রিত হয়। পরে বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০ সংখ্যায় ধর্মলিপি নামে পুনর্মুদ্রিত।

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক সকলেই জানেন যে শেষ শ্লোকটি ('অধর্মে নৈধতে তাবৎ) রবীন্দ্রনাথ বারংবার উচ্চারণ করিয়াছেন; 'সভ্যতার সংকট' ভাষণেরও এই শেষ বাণী।

॥ কালিদাস ॥

কুমারসম্ভব ॥ মদনদহন ॥ পৃ ৪৭ হইতে ॥ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য— শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত "রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ এবং শ্রীকানাই সামন্ত -প্রণীত রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থে (১৯৬১) "রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি" প্রবন্ধ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এই অনুবাদের কাল অনুমান করেন ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের শেষার্ধ। ইহা ভারতীয় ভাষায় রচিত কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যানুবাদ।

কুমারসম্ভব-অধ্যয়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে "ঘরের পড়া" অধ্যায়ে লিখিয়াছেন— "আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই

আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন।"

জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে এ প্রসঙ্গে আরও লিখিত আছে— "তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।"

সংকলিত পাঠ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যে, মালতীপুঁথি হইতে এই পাঠ সংকলিত। ইহাতে অন্যের হাতের (বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের ?) যোগ-বিয়োগ গ্রহণ করা হয় নাই, কবি স্বয়ং যাহা বর্জন করিয়াছেন মনে হয় তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। মালতীপুঁথির জীর্ণতা-বশতঃ সর্বস্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই; কোনো কোনো স্থলে— [ ] এরূপ বন্ধনী-মধ্যে আনুমানিক পাঠ দেওয়া হইয়াছে। ৭০-সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে (দ্বিতীয় ছত্র, পৃ ৫৭) ক্ষণিক অনবধানে একটি কথা আদৌ লেখা হয় নাই অথচ লেখা সম্ভবপর ছিল ইহা মনে হয়। অন্য দু-একটি লিপিপ্রমাদও ঐরূপ অনবধানজনিত মনে হয়, শুদ্ধ আকারে ছাপা হইয়াছে। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির যে প্রতিলিপি এই গ্রন্থে দেওয়া গেল, সেই সঙ্গে গ্রন্থপরিচয়ের শেষে 'সংযোজন-সংশোধন', বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

উত্তরদিগন্ত ব্যাপি ॥ পৃ ৫৭ ॥ ছন্দ গ্রন্থের "ছন্দের মাত্রা" প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে ছন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে পৃ ১২৩-২৪ দ্রষ্টব্য।

রঘুবংশ ॥ বাক্য আর অর্থ -সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে ॥ পৃ ৫৯ ॥ প্রথম সর্গের ১-১০ শ্লোকের অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত নবরত্নমালা (১৩১৪) গ্রন্থে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়।

পৃ ৬১ হইতে ॥ মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু ॥ কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে ॥ হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা ॥ ও মুখে অলক দোলে যে মারুতভরে ॥ শর্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে ॥ সমসুখদুখ তব সঙ্গিনীজন ॥ ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন ॥ গৃহিনী, সচিব, রহস্যসখী মম ॥ তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ ধনে ॥ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ১৩১২ পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রঘুবংশ অষ্টম সর্গের ৫২-৫৬, ৬৫-৬৭ ও ৬৯ শ্লোকের এই অনুবাদ অজবিলাপ নামে প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরবিহীন এই অনুবাদগুলি সম্পাদক-কৃত এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। শ্রীজগদীশ

ভট্টাচার্যের "নব-রত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা" (প্রবাসী, ১৩৪৫ ভাদ্র) প্রবন্ধে এগুলি রবীন্দ্ররচনা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৩১৪ সালে বিনা স্বাক্ষরে এগুলি 'নবরত্নমালা'র অন্তর্ভুক্ত হয়।

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর ॥ শয়ন রচিত হত পল্লবে নব ॥ এ মেখলা তব প্রথমা রহঃসখী ॥ রঘুবংশ অষ্টম সর্গের ৪৮, ৫৭ ও ৫৮ শ্লোকের এই অনুবাদ বৈজয়ন্তী পত্রিকার ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, পূর্বোল্লিখিত অনুবাদগুলিও ঐ সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৫৫-সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয় রূপান্তর (অলক তোমার কভু মৃদুবায়ুভরে) পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

মেঘদূত ॥ পৃ ৬৭ ॥ পূর্বমেঘের শ্লোকদ্বয়ের প্রথম অনুবাদটি ছন্দ গ্রন্থের অন্তর্গত "ছন্দের মাত্রা" প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। এই অনুবাদের ভূমিকাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের পর্যায় বেঁধে তার সংগীত। বাংলায় সেই দীর্ঘ ধ্বনিগুলিকে দুই মাত্রায় বিশ্লিষ্ট করে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্যাদা থাকবে না। মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপান্তর দেখলেই তা বোঝা যাবে।"

অতঃপর দৃষ্টান্তস্বরূপ অনুবাদটি দিয়াছেন।

প্রথম শ্লোকটির অপর যে দুইটি অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহার প্রথমটি (পৃ ৬৮, অভাগা যক্ষ যবে করিল কাজে হেলা) মেঘদূত-অনুবাদক প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে এক পত্রে (১৩ মার্চ ১৯৩১) লিখিত ও "সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ" নামে উদয়ন পত্রের ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত, পরে রবীন্দ্ররচনাবলী একবিংশ খণ্ডে সংগৃহীত। এই পত্রে সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য—

"সংস্কৃত কাব্য-অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা

যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।”

“সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতি অনুবর্তন করা যেতে পারে” পরিশেষে এই মন্তব্য করিয়া তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ অনুবাদটি দিয়াছেন।

অপর অনুবাদটি (পৃ ৬৯, কোনো-এক যক্ষ সে) বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত “ছন্দ-কণিকা”য় তথা রবীন্দ্রনাথের ছন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) মুদ্রিত।

অভিজ্ঞানশকুন্তল ॥ পৃ ৭১ হইতে ১-১০ -সংখ্যক অনুবাদ ॥ মৃদু এ মৃগ দেহে ॥ অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা ॥ তোমাদের জল না করি দান ॥ মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ ॥ ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে ॥ নবমধুলোভী ওগো মধুকর ॥ ১, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০ -সংখ্যক এই কয়টি অনুবাদ প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের “শকুন্তলা” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয় ॥ সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম। ২ ও ৯ -সংখ্যক এই দুটি অনুবাদ বৈজয়ন্তী পত্রের পৌষ সংখ্যা হইতে গৃহীত। নবরত্নমালাতেও (১৩১৪) আছে।

২-সংখ্যক অনুবাদের অপর একটি রূপ (কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর) নবরত্নমালায় (১৩১৪) প্রকাশিত, তথা হইতে সংকলিত হইল।

এই প্রসঙ্গে নবরত্নমালা গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“আমি সংস্কৃত কাব্য ও উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ হইতে এই নবরত্নমালা গাঁথিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।··· ইহাতে সংস্কৃতের যে সকল অনুবাদ আছে তন্মধ্যে আমার নিজের ছাড়া কতকগুলি শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের কৃত”···

বইখানিতে মাত্র দুটি কবিতার নীচে সাংকেতিক ‘র’ স্বাক্ষর আছে। বস্তুতঃ আরও অনেকগুলি অনুবাদ যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাহা শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য “মূলত ছন্দের উপর নির্ভর করিয়া” অনুমান করেন ও রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেন।

শকুন্তলা সম্বন্ধে গ্যেটের উক্তির অনুবাদও এই অনুবাদগুচ্ছের অন্তর্গত।

বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র নবরত্নমালায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই অনুবাদগুচ্ছের অন্যান্য কবিতা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ মুদ্রিত হইয়াছে।

'বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত' বলিয়া বর্ণিত এই কবিতাগুলির সবই রবীন্দ্রনাথের সমর্থনক্রমে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য প্রবাসী পত্রে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এবং বৈজয়ন্তী পত্রে ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "কয়েকটি অনুবাদ"এ পুনর্মুদ্রণ বা উল্লেখ করিয়াছেন।[৫]

৪-সংখ্যক অনুবাদ (পৃ ৭৩, শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে) ১২৮৪ মাঘ সংখ্যা ভারতী পত্রে "সম্পাদকের বৈঠক" বিভাগে বিচ্ছেদ নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সজনীকান্ত দাস এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলিয়া চিহ্নিত করেন। দ্রষ্টব্য "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী", শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ৩১৩। মালতীপুঁথি নামে খ্যাত পুরাতন পাণ্ডুলিপিতেও এটি পাওয়া গিয়াছে।

৬-সংখ্যক অনুবাদ (পৃ ৭৩, মাঝে মাঝে পদ্মবনে পথ তব হোক মনোহর) মানসী পত্রের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩১৫) প্রকাশিত হয়।

পূর্বোল্লিখিত শকুন্তলা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞানশকুন্তল সম্বন্ধে গ্যেটের উক্তি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন— "কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।" এক সময় গ্যেটের এই উক্তির ইস্ট্‌উইক-কৃত ইংরাজি রূপের কাব্যানুবাদও রবীন্দ্রনাথ এইভাবে করিয়াছিলেন—

Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptur'd, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O' Sakuntala !
and all at once is said.

নব বৎসরের কুঁড়ি— তারি এক পাতে বরষশেষের পক্বফল,
প্রাণ করে চুরি আর তারি এক সাথে প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল,

আছে স্বর্গলোক আর সেই এক ঠাঁই বাঁধা যেথা আছে মহীতল—
হেন যদি কিছু থাকে তুমি তবে তাই ওহে অভিজ্ঞানশকুন্তল !

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবরত্নমালা' গ্রন্থে এই অনুবাদ সাংকেতিক '(র)' স্বাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

মালবিকাগ্নিমিত্র ॥ নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে ॥ পৃ ৭৭ ॥ রবীন্দ্রসদনের অন্যতম পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে।

॥ ভবভূতি ॥

কী জানি মিলিতে পারে সম সমতুল ॥ পৃ ৭৭ ॥ পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাপ্ত। দ্রষ্টব্য শ্রীকানাই সামন্ত -প্রণীত রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থ, পৃ ৪০৮।

অর্থ পরে বাক্য সরে, লৌকিক যে সাধুগণ ॥ পৃ ৭৭ ॥ নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

কিছুই করে না, শুধু সখ্য দিয়ে হরে দুঃখগ্লানি ॥ পৃ ৭৭ ॥ বৈজয়ন্তী ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

॥ ভট্টনারায়ণ-
বররুচি-প্রমুখ কবিগণ ॥

প্রথম ও শেষ দুইটি ব্যতীত এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক-কবিতাই 'শ্রীডাক্তর-যোহনহেবর্‌লিনকর্তৃক সমাহৃত' অতিপ্রাচীন 'কাব্যসংগ্রহঃ' এবং পরবর্তী কালের 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্' এই দুই আধারগ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন পাঠের বিষয়ে তেমনি কবি বা কাব্যের নির্ধারণে ঐ দুটি গ্রন্থের 'পরেই বিশেষ নির্ভর করা হইয়াছে— এজন্য শেষোক্ত গ্রন্থের প্রচলিত (১৯৫২) সংস্করণও দেখা হইয়াছে।

যে-সকল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মূল শ্লোক উদ্ধার করিয়া বাংলা অনুবাদ দিয়াছেন, অথবা অনুবাদ হইতেই বুঝা যায় কোন্ পাঠ তাঁহার স্বীকৃত, আধার-গ্রন্থের সহিত না মিলিলেও, রবীন্দ্রনাথ-ধৃত বা স্বীকৃত শ্লোকই এই গ্রন্থে সংকলিত। এ বিষয়ে ১০২-১০৩ পৃষ্ঠার টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

জীবনস্মৃতির আমেদাবাদ অধ্যায় হইতে জানা যায় হেবর্লিনের কাব্য-সংগ্রহের সহিত প্রথম বিলাত যাত্রার পূর্বেই কবির প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত। এই গ্রন্থের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত প্রতি হইতে অনুমিত হয় যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ইহা পড়িয়াছেন বা ব্যবহার করিয়াছেন। অপর পক্ষে 'কালি-দাসাদিমহাকবিগণবিরচিত ত্রিপঞ্চাশৎ উত্তমসম্পূর্ণ' কাব্যের এই সংগ্রহ উত্তর-কালীন বহু কাব্য- সংগ্রাহক ও সম্পাদকের বিশেষ উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে।

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারের কোন্ সংস্করণ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন নিশ্চিত জানা যায় না; তবে শেষ পর্যন্তই ইহাও তাঁহার সমাদর লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শোনা যায় ইহার প্রায় দুইশত শ্লোক নির্বাচন করিয়া দিয়া, সেগুলি অন্বয় ও প্রাঞ্জল অনুবাদ -সহ সংকলন করিতে বলেন তিনি আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীকে।

যেমন তেমন হোক মোর জাত ॥ পৃ ৮১ ॥ রমা দেবীকে লিখিত পত্রের (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩) অন্তর্গত। 'মোটামুটি অনুবাদ' বলিয়া উল্লিখিত।

চতুরানন, পাপের ফল ॥ পৃ ৮১ ॥ ১৩০৯ আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে "বাজে কথা" প্রবন্ধের অন্তর্গত। অপর অনুবাদটি (বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে) সাহিত্যের পথে গ্রন্থের অন্তর্গত "তথ্য ও সত্য" (বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩৩১) প্রবন্ধের অন্তর্গত।

ভালোই করেছ পিক চুপ করে রয়েছ আষাঢ়ে ॥ পৃ ৮১ ॥ নবরত্নমালাতে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যা বৈজয়ন্তী পত্রে পুনর্মুদ্রিত।

কাক কালো পিক কালো ॥ পৃ ৮৩ ॥ প্রথম অনুবাদটি ১৩৪৭ পৌষ সংখ্যা বৈজয়ন্তী পত্রে প্রকাশিত। মুদ্রিত পাঠান্তরটি পাওয়া যায় রবীন্দ্রসদনের এক পাণ্ডুলিপিতে।

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা ॥ পৃ ৮৩ ॥ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র গ্রন্থের পঞ্চম পত্রে প্রকাশিত।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তারি 'পরে জানি ॥ পৃ ৮৩ ॥ নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। আলোচ্য বিষয়ের অনুরোধে "সফলতার সদুপায়" (১৩১১) প্রবন্ধে পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত।

দ্বিতীয় অনুবাদটি (সেই তো পুরুষসিংহ উদ্যোগী যে জন, পৃ ৮৪) ১৩৩২

কার্তিক সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত।

তৃতীয় অনুবাদটি (লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন, পৃ ৮৪) পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

চতুর্থ অনুবাদটি (উদ্যোগী পুরুষ বলবান্, পৃ ৮৫) ৫ পৌষ ১৩২৯ সংখ্যা বুধবার পত্রিকায় প্রকাশিত।

গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল ॥ উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে ॥ সতের বচন লীলায় কথিত ॥ পৃ ৮৭ ॥ এগুলি নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

প্রায় কাজে নাহি লাগে মস্ত ডাগর ॥ পৃ ৮৭ ॥ রবীন্দ্রসদনের অন্যতম পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন ॥ পৃ ৮৯ ॥ অনুবাদটি ১৩১২ আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সামান্য পাঠান্তর -সহ নবরত্নমালায় '(র)' স্বাক্ষরে সংকলিত।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৮ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে "সংস্কৃত শ্লোক-দ্বয়ের বঙ্গানুবাদ" শিরোনামায় ইহার একটি পাঠান্তর প্রকাশ করেন। সংকলনকর্তা এই শ্লোকানুবাদ এবং অন্য একটি শ্লোকের অনুবাদ (যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু শম্ভু বারামাস, পৃ ৯১) রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ও বর্তমানে রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত যোহান হেবর্‌লিনের কাব্যসংগ্রহের দুটি পাতায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে আবিষ্কার করেন।

এই শ্লোকের অপর দুইটি অনুবাদ (নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা অথবা স্তবন ॥ নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন) পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। শেষেরটি সামান্য পাঠান্তর -সহ শ্রীমতী গীতা রায়ের স্বাক্ষরপুস্তক হইতে ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্তের "রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত লেখন" প্রবন্ধে মুদ্রিত।

আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া ॥ পৃ ৮৯ ॥ নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু শম্ভু বারো মাস ॥ পৃ ৯১ ॥ শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রকাশিত পূর্বোক্ত "সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ"এর অন্যতম।

নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল ॥ পৃ ৯১ ॥ রাজা ও রানী নাটকে

দেবদত্তের উক্তি।

যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে ॥ পৃ ৯১ ॥ ইহাও রাজা ও রানী নাটকে দেবদত্তের উক্তি।

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে ॥ শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে ॥ পৃ ৯১ ॥ ফাল্গুনী নাট্যকাব্যের 'বৈরাগ্যসাধন' মুখবন্ধে শ্রুতিভূষণের উক্তি। এই নাটকে শ্রুতিভূষণ এবং দাদার বহু ছন্দোবদ্ধ 'সুভাষিত' রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও, তাহাতে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকাদির অনেকটা ভাবভঙ্গী গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম কবিতাটি যে ফাল্গুনী নাটকে চঞ্চলা 'লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে' উক্ত হইয়াছে আর আদর্শ শ্লোকটি সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার গ্রন্থে 'লক্ষ্মীস্বভাবঃ' অধ্যায়ের প্রথমেই সন্নিবিষ্ট ইহাও উল্লেখযোগ্য। এই দুটি কবিতা তুল্যার্থ সংস্কৃত শ্লোক -সহ শ্রীকানাই সামন্ত -কর্তৃক সংকলিত।

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ ॥ মেঘলা গগন, তমাল-কানন ॥ পৃ ৯৩ ॥ অনুবাদ দুইটি শ্রীনরেন্দ্র দেবকে লিখিত ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬ তারিখের এক পত্রের অন্তর্গত—

হাল আমলে সংস্কৃত ভাষায় যখন কাব্যরচনা চলেছিল তখন সে ভাষা চল্‌তি ছিল না। ময়ূরের পুচ্ছে ময়ূরের পালখ হল এক জিনিস আর রাজার বীজনীতে ময়ূরের পালখ হল আরেক জিনিস। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্যই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসাধনকলার প্রধান অঙ্গ, সেটাকে যদি বাদ দাও তবে ইন্দ্রধনু থেকে রঙের ছটাকেই বাদ দেওয়া হয়। চল্‌তি বাংলার ছাঁদে যদি কাদম্বরীকে তর্জমা করো তা হলে সে কাদম্বরীই থাকে না। জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুর' শ্লোকটিতে তিনি সংস্কৃতশব্দপুঞ্জে ধ্বনির মৃদঙ্গ বাজিয়ে মেঘলা রাত্রির সংগীতটিকে ঘনিয়ে তুলেছেন, সেই সংগীত বাদ দিয়ে কেবল অর্থটুকু রাখা চলে কিন্তু তা হলে ধ্রুপদের সঙ্গতে পাখোয়াজটাকে সরিয়ে রেখে বাঁয়ায় ঠেকা দেওয়ার মতো হয়— অভাবপক্ষে কাজ চলে কিন্তু মন প্রফুল্ল হয় না। জয়দেবের ঐ শ্লোকের প্রথম দুটি লাইন সাদা বাংলায় লিখলুম—

মেঘলা গগন, তমাল-কানন সবুজ ছায়া মেলে,
আঁধার রাতে লও গো সাথে তরাস-পাওয়া ছেলে।

একটা কিছু হল বটে, কিন্তু জয়দেবের সুরই যদি না রইল তবে গীতগোবিন্দের নাম রক্ষা হবে কী করে। সে সুরটা সংস্কৃত ভাষারই সুর।

এই জন্যে সংস্কৃত শব্দকেই আসরে নামানো চাই—

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ, তমালে তমিস্র বনভূমি,

তিমিরশর্বরী, এ যে শঙ্কাকুল, সঙ্গে লহো তুমি।

আর কিছু না হোক, এতে গীতগোবিন্দের সুরটা লাগলো। আমি হলে ছন্দাভাস দেওয়া গদ্যে সংস্কৃতধ্বনিসম্পদ রেখে মেঘদূতের তর্জমা করতুম।...

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি ॥ বচন যদি কহ গো দুটি ॥ পৃ ৯৩ ॥ অনুবাদ দুইটি সবুজপত্রে ১৩২১ শ্রাবণ সংখ্যায় "বাংলা ছন্দ" নামে প্রকাশিত জে. ডি. অ্যাণ্ডার্সন্‌কে লিখিত পত্রে প্রথম মুদ্রিত হয়।

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর ॥ কুঞ্জ -পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি ॥ আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা ॥ পৃ ৯৫ ॥ ধীরে-ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর ॥ চক্ষু'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে ॥ আনতাঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার ॥ বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে ॥ পৃ ৯৭ ॥ হরিণগর্বমোচন লোচনে ॥ সে গাম্ভীর্য গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা ॥ পৃ ৯৯ ॥ এই নয়টি অনুবাদ প্রজাপতির নির্বন্ধ তথা চিরকুমারসভা হইতে গৃহীত।

ইহার প্রথমটির পাঠান্তর পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীকানাই সামন্ত সংকলন-পূর্বক তাঁহার "রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি" প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন, তথা হইতে গৃহীত।

আনতাঙ্গী বালিকার ॥ পৃ ৯৭ ॥ ইহার প্রসঙ্গে নাটকের নিম্নলিখিত সংলাপ কৌতূহলজনক—

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হল না। ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখতে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় তো? সেই রকম অর্থ করেই নিন-না। শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক—

প্রিয়চক্ষু দেখাদেখি

যে আনন্দ, তাই সে কি

খুঁজিছে চঞ্চল?

—প্রথম দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্ক। চিরকুমারসভা

ভ্রময় একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয় ॥ পৃ ৯৯ ॥ বনবাণী গ্রন্থে কুরচি কবিতার ভূমিকাভাগ হইতে গৃহীত।

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে ॥ প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন ॥ জলেতে কমল, জল কমলে ॥ এক হাতে তালি নাহি বাজে ॥ পৃ ১০১ ॥ সব-কয়টি কবিতা নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্ররচনা বলিয়া নির্দিষ্ট।

॥ পালি ॥

স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নবচম্পাদলে ॥ পৃ ১০৭ ॥ নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় বৌদ্ধ-নারীদের গান।

॥ প্রাকৃত ॥

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে ॥ অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা ॥ পৃ ১০৯ ॥ অনুবাদ দুইটি ছন্দ গ্রন্থের অন্তর্গত "গদ্যছন্দ" প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

॥ মরাঠী : তুকারাম ॥

১২৮৫ সালের ভারতী পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাষ্ট্রীয় সাধু ও কবি তুকারামের জীবনী পর্যালোচনা করেন; তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের অনুবাদও প্রকাশ করেন। পরে এগুলি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবরত্নমালা (১৩১৪) গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়।

এই অনুবাদের কতকগুলি যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাহা শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে জানা যায়; তিনি বলেন— "ইহার সাতটি অভঙ্গ (৫৬৬-৫৭২)* রবীন্দ্রনাথ নিজের বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।"

প্রাচীন যে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি মালতীপুঁথি নামে বর্তমানে পরিচিত, তাহাতে উক্ত সাতটি এবং তাহা ছাড়া আরও আটটি অনুবাদ কবির হস্তাক্ষরেই পাওয়া গিয়াছে। সবগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হইল এবং কোন্ অভঙ্গের পাঠ কোথা হইতে লওয়া অথবা উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর কী আছে তাহাও বর্তমান গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

মরাঠী-অভিজ্ঞ পাঠক কোনো কোনো স্থলে মূলের সহিত অনুবাদের ঈষৎ পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে অভঙ্গ-কয়টির বাংলা ভাষান্তর করিয়াছেন এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

॥ হিন্দী : মধ্যযুগ ॥

গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা॥ পৃ ১৩১ ॥ সুর ও সঙ্গতি গ্রন্থে [১৯৩৫] মুদ্রিত, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত ৬ জুলাই ১৯৩৫ তারিখের পত্র হইতে গৃহীত। গানটির আংশিক অনুবাদ মাত্র।

চূড়াটি তোমার যে রঙে রাঙালে প্রিয় ॥ পৃ ১৩১ ॥ অনুবাদটি ১৩৪৬ আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত "রূপশিল্প" প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

দ্বিতীয় অনুবাদটি (তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি) সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে মুদ্রিত "সাহিত্যের মূল্য" (২৫ এপ্রিল ১৯৪১) প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

এ দুটিও আংশিক অনুবাদ মাত্র।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দী-ভাঙা' গানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।[৭] কোনো কোনো গানে মূল গানের কথার সহিত কথঞ্চিৎ মিল থাকিলেও— "মূল হিন্দিগানের বাক্যাংশের ভাব ও ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের ভাব প্রায় সব ক্ষেত্রে পৃথক।"[৮]

এই প্রসঙ্গে মজুমদার-পাণ্ডুলিপিতে কবি-কর্তৃক সংগৃহীত একটি হিন্দী গানের কথা ও রবীন্দ্রকাব্যে তাহার একটি তুলনা শ্রীকানাই সামন্ত -প্রণীত রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে।[৯]

হিন্দী

রাজ দুলারকা বনারা আইল মা রাতচো
লেরা সুধবীনি মেরোয়ি আঙ্গন বা।
ধনরী তেরো ভাগ যো এসো বর
পায়া, নিরখি রহী কছু কোন
সাজন বা। মেরোরি আঙ্গন বা।

'শুভক্ষণ' ॥ রবীন্দ্রনাথ

ও গো মা,   রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে।
বলে দে আমায় কী করব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস।

॥ শিখ ভজন ॥

এ হরি সুন্দর ॥ পৃ ১৩৫ ॥ এই অনুবাদটি ১৩২০ চৈত্র সংখ্যা প্রবাসী পত্রে 'হিন্দী আরতি (অমৃতসর গুরুদরবারে গীত)' শিরোনামে প্রকাশিত।

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে ॥ পৃ ১৩৫ ॥ মূল ভজনটি শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন। তাহা অবলম্বনে যে গানটি তিনি রচনা করেন তাহার প্রথম স্তবকই ভজনের অনুগামী, সেই অংশ এই গ্রন্থে সংকলিত।

পরিশিষ্ট ১

॥ মৈথিলী পদাবলী : বিদ্যাপতি ॥

এই অনুবাদগুলি শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। 'টীকা'য় তিনি লেখেন—

'বঙ্গীয় শব্দকোষে'র নিমিত্ত মৈথিল শব্দ-সঙ্কলনের সময়ে, আমি Grierson সাহেবের সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল উৎকৃষ্টপদাবলী-সংগ্রহ (Maithil Chrestomathy) ও পদাবলীতে ব্যবহৃত 'মৈথিল শব্দমালা' (Maithil Chrestomathy & Vocabulary) পড়িয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ পূর্বে এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাঙ্‌লায় গদ্যে ও পদ্যে অনেকগুলি পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সকল স্থলে সম্পূর্ণ পদের নাই—কোন পদের সম্পূর্ণ, কোন পদের আংশিক অনুবাদ আছে।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, পৃ ১৩৮

'সম্পূর্ণ' এবং সম্পূর্ণ না হইলেও ভাবগর্ভ আংশিক অনুবাদগুলি সবই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-সম্বলিত উক্ত গ্রন্থখানি (Grierson, George A, *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing A Grammar, Chrestomathy & Vocabulary*, Part II, Chrestomathy & Vocabulary, Asiatic Society, Calcutta, 1882) শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে তারিখ আছে '১লা ফাল্গুন ১৮৮৪' এবং সহি আছে : *Ravindranath Tagore*। এই গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া বর্তমান সংকলনে মূল বিদ্যাপতি-পদ ও রবীন্দ্রানুবাদের পাঠনির্ণয় করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট ২

॥ 'অনুমিত' কবিতাবলী ॥

তারকাকুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময় ॥ পৃ ১৯৩ ॥ সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন—

১৭৯৮শকের মাঘ মাসের (৯ম কল্প, ২ ভাগ, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় একটি ছোট অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে; অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেন না, তবে ভাষাটা যে তাঁহার সেকেলে ভাষারই মত, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না; তিনি লেখেন, সেকালে 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'য় ঠিক এই জাতীয় "কবিতা লিখিয়ে" আর কেহ ছিলেন না।[১০]

—"রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী", *শনিবারের চিঠি*, মাঘ ১৩৪৬

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে ॥ পৃ. ১৯৫ ॥ গুরু নানকের একটি ভজনের প্রথমাংশ। এটির সম্বন্ধে সজনীকান্ত লিখিয়াছেন—

১৭৯৬ শকের ফাল্গুন মাসের (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ২০৯ পৃষ্ঠায়··· গানটি মুদ্রিত হইয়াছে··· আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি' (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে

বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এটি তাঁহার রচনা।

—রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬

এই অনুবাদটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ -কৃত হইলেও হইতে পারে এরূপ অনুমিত হইয়াছে—

গানটি মূল-ভজন-সংগ্রাহক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিজের কৃত অনুবাদ হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়তো অনুবাদের প্রথমাংশটুকু সুরে বসিয়েছিলেন মাত্র। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সংস্করণ মহর্ষির 'আত্মচরিতে' ১৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভজনটির অনুবাদ গদ্য আকারে মুদ্রিত হয়েছিল; স্বতন্ত্র কোনো অনুবাদকের নাম সেখানে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। সে অনুবাদে গানটির প্রচলিত ছয়টি লাইনের পরেও আরো চারটি লাইন আছে।

এই প্রসঙ্গে দুটি কথা স্মরণ রাখা ভালো। প্রথমত, অনুবাদটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় যে বৎসরে প্রথম প্রকাশিত হয় (১৭৯৬ শক) তার অব্যবহিত পূর্বের তিন বছর দেবেন্দ্রনাথ পর পর অমৃতসর ভ্রমণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিত রচনা শেষ করেন মাঘ ১৮১৬ শকে…'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি' প্রকাশের (১৮২৬ শক…) প্রায় বছর দশেক পূর্বে এবং… নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ইহাতে কোন নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দু বিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না।'

—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা", গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০

সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান ॥ পৃ ১৯৭ ॥ সজনীকান্ত দাস ১৩৬২ অগ্রহায়ণ সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে নিম্নমুদ্রিত বিবরণসহ একটি অভঙ্গের এই অনুবাদটি প্রকাশ করেন— "আমি হস্তান্তরিত পুস্তকের বাজারেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি হইতে অপসৃত একখানি পুস্তক পাই। তাহারই মধ্যে কোনও অজ্ঞাত পুস্তকের পুস্তনির একটি পৃষ্ঠা লুক্কায়িত ছিল। সাদা পুস্তনির উপর পেনসিলে লেখা আর একটি অভঙ্গের অনুবাদ ছিল। হস্তাক্ষর নিঃসংশয়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথের।"[১০]

ভাবসাদৃশ্য

পূর্বগামীদের কোনো কোনো রচনার সহিত রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনার সাদৃশ্য এমন যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা অনুবাদ বলিয়া অনুমান হইতে পারে। এই

প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনা ঔৎসুক্যজনক সন্দেহ নাই। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 'দাদূ' (১৩৪২) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

সীমা ও অসীম সম্বন্ধে এইবার দাদূ এমন একটি কথা বলিলেন যে তাঁহার সঙ্গে ও এই যুগের মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা যায় আশ্চর্য এক মিল। সীমা-অসীমের নিবিড় যোগের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

সীমা অসীমের নিবিড় প্রেম সম্বন্ধে দাদূ কহিলেন, "গন্ধ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম ফুলকে ; ফুল বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম গন্ধকে! ভাস (প্রকাশ, ভাষা) কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাবকে, ভাব বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাসকে! রূপ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম সৎকে ; সৎ বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম রূপকে! পরস্পরে উভয়েই উভয়কে চায় করিতে পূজা! অগাধ এই পূজা, অনুপম এই প্রেমের পূজা!"

বাস কহৈ হৌঁ ফুল কো পাউঁ ফূল কহৈ হৌঁ বাস।
ভাস কহৈ হৌঁ ভাব কো পাউঁ ভাব কহৈ হৌঁ ভাস ॥
রূপ কহৈ হৌঁ সত কো পাউঁ সত কহৈ হৌঁ রূপ।
আপস মে দউ পূজন চাহৈ পূজা অগাধ অনূপ ॥

—দাদূ, পরিশিষ্ট, পৃ ৬৩৯-৪০

এই গ্রন্থ পড়িয়া বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে (২৪ কার্তিক ১৩৪২) লেখেন— "কয়েক দিন হইতে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন হইয়াছে তাহা লিখিতেছি। ক্ষিতির 'দাদূ'র ২১৮ ও ৬৪০ পৃষ্ঠা দেখুন। "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে"— আপনার এই কবিতাটি লিখিবার পূর্বে দাদূর কবিতাটির সহিত আপনার কোনো পরিচয় ছিল কি ? আশ্চর্য মিল !"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন (২৬ কার্তিক ১৩৪২)— "দাদূর সঙ্গে আমার পরিচয় আপনাদের ঠাকুর্দাদুর [ক্ষিতিবাবুর] সঙ্গে পরিচয়ের পরে। "ধূপ আপনারে" কবিতাটি তার অনেক পূর্বের লেখা। এমন একটি নয়, ক্ষিতিবাবু প্রমাণ করতে বসেছেন যে আমার অনেক কবিতার ভাব, এমন-কি তার বাক্য আমার জন্মের পূর্বেই মধ্যযুগের সাধকেরা বিনা স্বীকৃতিতেই চুরি করে নিয়েছেন। অদৃশ্যে সিঁধ কাটবার কোথাও একটা সহজ পথ নিঃসন্দেহ আছে। অধিকাংশ কবিই চোর কবি, তাঁরা না জেনেও ভূত ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করে থাকেন।"

সাঁওতালী অনুবাদ

কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত পত্র (৮।১।৩৯) হইতে জানা যায় তিনি সাঁওতালী ছড়ারও অনুবাদ করিয়াছিলেন— "মাঝে মাঝে লেখার প্রয়োজনে সাঁওতালি ছড়ার খোঁজ করছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম সাহিত্যপরিষদে তাদের কবর হয়েছে। ওগুলো পাঠিয়ো। মূলগুলো সাঁওতালি। কিন্তু বাংলাটা আমার।"

এই অনুবাদগুলির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিবেশী সাঁওতালদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নানা তথ্য ও বহু সাঁওতালী গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩ সংখ্যায় ইহার কতকগুলি বাংলা অনুবাদ -সহ মুদ্রিত হইয়াছিল।

গদ্যানুবাদ

বর্তমান গ্রন্থে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা-নিবদ্ধ রচনার কাব্যানুবাদই সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে সংকলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুবাদ কতক অংশে তাহার ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত যাঁহারা সুপরিচিত তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ-ধৃত নানা প্রবন্ধে, 'শান্তিনিকেতন' ও অন্যান্য উপদেশমালায় এবং অন্য নানা স্থানে, যেমন রবীন্দ্র-রচনাবলীর নবম খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত "নিরাকার উপাসনা" প্রবন্ধে, তিনি সংস্কৃতের গদ্যানুবাদ করিয়াছেন, এগুলি সুপরিচিত বলিয়া উদ্‌ধৃত হইল না। বঙ্গদর্শনে ও পরে প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে মুদ্রিত "ধম্মপদং" প্রবন্ধে তিনি অনুবাদের কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তাহা উদ্ধারযোগ্য—

[অনুবাদকের] প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলে ভালো হয়; যেখানে দুর্বোধ হইয়া পড়িবে সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে তবে অন্যায় হয়, কারণ, ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে; এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে-সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে, অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি।

—রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

অতঃপর অনুবাদে ত্রুটির দুইটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের মার্জিনেই রবীন্দ্রনাথ ধম্মপদের অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; দৃষ্টান্তস্থল শ্লোক দুইটিও রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তরিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কয়েকটি গদ্যানুবাদের দৃষ্টান্ত মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলী-সহ এ স্থলে উদ্‌ধৃত হইল—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্‌ভিল্লস্য পত্নী মুদা।

পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্লকঠিনং তদ্‌বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ ॥

—বেতালভট্ট : নীতিপ্রদীপ, ৮

সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল— যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

—বাজে কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্‌।
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্‌ভির্বিদধাতি সভারঞ্জনময়ীম্‌ ॥

—শঙ্করাচার্য : আনন্দলহরী, ১৬

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে যারা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীরবাক্য-দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে।

—তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য, চিরকুমারসভা

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্‌।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥

—শঙ্করাচার্য : আনন্দলহরী, ৪৪

ঐ সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক, যে রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর, যে সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ঐ সিঁথিতে, সে যেন নবীন সূর্যের আলো, তাকে ঘনকবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।[১১]

—গদ্য ছন্দ, ছন্দ

একটি
বিশেষ অনুবাদ

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পং স্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্॥

ভর্তৃহরি-রচিত এই শ্লোকটি[১২] যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকেরা তাহা জানেন। নবরত্নমালায় (১৩১৪) এই শ্লোকের প্রায় এই পাঠই বঙ্গানুবাদ-সহ মুদ্রিত। অনুবাদ এমন সুন্দর এবং উহার ছন্দোভঙ্গীতেও এমন নৈপুণ্য রুচি ও সূক্ষ্মশব্দধ্বনির বোধ প্রকাশিত যে এটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া প্রতীতি হওয়া আশ্চর্য নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যরসিকগণের বিচার-বিবেচনার জন্য সেই অনুবাদ অতঃপর সংকলন করা গেল—

নাহয় অসীম পেলে সম্পদ[১৩]
তাতেই বা হল কী?
রিপুর মাথায় দিলে তুই পদ,
তাতেই বা হল কী?
প্রণয়ী জুটালে দিয়ে বহু ধন,
তাতেই বা হল কী?
যুগান্ত[১৩]-কাল রাখিলে জীবন,
তাতেই বা হল কী?[১৪]

১ প্রসঙ্গবিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত বোধ হইবে এরূপও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন রাজা ও রানী নাটকে দেবদত্তের উক্তি (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৯১, ১৪-১৫ সংখ্যা)।

২ যথা, "তুমি আমাদের পিতা" এবং "যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই"।

৩ ইহারই পূর্ব অনুবাদ ১৮৯৪ ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য মল্লিখিত "বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ ; শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -লিখিত "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম', প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৯ ।...

—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

৪ অথর্বের 'পরিত্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য' (২,১,৪) মন্ত্রটিও তাঁহার খুব ভাল লাগায় তিনি তাহার অনুবাদ করেন। 'শেষ সপ্তকে' এই মন্ত্রটি তিনি চল্লিশ নম্বরের কবিতার প্রারম্ভে বসাইয়াছেন।

— শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৬০৭

শেষ সপ্তকের উক্ত কবিতার সেই সূচনাংশ :

ঋষি কবি বলেছেন—

ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,

শেষকালে এসে দাঁড়ালেন

প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

৫ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমার পুস্তকে কবি নিজে তাঁহার কৃত অনুবাদগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।"

৬ বর্তমান পর্যায়ে ৪-১০ -সংখ্যক কবিতা। বস্তুতঃ সংকলিত ১-১২ সংখ্যার কবিতাগুলি সবই নবরত্নমালায় আছে।

৭ এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য— ইন্দিরাদেবী -প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম'।

৮ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস -প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯৭

৯ রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থে "রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি" প্রবন্ধ, পৃ ২৭৯-৮০

১০ দ্রষ্টব্য শ্রীসজনীকান্ত দাস -প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য', পৃ ২৪৬-৪৭ ও অভঙ্গ-প্রসঙ্গে পৃ ২৩৯

১১ আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যলহরীর উল্লিখিত শ্লোক বহু বৎসর পূর্বের একখানি খাতায় ('মজুমদার-পাণ্ডুলিপি'তে) পাওয়া গিয়াছে, গদ্যানুবাদ ১৩৪১ বৈশাখের বঙ্গশ্রী পত্রে প্রকাশিত ও পরে ছন্দ গ্রন্থে সংকলিত।

১২ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারে (১৯১২) বা কাব্যসংগ্রহে (১৮৪৭) পাঠভেদ আছে। শ্লোকটির যে পাঠ রবীন্দ্রনাথের ততঃ কিম্ প্রবন্ধ-ভুক্ত, ১৩১৩ অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত (নবরত্নমালা ১৩১৪ সনেই প্রকাশিত) এবং পরে ধর্ম গ্রন্থে সংকলিত এ স্থলে তাহাই সংকলন করা গেল।

১৩ যুক্তাক্ষরযুক্ত এই দুটি শব্দেই চারি-মাত্রা-গণনার, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সার্থক প্রয়োগের, বৈশিষ্ট্য এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহার হইতে পারে? প্রত্যেক বাক্য-শেষে 'কী' (নবরত্নমালায় 'কি') শব্দের মাত্রাসৌষ্ঠবও রবীন্দ্রোচিত।

১৪ বাংলা ভাষান্তরের চমৎকারিত্বে নবরত্নমালা-ভুক্ত আরও কোনো কোনো কবিতা রবীন্দ্রনাথ -কৃত মনে হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত মন্ত্র শ্লোক কবিতা প্রভৃতির যে-সকল কাব্যানুবাদ করেন এই গ্রন্থে তাহা সংকলিত হইল। শ্রীপুলিনবিহারী সেন ইহার সংকলন ও সম্পাদনা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় একটি খণ্ডে বিদেশী ভাষার রচনা হইতে রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ সংকলিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদে সর্বদা মূলরচনার নির্দেশ নাই। এই সংকলনে মূল ইত্যাদি নির্দেশের প্রযত্ন করা হইয়াছে। শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের সহায়তায় এই মূলনির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে। ইঁহারা এই অনুবাদসংগ্রহকর্মে সংকলয়িতাকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন, এই উপলক্ষে তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তুকারামের মূল অভঙ্গগুলির নির্দেশে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীবিদ্যাধর বেঙ্কটেশ ওয়ঝলওয়ার ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাপুরাও যোশী। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দী শ্লোক দুটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। মরাঠী ও হিন্দীভজনের প্রুফ দেখার কালে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাপুরাও যোশী ও পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণাচারিয়ার বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত নানা পাণ্ডুলিপিতে বিকীর্ণ অনুবাদ সংগ্রহে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীকানাই সামন্তও কোনো কোনো কবিতা রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপি হইতে খুঁজিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ীর নিকট হইতে কোনো কোনো বিষয়ে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। সময়বিশেষে শ্রীসুখময় সপ্ততীর্থ ও শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদনায় আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনকার্যে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে নানাভাবে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন।

পৃ ৪০ দ্বিতীয় শ্লোকের অন্তিম ছত্রে : হৃদয়েনাপরাজিতা ॥

৪১ দ্বিতীয় কবিতার শেষ ছত্রে : বরণ করি নিয়ো ॥

৪৭ †একাদশ ছত্র : ফুটিল, যদিও নাই সুবাস তাহাতে।

৫৩ †চতুঃপঞ্চাশত্তম শ্লোকের পাঠান্তর :

স্তনভারে আনমিত সুকুমার কায়
অরুণবরন বাসে আছে আবরিত
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো ॥ ৫৪

৬৩ †নবম ছত্রের শেষে : রহঃসখী

৬৯ এই পৃষ্ঠার সবটাই মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের রূপান্তর।

৭৭ পাণ্ডুলিপি-অনুসারে চতুর্থ ছত্রে : তিরস্করিণী

৮০ প্রথম শ্লোক ভট্টনারায়ণ-রচিত, অন্য দুটি শ্লোক বররুচির

৮৭ ষষ্ঠ ছত্রে : কূপে

৯০ ‡সপ্তম ছত্রে : 'শাস্ত্রং

১১৫ ‡সপ্তম ছত্রে : মোর[৪]

† পাণ্ডুলিপি-চিত্র দ্রষ্টব্য। প্রাথমিক পাঠ কতটা বর্জিত এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উহা বর্জন করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

‡ হরপের হানি বা হরপ-ছুট ছাপা হয়তো সকল গ্রন্থে ঘটে নাই।

বেদমন্ত্রানুবাদ ॥ গীতাঞ্জলি-রচনার সমকালে, বুধবার ২২ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ (৮ ডিসেম্বর ১৯০৯) হইতে 'সপ্তাহকালে' যে অনুবাদগুলি লেখা হয় গীতাঞ্জলির খাতায়, তাহারই ২৮ এবং ৩৫ পৃষ্ঠার চিত্র— বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত ২-৪ -সংখ্যক অনুবাদ (পৃ ৫) এবং ৯-সংখ্যক অনুবাদের শেষাংশ (পৃ ১৫)। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বুধবার বিশেষ উপাসনার দিন, ৭ই পৌষের পুণ্যদিনও আসন্ন ছিল, ইহা স্মরণযোগ্য।

ধম্মপদ ॥ শ্রীচারুচন্দ্র বসু -সম্পাদিত ধম্মপদং গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ -কালেই রবীন্দ্রনাথ উহার বিস্তারিত আলোচনা করেন ১৩১২ জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শনে; তাঁহার নিজের পুস্তকখানির বিভিন্ন পৃষ্ঠার মার্জিনে কালীতে ও পেন্সিলে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদও করেন। উহারই ৯-১০ পৃষ্ঠার চিত্র মুদ্রিত হইল।

মদনদহন ॥ মালতীপুঁথির যে দুই পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব কাব্যের এই অংশের অমিত্রাক্ষর পয়ারে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন, তাহা সম্পূর্ণই প্রতিচিত্রিত হইল। ইহার শেষে অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের একটি শ্লোকানুবাদের (বর্তমান গ্রন্থে পৃ ৭৩, সংখ্যা ৪) শেষ দুই ছত্রের পাঠান্তরও দেখা যায়।

তুকারাম-ভজন ॥ মালতীপুঁথির অন্যতম পৃষ্ঠার প্রতিচিত্র; ইহাতে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত (পৃ ১১৯, ১২১) ৭-৯ -সংখ্যক কবিতা দেখা যায়। পৃষ্ঠার উপর দিকে বাম কোণ ছিন্ন হওয়ায় সপ্তম কবিতার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় না, এজন্য নবরত্নমালার পাঠই গ্রন্থে সংকলিত।

বিদ্যাপতি-পদ ॥ উনকৃত প্রতিচিত্র। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত গ্রীয়র্সন সাহেবের গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য। উহার একটি পৃষ্ঠার চিত্রে ৬৫-সংখ্যক পদ এবং ৬৬ -সংখ্যক পদের অধিকাংশ, পেন্সিলের লেখায় ঐ দুটি পদের বাংলা অনুবাদ-সহ, পাওয়া যাইতেছে। ৬৬-সংখ্যক বিদ্যাপতি-পদের পুনর্মুদ্রণে, গ্রীয়র্সনের শুদ্ধিপত্র-অনুযায়ী দ্বিতীয় চতুর্থ ও নবম ছত্রে পাঠভেদ ঘটিয়াছে এবং তৃতীয় ছত্রে আরেকটি সংশোধনও আছে। মূলপদের লিপ্যন্তরে যে রীতি অনুসৃত, বর্তমান গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

বেদমন্ত্র ঋষিগণের দৃষ্ট বা শ্রুত। ধম্মপদে ভগবান বুদ্ধের উক্তি কাব্য-আকারে সংকলিত। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কবিগণের নামোল্লেখ সম্ভবপর—

প্রথম ছত্রের সূচী